শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

দশম খণ্ড

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

দশম খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২৩ বাংলা

—নায়মাত্মা বলহী[illegible] লভ্যঃ—

—ভি[illegible]ং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী—১০

মূল্য ঃ ত্রিশ টাকা (মাশুল স্বতন্ত্র)

Collected by Mukherjee, TK, DHANBAD

মুদ্রণ-সংখ্যা ৫০০ (পাঁচশত)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা,
বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিণ্টার ঃ—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,
অযাচক আশ্রম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

ISBN—978-93-82043-38-6

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, স্বামী স্বরূপানন্দ সরণী, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/০৫১৬

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০২১২

অযাচক আশ্রম
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কাহিলিপাড়া কলোনী,
গৌহাটি-৭৮১০১৮, আসাম ● দূরভাষ-(০৩৬১) ২৪৭৩৩২০

দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্‌কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ ৮২৭০১৩
ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

দশম খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সম-সাময়িক পত্রাবলী (যাহা ১৩৬৫ ও ১৩৬৬ সালের "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার দশম খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি বহুস্থানে পাঠাইতে হইত বলিয়া প্রধানতঃ অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "ধৃতং প্রেম্না" প্রথম হইতে নবম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া পত্র দিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সমাধান তাঁহারা পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" দশম খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল। নিবেদনমিতি—শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬৭ বাং

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী—১০

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী

ওঁ
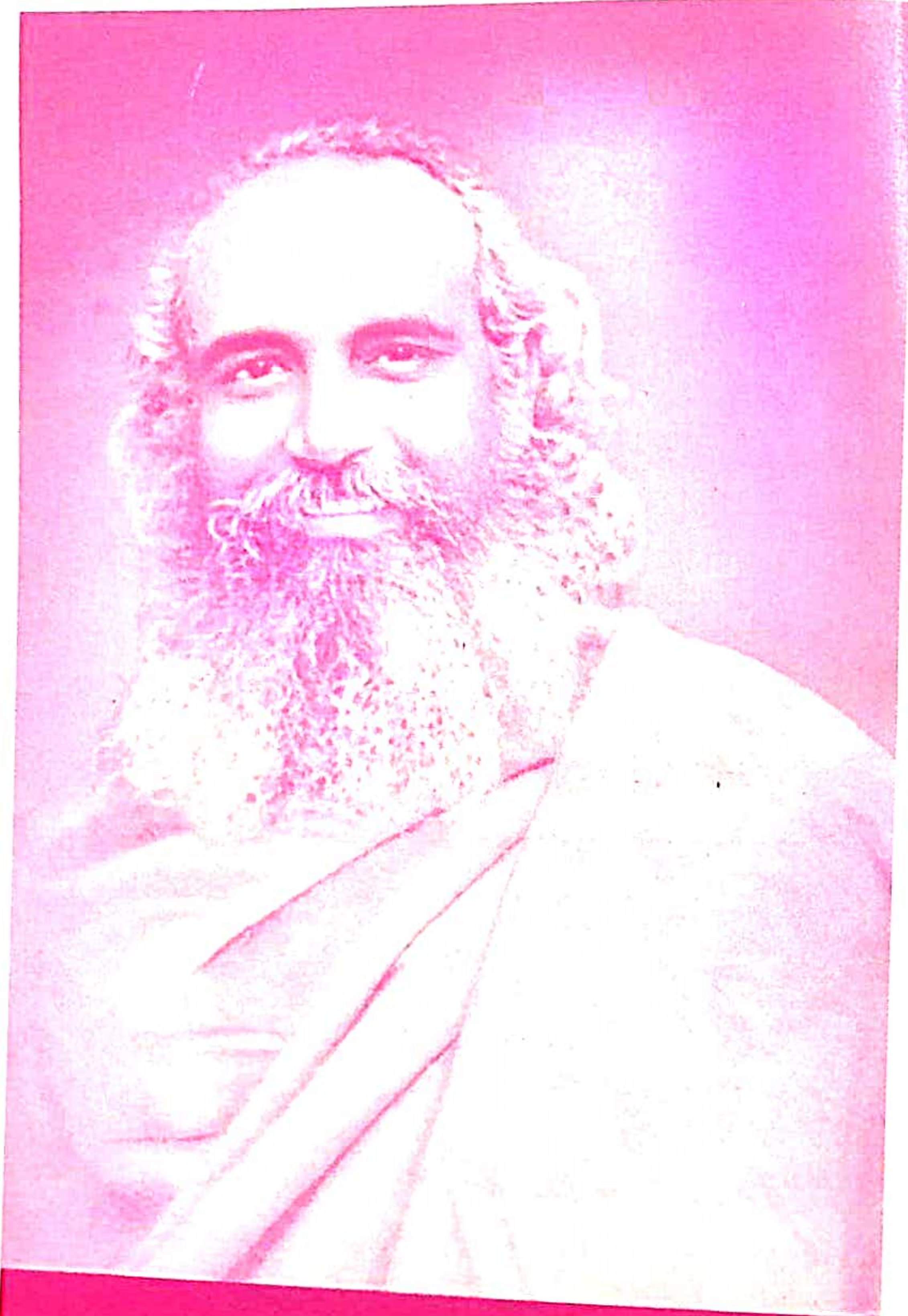
ধৃতং প্রেম্না

(দশম খণ্ড)

—ঃ * ঃ—

(১)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
২৭শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তোমরা তোমাদের ভক্তি-বিশ্বাসের বলে সমস্ত অঞ্চল ব্যাপিয়া একটা নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া ফেল। ধনবলে, জনবলে, বিদ্যাবলে যাহা সম্ভব হয় না, তাহাও ভক্তিবলে হয়। যেখানে যে-অবস্থায় যাহাকে পাইবে, সেখানেই সেই অবস্থাতেই তাহার মধ্যে তোমরা তোমাদের অন্তরের ভগবদ্‌ভক্তি ও জনসেবার অনুরাগকে সংক্রামিত, জাগরিত ও বিবর্ধিত করিয়া তুলিতে প্রযত্নপরায়ণ হও। রেল-ষ্টেশান, বাস-ষ্ট্যাণ্ড, হাট-বাজার, কারখানা, বিদ্যালয়, বিচারালয় ইত্যাদি কোন স্থানই তোমাদের মহান প্রয়াসের পক্ষে অযোগ্য হইবে বলিয়া মনে করিও না। মনে রাখিও যে, তোমরা যে একদা আমার কাছে দীক্ষিত

Collected by Mukherjee, TK, DHANBAD

হইয়াছিলে, তাহা কেবলই নিজের সাধন নিজে করিয়া একাকী মুক্ত হইবার জন্য নহে। জনসেবা ও আত্মমোক্ষকে, আত্মমোক্ষ ও বিশ্বমুক্তিকে, ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও সর্ব্বজনীন আত্যন্তিক উন্নতিকে পরস্পরের সহিত অভিন্ন সত্তায় বাঁধিয়া রাখিয়া চলিবে তোমাদের সাধনা। উভয়ের মধ্যে বিধান করিতে হইবে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের।

যে জাগিয়া ঘুমায়, তাহার ঘুম ভাঙ্গো, যে ঘুমাইয়া জাগে, তাহাকেও চির-বিনিদ্র রাখ। আদর্শের পতাকা হাতে লইয়া তোমাদের অবিরাম মার্চ্চ করিতে হইবে। কাজ করিতে করিতেই করিতে হইবে বিশ্রাম, বিশ্রাম করিবার জন্য কাজে বিরাম দিবার তোমাদের অধিকার নাই! কাজ হইতে কার্য্যান্তরে মন দিয়া বিশ্রামের সুখ আস্বাদন করিয়া লইবে। অভ্যাসের ফলে ইহা করা যায়।

প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

২৮শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম।

তোমরা ঝুলন উপলক্ষে শ্রীশ্রীওঙ্কারবিগ্রহকে নিয়া আনন্দোৎসব করিয়াছ, ইহাতে কে না সুখী হইবে? অন্যান্য স্থানে ছেলেমেয়েরা ওঙ্কারবিগ্রহকে নিয়া রথোৎসব করিয়া থাকে। কোথাও কোথাও ওঙ্কারবিগ্রহ লইয়া দিবস-ত্রয়-ব্যাপী শারদীয়া উপাসনাও হইয়া থাকে। তোমাদের ওখানে যে অনুষ্ঠানটী করিয়াছ, তাহাতে দুই চারিজন একটু আপত্তি করিয়াছেন, লিখিয়াছ। ইহা ত' বাবা স্বাভাবিক। কারণ একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে একটী নির্দ্দিষ্ট দেবতারই পূজা হইবে, ইহাই সেই সেই দেবতার পূজকেরা চাহেন ও প্রত্যাশা করেন। তাই তাঁহারা মনে করেন যে, অন্যেরা অন্যভাবে ঐ ঐ বিশেষ দিনে ভগবানের উপাসনা করিবে কেন? এই মনোভাব তাঁহাদের ইষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃই আসিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদের আপত্তিকে তোমরা কোনও বিরুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিও না। তবে তাঁহারা বাধা দিয়াছেন বলিয়াই তোমরা তোমাদের বিবেকানুমোদিত পথ হইতে সরিয়া যাইবে, ইহাও হইতে পারে না।

মনে রাখিও, আমরা কোনও ধর্ম্মমতকে গর্হণ করিতে বা নির্ব্বাসন দিতে আসি নাই। কিন্তু আমরা যে মত বা পথকে সত্য বলিয়া জানিয়াছি, তাহাকে অন্যের বাধা বা বিরোধের ভয়ে পরিহারও করিব না। মনে ইহাই রাখিতে হইবে যে, আপাততঃ সংঘাত দেখা গেলেও প্রত্যেকটী বিভিন্ন মতপথাশ্রিত ব্যক্তির প্রতি আমাদের অন্তরের প্রীতি এমন

সুগভীর ও অকপট হওয়া চাই, যেন ইহারই বলে আমরা সকলের সহিত বাস্তব ও শাশ্বত আত্মীয়তা স্থাপন করিতে পারি।

একজন খ্যাতনামা গোস্বামী গুরুদেব আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, আমরা কেন হিন্দুদের বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে আমাদের সমবেত উপাসনার তারিখ রাখিয়াছি! তাহার জবাবে অন্যান্য কথার সহিত আমি ইহাও বলিয়াছিলাম, "যাঁহারা আপনাদের আরাধিত দেবতাকে সেই দিন পূজা করিবেন না, তাঁহারা কি বিছানায় পড়িয়া ঘুমাইবেন? তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের প্রাণের তাগিদ অনুযায়ী উপাসনাই কেন সেইদিন করিবেন ন? ইহাকে আপনারা কেন আপনাদের মতের প্রতি বিদ্বেষ বলিয়া মনে করিতেছেন?"

প্রকৃত প্রস্তাবে যত সময়ে যত সম্প্রদায়ে আচার্য্যেরা যত পূজা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার কতটা তাহারা তাঁহাদের আগেকার, অথচ অধুনা-বিলুপ্ত, ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহ হইতে নিয়াছেন, তাহার হিসাব করিবে কে? আজ যেই সকল পূজা সাড়ম্বরে দেশের অনেক স্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই যে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য অনেক বিলুপ্ত সম্প্রদায়ের কাছ হইতে পাওয়া, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ জ্ঞানী ব্যক্তিরা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। মোট কথা, যে-কোনও বর্ত্তমান তাহার বিলুপ্ত অতীতের কাছে কত যে ঋণী, তাহা বলিবার নহে। আমরাও যদি প্রচলিত দেবদেবী-বিশ্বাসীদের

বিশেষ উপাসনার তিথিগুলিকে আমাদের বিশেষ উপাসনার তারিখ রূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহাতে দোষ কি হইবে? কোনও মতই চিরকাল এক ভাবে থাকে না, থাকিবেও না। রূপান্তর ভাবান্তর অবিরাম হইতেছে এবং হইবেই। তাহা লইয়া কলহের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা ভুল হইবে। যাহাতে কোনও সম্প্রদায়ের লোকের সহিতই তোমাদের কোনও প্রকার কলহে না যাইতে হয়, তাহা দেখিয়া চলিও। কলহে শান্তি নাই, মিলনেই শান্তি। যেখানে অন্যের উপাসনাতে তাহাদের মতন হইয়া যোগ দিতে পার না, সেখানে তাহাদের অন্ততঃ কোন বাধা সৃষ্টি করিও না। ইহা এক চমৎকার বিধি বলিয়া জানিবে। অবশ্য কোনও স্থানে ধর্ম্মের নাম করিয়া যদি এমন কিছু হইতে থাকে, যাহা নীতির বিচারে অন্যায়, সদাচারের বিরোধী, নারীর সতীত্ব-সম্মানের হানিকর, পুরুষের সংযম-সামর্থ্যের অপচয়কারক, তবে তাহা ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইলেও তাহাতে বাধা দিয়া সমাজকে পাপপঙ্ক হইতে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার, আমার, জগতের সকলের। কিন্তু এই জাতীয় চেষ্টাতেও সর্ব্বদা অন্তরের প্রেমভাবকে রাখিতে হইবে সুপ্রসন্ন ও প্রস্ফুটিত। বিদ্বেষ থাকিলে চলিবে না। বিদ্বেষ বিদ্বেষকে আমন্ত্রণ করে, প্রেম প্রেমকে আবাহন করে। আমাদিগকে মনে প্রাণে প্রেমিক হইতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী আশ্রম

৩০শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার পত্রে তোমার ষোড়শবর্ষ-বয়স্ক পুত্রের অকালে পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া ব্যথিত হইলাম। অধিকতর ব্যথিত হইলাম এই সংবাদ জানিয়া যে, সে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তোমাদেরই গ্রামে ঠিক এই বয়সেরই আর একটী ছেলে প্রায় ত্রিশ বছর আগে এই ভাবেই প্রাণ দিয়াছিল। ছেলেটী ছিল তোমারই গুরুভাই। তোমার বাড়ীর উৎসবাদিতে সে আসিত কত আনন্দ লইয়া। কত ছিল তার সৎপ্রসঙ্গে রুচি। কত ছিল জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। সে যেই দিন প্রাণত্যাগ করিল, সেই দিন তাহার জন্য আমার মনে গভীর শোক উৎপন্ন হইয়াছিল। আমি কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলাম যে, কেন এমন সুন্দর স্বভাবের একটা ছেলে এভাবে প্রাণত্যাগ করিল। সেই ব্যথাটা এখনো আমার মনের মধ্যে খোঁচা মারে। এখনো আমি সেই একটী হতভাগ্য ছেলের জন্য প্রাণে বেদনা অনুভব করি। মরিয়া তাহার কিছুই লাভ হইল না। নিজ কর্ম্মফলহেতু যে দুঃখ বা অশান্তি সে জগতে ভুগিতেছিল, মৃত্যুর পরেও তাহা তাহাকে ছাড়ে নাই। মরিয়াও সে কর্ম্মফলেরই অধীন হইয়া রহিয়াছে।

কর্ম্মের ফল ভুগিয়া তাহাকে নিঃশেষ করিবার জন্য আবার তাহাকে মানবতনুই গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যেই মানব-জীবনের অবশ্যম্ভাবী অশেষ দুঃখ তাহাকে করিয়াছিল পীড়িত ও নিগৃহীত, সেই মানবজীনের মধ্য দিয়াই তাহাকে আবার বাকী ভোগ পুরাইতে হইবে। তবে তাহার প্রাণত্যাগ করিয়া লাভ হইল কি? ধারের টাকা বৈশাখ মাসে দিতে পারি নাই বলিয়া পলাইয়া গেলাম, কিন্তু কাবুলীওয়ালা ভাদ্র মাসে আবার ধরিল, আবার নিপীড়ন করিল, যতদিন না টাকা আদায় হইল, ততদিন পিছু-ধাওয়া করিয়া করিয়া প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল,—এই অবস্থা হইতে ত' কাহারওই পরিত্রাণ নাই! তবে লাভটা কি হইল, কোথায় হইল? কেহ মারা গিয়াছে, এই সংবাদে আমি দুঃখিত হই মাত্র ইহা ভাবিয়া যে, অজ্ঞান আত্মীয়-স্বজন তাহার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। কিন্তু কেহ নিজেকে এই ভাবে ফাঁকি দিয়া দেহ ছাড়িলে তাহার জন্য আমার সুগভীর শোক উপস্থিত হয়। তোমার পুত্রের জন্যও সেই শোক আমার হইয়াছে। আমিও তোমার সহিত সমান শোকাচ্ছন্ন, আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতেছি, আমি তোমার দুঃখে সমদুঃখী হইতেছি, তোমাকে আমি একাই কাঁদিতে দিব না, তোমার শোক-ভার আমি ভাগ করিয়া নিজের জন্যও যতটা পারি নিব। তুমি তোমার শোক কমাও বাবা, তুমি অবিলম্বে প্রকৃতিস্থ হও।

কেন এই যুবক ছেলে এমন কুপথে পাদচারণা করিল,

তাহা জানিবার জন্য আমি ব্যগ্র হইয়াছি। সমস্ত অবস্থা আমাকে বিস্তারিত জানাইও।

তোমার পরলোকগত পুত্রের আত্মার শান্তির জন্য যত শীঘ্র সম্ভব একটী সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান কর। ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী সংস্কারাচ্ছন্ন মন আত্মহত্যাকারীর জন্য শ্রাদ্ধের বিধান দেয় নাই। আবার, এই ভাবে অন্যায় মরণ যাহারা বরণ করে, তাহাদের শ্রাদ্ধাদি বিধান করিলে যদি দলে দলে লোক, শ্রাদ্ধের দ্বারা স্বর্গ হইবেই, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কেবলই গলায় দড়ী দিতে বা বিষপানাদি করিতে থাকে, তাহার ভয়েও ইহাদিগকে স্মার্ত্তশ্রাদ্ধের তৃপ্তি ও সুখটুকু হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। কিন্তু আমি মনে করি, ইহাদের প্রতি এরূপ আচরণ নিষ্ঠুরতা মাত্র। যে ছেলে টাইফয়েডে মরিলে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়া শ্রাদ্ধ করা সঙ্গত হইত, সেই ছেলে বুদ্ধির ক্রটিতে অসঙ্গত উপায়ে দেহ ছাড়িয়াছে বলিয়াই তাহার শ্রাদ্ধ হইবে না? তুমি অনতিবিলম্বে একটী দিন বাছিয়া লইয়া সেই দিনে সকলকে লইয়া তাহার আত্মার শান্তির জন্য সমবেত অখণ্ডোপাসনা কর। ইহাতে তোমার পুত্রের আত্মার শান্তি হইবে, তোমাদেরও শোক অপনোদিত হইবে।

ভগবান্ যখন যাহার মৃত্যুর জন্য যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন, তখনই তাহার মৃত্যু হয়, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিকেরা আসিয়া অসির আঘাত

করিতে চাহিলেও ইহা আমরা ছাড়ি নাই। কারণ ইহা আমাদের অন্তরে শান্তি দেয়। তবে কেহ নিজের ইচ্ছায় অন্যায্য ভাবে শরীর-পাত করিলে তাহার জন্য অবশ্যই দুঃখ স্বাভাবিক। কিন্তু যে চলিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য চিরকালই শোক করা চলে না, উচিতও নহে। সেই শোক অপনোদনের পক্ষে শ্রাদ্ধ একটী অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ভেষজ। অবিলম্বে সমবেত উপাসনার দ্বারা অখণ্ডমতে তাহার শ্রাদ্ধ-শান্তি করিবার ব্যবস্থা কর।

তোমার সতী সাধ্বী পত্নী বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া দিনযাপন করিতেছে, আর তুমি একটী পুত্রের বিনিময়ে ছয়টী বলবিক্রান্ত দীর্ঘজীবী পুত্র প্রার্থনা করিতেছ। আমার কাছে ইহা অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হইল। তুমি পুত্র-শোকে কাতর হইয়া এই সকল অবান্তর প্রার্থনা করিতেছ। ভগবান্ সকলেরই সকল প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন, কিন্তু তোমার প্রথম ছেলেটী যে গলায় ফাঁসী লাগাইয়া সংসার ছাড়িল, তাহার সহিত তাহার মাতার মস্তিষ্ক-বিকৃতির কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়াই কি তোমার মনে হয়? সাময়িক মস্তিষ্কবিকার ছাড়া কি কেহ কখনও আত্মহত্যা করিতে পারে? তোমার এই পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাবী পুত্রেরা যে মস্তিষ্ক-বিকারের সম্ভাবনা লইয়া আসিবে না, ইহার নিশ্চয়তা কি? যে কয়টী ছেলেমেয়ে জীবিত আছে, তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিবার জন্যই ব্যাকুল

হও, আর পুত্র পাইয়া কি লাভ হইবে? পুত্রশোক পাইয়া লোকে বিহ্বল হইয়া কাঁদিয়া বলে যে, কেহ যেন জগতে পুত্রমুখ দর্শন না করে, কেননা, তাহা হইলে পুত্রশোক তাহাদিগকে পাইতে হইবে না। সেই অবস্থায় তুমি ছয়টী পুত্র প্রার্থনা করিতেছ। ইহা যে তোমার মনের বিষম ভুল, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিও। যেই পুত্রের জন্য কাঁদিতেছ, সে তোমার কেহই নহে। তোমার রাস্তা তোমাকে করিয়া লইতে হইবে, পুত্র-কলত্র কাহারও কিছুই করিয়া দিতে পারে না। অসার সংসারের এই অত্যদ্ভুত সত্যটীর পানে তাকাইয়া নিজের মনের অবাস্তব কল্পনা ও বেহিসাবী কামনা সমূহকে উপশমিত কর বাবা!

তুমি সাধন-রাজ্যে উন্নতিরও প্রার্থনা করিয়াছ। হাঁ বাবা, এই আশীর্ব্বাদ আমি প্রাণ খুলিয়া করিতেছি। তোমার সকল শোকতাপ তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান-স্বরূপ হউক। বাল্মিকী একটী ক্রৌঞ্চ পাখীর মৃত্যু দর্শনে মহাকবি হইয়াছিলেন, তুমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু উপলক্ষ্য করিয়া অমৃতের মহামহর্ষি হও, মৃত্যুজয়ী মহান্ সাধক হও। তাহার জন্য তোমাকে সংসার ছাড়িয়া আশ্রমেই ছুটিয়া আসিতে হইবে না, অরণ্যেও যাইতে হইবে না। ওখানে থাকিয়াই তুমি তাহা হও। আমি অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ তোমাকে করিতেছি।

অপরিসীম ব্যস্ততায় আমি সময় মতন পত্র দিতে পারি নাই বলিয়া অভিমান করিও না বাবা। এই কয়দিন আমি জলে ভিজিয়া কাজ করিয়াছি ও করাইয়াছি, কাল হইতে সুরু হইয়াছে ছোটনাগপুরের কাঠফাটা রৌদ্রে ছুটাছুটি করিয়া কাজ করা ও কাজের তদারক করা। সমস্ত দিন খাটিয়া আসিয়া রাত্রে যেটুকু অবসর পাই, তাহা অতি সামান্য। হাজার চিঠি জমিয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে তোমার চিঠি মাত্র কালই আমার হাতে পড়িয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪)

হরি-ওঁ পুপুন্কী আশ্রম
৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা সংখ্যায় স্বল্প, আয়ে দরিদ্র, অবস্থান করিতেছ সভ্যতা হইতে বিছিন্ন এক পার্ব্বত্য রেল-ষ্টেশান। তোমরা সমাজ-কল্যাণ-কাজে যেটুকু সহায়তা ও সহযোগ করিয়া যাইতেছ, তাহা তোমাদের প্রশংসাই বহন করিতেছে। কেহ ধনী নহে বলিয়া সে ধনীদের অপেক্ষা সৎকর্ম্মে কম আগ্রহবান্ হইবে, ইহার কোনও কথা নাই। ধনীর অনেক ধন আছে এবং

তিনি তাহার সামান্য অংশ মাত্র পরার্থে দেন। দরিদ্রের অল্পই ধন আছে, কিন্তু সে যতটুকু দেয়, তাহা তাহার সাধ্যের সীমার প্রান্তে আসিয়া। প্রতি সৎকার্য্যে ইহাই দেখা গিয়া থাকে। তাই আমি দারিদ্র্য-পীড়িত জনসাধারণকে ধনবান্ দাতাদের চেয়ে অনেক সময়ে বেশী মহত্ত্বমণ্ডিত বলিয়া মনে করিয়া থাকি। তোমরা তোমাদের সীমাবদ্ধ আয়ে সংসার চালাইয়া কিছুই বাঁচাইতে পার না, অনেকেরই পারিপার্শ্বিকের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে বেগ পাইতে হয়, কেহ কেহ অত্যধিক ক্লেশে স্ত্রী-পুত্রের ভরণ পোষণ করিয়া থাক। সেই তোমাদের মধ্যে যখন দেখিতে পাই সৎকার্য্যে ত্যাগের স্বাভাবিক স্পৃহা তোমাদের অবস্থার সীমাকে লঙ্ঘন করিয়া চলিতে পিছপা হয় না, তখন বুঝি যে, তোমাদের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ ঘটিতেছে। তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগ যে একদা এক মহৎ ভবিষ্যৎকে নির্ম্মাণ করিতে পারে, তাহার উপরে আমার গভীর বিশ্বাস আছে। তোমরা নিজেরাও ইহা বিশ্বাস করিও।

চারিদিকে খোলা চোখে তাকাইয়া দেখ, কত কাজ পড়িয়া আছে। কেহ করে না বলিয়াই কাজগুলি হয় না, কেহ হাত দেয় নাই বলিয়াই কাজগুলি সুরু হয় নাই, কেহ সুরু করে নাই বলিয়াই কাজগুলির শেষও হয় নাই। একটু খোলা চোখে দেখিবার অভ্যাস থাকিলে তোমাদের দৃষ্টিতে অনেক কাজ পড়িয়া যাইবে। যে কাজের মধ্যে নিজের প্রত্যক্ষ স্বার্থ

কিছু নাই, মানুষ তাহার দিকে নজর দেয় না বলিয়াই এক একটা জাতি-হিসাবে হেয় হইয়া পড়িয়া আছে। তোমরা তেমন কাজে নিজেদের নিয়ত নিরত রাখিবার অনুশীলন ও অভ্যাস কর, যে কাজে তোমাদের প্রত্যক্ষ কোনও হিত নাই কিন্তু জগতের কাহারও না কাহারও নির্ব্বিরোধ হিতের সম্ভাবনা আছে। বাড়ীর ঝি-চাকরাণীকে বর্ণমালা শিখাইলে তোমার কোনও প্রত্যক্ষ লাভ নাই, কিন্তু তাহা জগতের হিতে কখনো না কখনো আসিবে। রেলের অশিক্ষিত কুলীটাকে ধর্ম্মকথা শুনাইলে তোমার প্রত্যক্ষ লাভ কিছুই নাই কিন্তু ইহার দ্বারা অপ্রত্যক্ষ ভাবে তোমার ধর্ম্মরুচি বাড়িবে এবং জগতের কুশল হইবে। পাহাড়ী পুরুষ ও মেয়ে-মানুষেরা যখন দলে দলে রেলগাড়ী দেখিতে উপর হইতে পরম-কৌতূহল-বশে নীচে নামিয়া আসে, তখন যদি রেলগাড়ীর সম্পর্কে তাহাদের উদ্দীপিত কৌতূহল চরিতার্থতার সুযোগে তাহাদিগকে উন্নত জীবন, উন্নত আদর্শ, উন্নত ভাবধারার সহিত পরিচিত করিয়া তুলিবার জন্য একটু একটু করিয়া শ্রম স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার ইহাতে প্রত্যক্ষ লাভ কিছুই নাই, কিন্তু এই চেষ্টা ধারাবাহিক ভাবে চলিতে থাকার পরে হঠাৎ এক দিন দেখিতে পাইবে যে, জগতের একটা অংশের ছবি কেমন করিয়া অপরূপ বর্ণাঢ্য হইয়া উঠিয়াছে, জগৎ সুন্দরতর হইয়াছে।

তোমরা তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামর্থ্যকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিও না। তোমরা ঐক্যবদ্ধ হইলে এমন অনেক কিছু করিতে পার, যাহা এখনও কবিকল্পনার অগোচর রহিয়াছে। তোমাদের ভিতরের বিরল-প্রকাশ অপরিমেয় সামর্থ্যের সহিত তোমাদের পরিচয় হউক, এই আশীর্ব্বদ করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সংঘের শক্তি নির্ভর করে সংঘচেতনার প্রখরতার উপরে। আমার সংঘ জগতের কল্যাণের জন্য স্থাপিত, এই বোধ না আসিলে সেই সংঘের প্রতি অন্তরের অকপট অনুরাগ আসে না। তাই সংঘের আদর্শবাদ অতি উচ্চাঙ্গের হওয়া প্রয়োজন। হীন, সঙ্কীর্ণ, সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন মতবাদ দিয়া যেই সংঘের সৃষ্টি, সে অত্যুন্নত স্বভাবের নরনারীকে আকর্ষণ করিতে পারে না। সংঘের আদর্শবাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে কাহারও সংঘ-চেতনা প্রখর হয় না।

তোমরা এই কয়টা কথা মনে রাখিয়া, তোমাদের আপনার-জন বলিয়া যাহাদের মনে কর, তাহাদিগকে তোমাদের আদর্শবাদের সহিত অতি উত্তমরূপে পরিচিত করিয়া লও। ইহার আবশ্যকতা সকলের চেয়ে বেশী। নিজের মত-পথের সহিত কোনও পরিচয়ই স্থাপন হইল না অথচ শোভাযাত্রার সময়ে খুব করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া করিয়া রাস্তার লোকের প্লীহা চমকিত করিলাম, ইহা কোনও লাভজনক অধ্যবসায় নহে। তোমরা তোমাদের পরিচিত মণ্ডলে অবিরাম জ্ঞান পরিবেশন করিতে থাক। তোমাদের পরিবেশন-পদ্ধতির মধ্যে যদি কোনও অজ্ঞাতসারে-প্রবিষ্ট ত্রুটিও থাকিয়া থাকে, তাহা হইলেও অবিরাম পরিবেশন করিতে করিতে তোমরা তাহার সম্পর্কে অবহিত হইবার সুযোগ পাইবে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, এই কাজটীতে এখনও অধিকাংশ স্থানেই অনাগ্রহ রহিয়াছে। তোমরা এই বিষয়ে সকলের মনে আগ্রহ জাগাইয়া তোল।

আর একটী জিনিষ জাগাইতে হইবে। সাধন করিবার স্পৃহা সকলের অন্তরের অন্তরে প্রবল ভাবে জাগান চাই। অসাধকের সংঘ কুসংস্কারের পঙ্কিল আবর্ত্তে অথবা আত্ম-কলহের ঘূর্ণিবায়ুতে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। তোমরা তোমাদের প্রতিটি সতীর্থকে সাধনপরায়ণ হইতে উদ্দীপনা দাও। তোমরা তোমাদের অন্তরের প্রেম দিয়া প্রকৃত সাধকের সাধনাকে

ধৃতং প্রেম্না

সংবর্ধনা কর। তোমরা তোমাদের প্রাণময় আত্মীয়তা দ্বারা প্রতিজনকে বাধ্য কর সাধন-ভজনের প্রতি মনোযেগী হইতে। তোমরা নিজেরা প্রতিজনে সাধন করিয়া মনে প্রাণে বলশালী ও পরমেশ্বরে আস্থাবান্ হও, আর তোমাদের সেই বল ও আস্থা চারিদিকে বিকীরিত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরি-ওঁ

পুপুন্কী আশ্রম

৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের মধ্যে যাহারা আছে ছোট বা নগণ্য, তাহাদের মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দাও যে, তাহারা ইচ্ছা করিলেই বড় বা গণ্য হইতে পারে। অগণ্য নগণ্য একদা সুগণ্য হইবে যেই সাধনার বলে, তাহাই আমি অকাতরে দ্বিজ-চণ্ডাল ভেদ না করিয়া দেশে দেশে বিলাইয়া যাইতেছি। আমি তোমাদের যাহা দিয়াছি, তাহা যে কত বড় বিপ্লবসাধক সাধনা, একনিষ্ঠ প্রযত্নে সাধন করিলেই তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে।

তোমাদের যে অনেকের একনিষ্ঠা আসে না, তাহার কারণ শুধু তোমাদের সাধনের অভাব। তোমাদের কেহ কেহ যে সকলের কাছ হইতে আলগোছ হইয়া আলাদাটি হইয়া থাকিতে আজও ভালবাসিতেছে, তাহারও কারণ ঐ সাধন করিবার রুচির অভাব। তোমরা প্রতি জনে সাধক হও, সকলকে সাধন করিতে উদ্দীপনা বিতরণ কর। তোমাদেরই মধ্যে দুই চারি জন আবার সাধন করিতে করিতে এমন উন্নত স্তরে গিয়া পৌছিয়াছে যে, তাহাদের দেহবুদ্ধির পর্য্যন্ত বিলোপ হইয়া গিয়াছে। সংসারে পাঁকাল মাছের মতন তাহারা বিরাজ করিতেছে। তাহারা জলে থাকে অথচ জল বা কাদা তাহাদের গায়েই লাগে না। তোমরা জনে জনে তাহা হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরি-ওঁ

পুপুন্কী আশ্রম

৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমর পত্র পাইয়া সুখী হইলাম কিন্তু তুমি নানা বিপদে

পড়িয়াছ জানিয়া ব্যথিতও হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি বিপন্মুক্ত হও। তুমি বৃথা ভয় করিও না। তোমার সমস্ত বিপদ কাটিয়া যাইবে।

তোমাদের গ্রামে যে কতকজন অখণ্ড আছে, তাহারা সকলে সকলের সহিত প্রেমরক্ষা করিয়া চলিও। ইহার দ্বারা অন্যের উৎপীড়ন হইতে বাঁচিবার একটা উপায় হইবে। অন্যকে শাসন করিয়া যে জয় লাভ করা যায় না, নিজেদের মধ্যে ঐক্য আছে, অন্যের মনে এই প্রতীতি জন্মাইয়া, তাহা করা যায়। তোমরা নিজেদের মধ্যে ঐক্য-স্থাপন কর এবং অনবদ্য প্রয়াসে নিজেদের সাধনকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া জীবনে উন্নতি লাভ কর।

আদর্শের ডাকে, কর্ত্তব্যের আহ্বানে তোমরা সাড়া দিতে জান, তাহা প্রমাণ করিবার সুযোগ ত' তোমাদের শত শত আসিতেছে। সেই সুযোগকে গ্রহণ করিলেই দেখিবে, তোমাদের প্রত্যাশার অতীতে তোমাদের অন্তরের বিমল প্রতিভা নূতন আলোক সৃষ্টি করিয়া তোমাদিগকে নিত্যনূতন উন্নতির সোপান অতিক্রম করাইয়া দিতেছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা মধুপুর আশ্রমে আগরতলার অনেকেই গিয়া সেদিন শ্রমদান করিয়াছ। ইহার মধ্যে যে কত বড় একটা সার্থকতা আছে, তাহা তোমরা আস্তে আস্তে বুঝিবে। তোমাদের কাজে আমি অতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়াছি। তোমরা তোমাদের আবামী ১৫ই আশ্বিনের প্রতিনিধি সম্মেলনকে যদি সফল করিতে পার, তাহা হইলে আরও খুশী হইব।

আজ তোমরা যে যে কাজ করিতেছ, তাহা যে আজই শেষ হইয়া গেল, ইহা মনে করিও না। তোমাদের ছোট ছোট সৎকর্ম্মের ফল ভাবী কালের জন্য জমিয়া থাকিতেছে। অসহিষ্ণু ব্যক্তিরা যে সেই অনাগত কালের জন্য অপেক্ষা করিতে রাজী হয় না, ইহা তাহাদের দুর্ব্বলতা মাত্র। আজিকার ছোট একটী সৎকাজ আগামী কালের জন্য তোমার সৌভাগ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিল। ইহা কালক্রমে তোমার নিকটে পরিস্ফুট হইবে। আজ বীজ পুতিয়া কালই যদি অঙ্কুর দেখিতে চাহ, তবে যেমন বোকামী হয়, আজই কাজ করিয়া কালই তাহার ফল

Collected by Mukherjee, TK, DHANBAD

প্রত্যক্ষ করিতে চাহিলে অনেক ক্ষেত্রে তাহাই হয়। তোমাদের শুভ চেতনা সৎকর্ম্মের দিকে যে আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহাতে আমার আনন্দের অবধি নাই। তোমরা তোমাদের অন্তরের বিমল স্বচ্ছতাকে অন্যান্যদের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া দিয়া চারিদিকে নির্ম্মল পরিবেশ সৃষ্টিতে লাগিয়া যাও। একাকী কোনও অতিবলসাধ্য কাজ করিবার মধ্যে বীরত্ব থাকিতে পরে কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় নাই। সহস্র জনের স্বল্প শ্রমে একটী মাত্র বিরাট কাজ সাধিত হইলে অনায়াসে কল্পকালব্যাপী সুফল আহরণ করা যায়। নিখিল জগতের কুশলের দিকে তাকাইয়া তোমরা সংঘশক্তির অনুশীলন কর, ইহা আমি চাহি— ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একটী সৎকাজ একদিন করিলে যতটুকু পুণ্য অর্জ্জিত

হইল, দুই দিন করিলে তাহার দ্বিগুণ পুণ্য অর্জ্জিত হইবে, ইহা অতি ছোট একটী শিশুও বুঝিতে পারে। কিন্তু একদিন পুণ্য করিয়া যে সুখ, তাহা আরও অধিক পরিমাণে বারংবার অর্জ্জন করিবার রুচি সকলের হয় না। হয় না, সঙ্গদোষে চিত্তের বিভ্রান্তি বশতঃই। এইজন্যই পুণ্যলাভেচ্ছুকে অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করিতে ও সৎসঙ্গ করিতে বারংবার বলা হইয়াছে।

পুণ্য কি? যাহা দ্বারা নিজের অন্তরে আসে আত্মপ্রসাদ আর অন্যের জন্মে সুখ। অন্যকে সুখ দিয়া নিজেকে আত্মপ্রসাদের অধিকারী হইতে হইলে অনেক সময়েই কিছু না কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। তাই স্বার্থত্যাগকে পুণ্য বলা হইয়াছে। যাহা তোমাকে পবিত্র করে, তাহাই পুণ্য। অপরের সুখের জন্য নিজের স্বার্থকে হ্রাস করিলে বা তুচ্ছ করিলে মন পবিত্র হয়। এইজন্যই তপস্যার প্রথম কথা ত্যাগ। এই ত্যাগ শারীর, আর্থিক এবং বাচিক হইতে পারে। যে ভাবেই অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার কর না কেন, তাহাতেই তোমার আধ্যাত্মিক কুশল হইবে। যাহাতে অধ্যাত্মিক কুশল, তাহাতে দেহমনপ্রাণেরও কুশল অবশ্যম্ভাবী।

ছোট ছোট পরহিত দ্বারা বড় বড় পরহিতের জন্য নিজেকে তৈরী করা হয়। তোমরা তোমাদের জীবনের ছোট ছোট সৎকাজগুলিকে তুচ্ছ করিয়া দেখিও না। যাহাতে আরও অধিক পরিমাণে এই সকল কাজে নিজেদের নিরত করিতে

Collected by Mukherjee, TK, DHANBAD

পার, তাহার দিকে লক্ষ্য দিয়া চলিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

চারদিকে কেবল অবসাদ দেখিয়া তোমার মনও অবসন্ন হইয়াছে মনে হয়। কেন তুমি মনে করিতেছ যে তোমাদের অঞ্চলেও প্রত্যেকেই ঘুমাইতেছে? ইহাদের মধ্যে নিজেদের অজ্ঞাতসারে অনেকে কাজ করিয়া যাইতেছে। তোমরা তাহাদের আত্মপ্রকাশের উপযোগী আবহাওয়া পুষ্ট করিয়া তুলিতে পারিতেছ না বলিয়া তাহাদের চিনিতে পরিতেছ না। তোমরা হাল ছাড়িয়া দিও না।

কোনও কোনও স্থানে আত্মাভিমান কর্ম্মীদের আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া তাহারা নিজেদের মারাত্মক ত্রুটিগুলি দেখিতে পাইতেছে না। ইহার ফলে কর্ম্মী রূপে তাহাদের উন্নতি ব্যাহত হইতেছে। ইহা ব্যক্তিগত ভাবে একটী দুইটী লোকেরই

মাত্র ব্যাপার। ইহাকেই সর্ব্বজনীন ভাবে সত্য বলিয়া মনে করিয়া কেন বৃথা দুর্ব্বলতা আহরণ করিতেছ? আমি ত' জানি, আজ যাহারা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়, কাল তাহারা সকলের অপেক্ষা গণনীয় হইতে পারে। ইহা যে পারে, তাহাই আমার সমস্ত জীবনের কর্ম্মসাধনার মূলধন জানিও। আমি বড় বড় নামজাদা লোকদের সহায়তা পাই নাই, প্রত্যাশাও করি না। কিন্তু যাহাদিগকে সকলে ছোট বলিয়া মনে করিয়াছে, তাহাদের প্রতি আমার অপরিসীম আস্থার বলে আমি, যে দিক দিয়া যতটুকু কাজ করিবার, করিয়া যাইতেছি। দুশ্চরিত্রের ভিতরেও সৎ হইবার উপাদান আছে, মিথ্যাচারীর ভিতরেও সৎপথে চলিবার উপকরণ সংগৃহীত হইয়া আছে, অবিবেকী প্রমত্ত অমানুষের ভিতরেও দেবদুর্লভ স্থিতপ্রজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা লুকাইয়া আছে। যাহার যাহা নাই, তাহা নিয়া ভাবনা করিয়া কি হইবে? কিন্তু যাহার যাহা আছে, তাহার প্রতি কেন আশারুণ নেত্রে চাহিব না? চারিদিকের সকল কর্ম্মী অকর্ম্মীর প্রতি অবিশ্বাসটা তুমি তোমার মন হইতে একেবারে দূর করিয়া দাও। জোর করিয়া তাহাদের ভিতরকার সৎ-সম্ভাবনা সমূহের প্রতি দৃষ্টি দাও। কে কি করে নাই বা করিতে পারে না, তাহা তোমার বিচার্য্য হইবে কেন? কে কি করিতে পারে, তাহাই বিচার্য্য হউক। যে যাহা করিতে পারে, তাহাকে দিয়া তাহা করাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হও।

যেরূপ পরিস্থিতির মধ্যে তুমি পড়িয়াছ, তাহাতে তোমার মনে হতাশা অতি সঙ্গতভাবেই আসিতে পারে। আশা থাকিলেই হতাশাও থাকে। আশাভঙ্গ হইতে হইতে যখন দেখা যায় যে, আশাপূরণের সঙ্গত কারণ আর কিছুই পাওয়া যাইতেছে না, হতাশা তখন আসে। কিন্তু হতাশ হইলে কি তোমার চলিবে? টানিয়া তোমাকে লোকের ভিতরের সদ্‌গুণগুলি বাহির করিতে হইবে। তবে না তুমি কর্ম্মী! হতাশা পাপ, বিশ্বাসই পুণ্য। বিশ্বাস প্রত্যাশা করে না কিন্তু প্রতীক্ষা করিবার সামর্থ্য দেয়। আশা প্রত্যাশা করে, তাই প্রার্থিত-পূরণ না হইলে হতাশার জন্ম দেয়। তুমি আশা পরিহার কর, প্রত্যাশা ছাড়িয়া দাও কিন্তু অসম্ভবও যে সম্ভব হইতে পারে, সেই বিশ্বাসটী পোষণ কর। তোমার কর্ম্মযোগের ইহাই চরম কৌশল ও পরম পথ।

পুপুন্‌কীতে অসুরের মতন খাটিতেছি। কেনই বা খাটিব না? এখনো দেহ রহিয়াছে। এখনো শরীরে শ্বাসবায়ু প্রবাহিত হয়। এখনো ক্ষুধা-নিদ্রা স্বাভাবিক ভাবেই আসে। তবে কাজ করিব না কেন? কাজ করিতে যে কি আনন্দ, তাহা আমি কি করিয়া বুঝাইব? তোমরা সকলে আমার আনন্দের অংশভাক্ হও, ইহাই চাহি। আমার হাতে তোমাদের হাত মিলুক, আমার প্রাণে তোমাদের প্রাণ মিশুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১লা আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার পত্র পাইয়া সকল বিষয় অবগত হইলাম। আজকাল প্রায় সকল লোকেরই পূর্ব্বকালীন সঙ্কীর্ণতা কাটিয়া যাইতেছে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় লোক ক্রমশঃ উদার হইতেছে। এমতাবস্থায় একজন ব্রাহ্মণ-কুমারের সহিত একটী ব্রাহ্মণ-কুমারীর বিবাহে পিতামাতারা আপত্তি করিবেন শুধু এই যুক্তিতে যে, দুইটী ব্রাহ্মণ-পরিবার দুই সমাজের লোক, ইহা বিসদৃশ মনে হয়। তথাপি পিতামাতার অমতে কোনও কন্যাকে তোমার বিবাহ করা সঙ্গত নহে। কারণ, বিবাহের পরে তাঁহারা যদি বধূকে ঘরে না নেন কিম্বা সংস্কার বা ক্রোধের বশে কন্যার হাতে না খান, তাহা হইলে একটা মর্ম্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি হইবে। ইহা পাশ্চাত্য পরিবার নহে যে, পুত্রটী বিবাহ করিবার পরেই ডানা-ওঠা পক্ষি-শাবকের ন্যায় উড়িয়া গিয়া নিজের নীড় আলাদা করিয়া রচনা করিবে। হিন্দুপরিবারে মাতা-পিতা যাবজ্জীবন অচ্ছেদ্য অংশে জুড়িয়া থাকেন। সারা জীবন তাঁহাদের কাছ হইতে বিছিন্ন হইয়া থাকিবার দায়িত্ব স্কন্ধে নিও না। কারণ, এই দৃষ্টান্ত আবার তোমার পুত্রকন্যারা অনুসরণ করিবে। তাহা তোমাদের নিকটে

আনন্দজনক হইবে না। বিবাহ করিবে আর পুত্রকন্যা জন্মিবে না, ইহা মিথ্যা ভ্রম। বিবাহ করিবে আর পুত্রকন্যাদের দায়িত্ব স্বীকার করিবে না। ইহা মূঢ় পশুত্ব। বিবাহ করিবে আর সমাজের সহিত প্রীতি ও মৈত্রীর সম্বন্ধ অটুট রাখিবে না, ইহা আত্মনাশা কুবুদ্ধি।

অনুভব করিতেছ যে, প্রেমের দায়ে মন টলিতেছে। কিন্তু সত্যই কি ইহা প্রেম? যাহাকে বুকে ধরিবার ব্যাকুল আগ্রহে পিতামাতার বুক হইতে ছুটিয়া দূরে সরিয়া যাইতে চাহিতেছ, তাহাকে বুকে ধরিবার পরেও হয়ত দেখিবে, দূরত্ব ঘোচে নাই, পূরাপূরি আপন রূপে তাহাকে পাও নাই। তাহার হয়ত কত দৈহিক অযোগ্যতা, কত মানসিক দৈন্য, কত রুচির পার্থক্য, কত প্রকৃতির গরমিল তখন তোমার কাছে ধরা পড়িবে। মন বিরক্ত হইবে, চিত্ত বিমর্ষ হইবে, অন্তর ক্ষোভে ভরিয়া উঠিবে। অনেক ক্ষেত্রেই ইহা হইতেছে। উদ্দাম যৌবন বেহিসাবী আবেগে অনেককেই ভাসাইয়া নিয়া গিয়াছে এবং পরে পচা গলা মৃতদেহে সমাচ্ছন্ন পূতিগন্ধময় এক বৃদ্ধ জলার ধারে নির্ম্মম নিষ্ঠুর তৃণগুল্মহীন শুষ্ক বালুকার নিষ্ফল চরায় আটক করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। চখের নেশায় বা মনের ঘোরে এতটা আত্মস্থতাহীন হইও না, যাহাতে নিজ সমাজ, সংসার, পরিজন ও বান্ধবদের নিকট হইতে শত যোজন দূরে চলিয়া যাইতে হয়। প্রেম লইয়া কোটি কোটি কবিতা লেখা

হইয়াছে কিন্তু প্রেম যে কি বস্তু, হয়ত কেহই জানে নাই। প্রেমিক বলিয়া পৃথিবীতে যাহারা অনেক তারিফ পাইয়াছে, তাহাদের অনেকেরই ভিতরের ইতিহাস কেহ বিন্দুমাত্রও জানে না। রক্তমাংসের স্পর্শে আসিলে বিমল মধুর প্রেম ক্রমশঃ সমল সুতিক্ত হইয়া যায়। তারপরে চলে জীবন-ব্যাপী অভিনয়, যাহাকে আর ভাববাসিতে পারা যায় না, প্রতি পদে তাহার প্রতি ভালবাসার প্রমাণ দিয়া চলিবার দুরন্ত প্রতিযোগিতা।

সুতরাং যে-ভাবে পার, আগে পিতামাতার সম্মতি আদায় কর। সম্মতিটি পাইলে জীবন হইতে পথ-বাধা অনেকটাই অপসারিত হইবে। একটী মেয়েকে বিবাহ করাই তোমার জীবনের সব চেয়ে বড় কথা নহে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া একটা অমৃতমধুর শাশ্বত পথে পাদচারণা করিয়া সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে অবিরাম অগ্রসর হওয়াই তোমার প্রয়োজন। এই বিরাট, বিশাল, মহৎ প্রয়োজনের কথা বিস্মৃত হইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

হরি-ওঁ

পুপুন্কী আশ্রম

১লা আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সংসারের বিচিত্র অবস্থার মধ্যে নিমেষের জন্যও আত্মহারা হইও না। অনেক অপ্রিয় ব্যাপার চখের উপরে ঘটিয়া যাইবে, ঘটিবে অনেক সময়ে চকিতে এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে, তবু অধীর হইয়া যাইও না। নিজেকে আত্মস্থ রাখিতে হইবে। নিজেকে সুস্থির রাখিতে পারিলে কটাক্ষের ইঙ্গিতে তুমি সকলকে অনুগত রাখিতে পারিবে। চতুর্দ্দিকের যে জটিল অবস্থা লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাহাতে তোমার জন্য আমার উপদেশ এই যে, শাসন করিবে স্নেহ-সহকারে, স্নেহ করিবে শাসনদণ্ড হাতে লইয়া। প্রেমময়ী নারী কেবল কুসুম-কোমলাই হইবে, কুলিশ-কঠিনা হইবে না, তাহা নহে। স্বামীকে, পুত্রকে, কন্যাকে, পরিজনদিগকে সংযত প্রেম ও সংহত শাসনের মধ্য দিয়া কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতে হইবে। ভালবাস বলিয়াই স্বামীর দুর্ব্বলতাগুলিকে মানিয়া লইবে, ইহা স্বামি-হিতৈষণা নহে। পুত্রকন্যা সম্পর্কেও তাহাই। তাহারা বিপথে না যাইতে পারে, সেই দায়িত্ব তোমার। তাহাদের জীবনে অন্যায়, দুর্নীতি, পাপ বা অধর্ম্ম কোনও আক্রমণ করিতে না পারে, সেই দায়িত্ব তোমার। নিজ দায়িত্ব বুঝিয়া চলিও কিন্তু রূঢ় হইও না। প্রেমে শাসন আছে, রূঢ়তা নাই; সংযম আছে, তিক্ততা নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১লা আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সংসারের নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্যেও নিজেকে সর্ব্বদা সুস্থির রাখিও। আকাশের ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবন-তরণী চালাইও। ভগবানের নামের বৈঠা নিয়ত টানিও, ক্ষণকালের জন্যও বিরাম দিও না। কখনো নিজেকে নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় বলিয়া মনে করিও না। আমার সুনিবিড় প্রেম নিয়ত তোমাকে আবরিয়া রাখিয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
১লা আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি কেবল ডাক্তারিই কর না, সমাজের মঙ্গলের কথাও

ভাব দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। সম্প্রতি সংবাদপত্রে তোমার লিখিত একখানা পত্র দেখিলাম * * * কিন্তু কেবল খবরের কাগজে লিখিলেই কিছু হইবে না। প্রস্তাবটীর রূপায়ণ পর্য্যন্ত তোমার পৌরুষ জাগ্রত থাকুক, ইহা আমি চাহি। The children of Swarupananda are almost everywhere known by a stamp of enacity. (স্বরূপানন্দ-সন্তানেরা প্রায় সর্ব্বত্র নিষ্ঠার ছাপ দ্বারা পরিচিত।) তুমি তাহার পরিচয় দাও। Register public sympathy to the cause by earnest endeavour and active steps. (কর্ম্মঠ উপায় ও একান্ত অধ্যবসায়ের দ্বারা জনসাধারণের সহানুভূতি অর্জ্জন কর।) ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরি-ওঁ

পুপুন্কী আশ্রম
১লা আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। মিকির পাহাড়ের প্রান্তে অবস্থিত একটী জনবিরল উদ্বাস্তু-উপনিবেশে তোমরা মাত্র তিনজন সমসাধক আছ। আর এই তিনজনেই এমন একটা বিরাট অনুষ্ঠান সমাপন করিলে, যাহা যে-কোনও

সহরের গৌরব বর্দ্ধন করিত। ইহাতে আনন্দিত হইয়াছি। তোমরা সংখ্যায় মাত্র তিনজন বলিয়া মনে কোনও কুণ্ঠা বা ভয় রাখিবার প্রয়োজন নাই। যে যীশুখ্রীষ্টের ধর্ম্ম আজ সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত, তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা কত ছিল? তাঁহার অনুবর্ত্তীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল বলিয়া তাঁহার ধর্ম্মের প্রসার বন্ধ হইয়া থাকে নাই। নিষ্ঠা এবং জ্বলন্ত বিশ্বাসই প্রসারের মূল, সংখ্যাবল নহে।

তোমরা যে অঞ্চলে আছ, রাজরোষে বা গণ-বিক্ষোভে তোমাদের সেখানে বাস করা হঠাৎ একদিন বিপজ্জনক হইয়া যাইতে পারে। ইহা ভবিষদ্বাণী নহে। সতর্কতা মাত্র। সকল বিপদে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরি-ওঁ

পুপুন্কী আশ্রম
২রা আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় নামে মন লাগাইয়া রাখ। সংসারে আসিয়া সংসারের সুখদুঃখ ত' অনেক কালই ভাবিলে। এখন

নামে মন বসাও। সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার হইতে মন তুলিয়া আনিবার অনুশীলন কর। চিরকালই কেহ এই জগৎটাতে থাকিতে পারে না। আখেরের সঞ্চয় কিছু কর বাবা। এতকাল ত' এত জনকে ভালবাসিয়া জীবনের কেবল উদ্বেগ আর অশান্তিই বাড়াইলে, প্রেম উপজিল কৈ? এক কণা প্রেম হইলে কোটি ব্রহ্মাণ্ড কিনিয়া রাখা যায়, কিন্তু তোমার দারিদ্র্য ঘুচিল কৈ? প্রেম দরিদ্রতা দূর করে, তোমার সংসারের ভালবাসা তোমার দরিদ্রতা বাড়াইল কেন? একবার ভাবিয়া দেখ বাবা, একবার হিসাব করিয়া দেখ। কেবলই অসার সংসারের পিছে পিছে ছুটিয়াছ, ইহা হইতে সারটুকু সংগ্রহ করিলে কি? এবার সারসংগ্রহে লাগিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

৩রা আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এবার তুমি তোমাদের স্থানীয় অখণ্ডমণ্ডলীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণের মধ্যে এক জন নহ জানিয়া নিশ্চিন্ত

হইয়াছিলাম। কিন্তু তোমার সতীর্থরা কেহ কেহ জানাইয়াছে যে, নামে তুমি না থাকিলেও কাজে থাকিবে। আশা করি, ইহা যথার্থ। কাজে থাকিলেই থাকা হইল, নামে থাকার কোনও মানে হয় না। অনেকেই নামের কাঙ্গাল, কাজের কাঙ্গাল কম লোককেই দেখা যায়। যাহারা কাজের কাঙ্গাল, তাহারা নাম হইল কি না হইল, ইহার দিকে লক্ষ্য দেয় না। কাজ হইল কি না হইল, তাহাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকে। কি তোমাদের কাজ, কি তোমাদের করণীয়, কি তোমাদের বর্জ্জনীয়, কে তোমাদের কাজের প্রকৃত সহকারী, কাহারা কাহারা কাজের তোমাদের যথার্থ সহায়ক, কাহাদের সহিত মিশিলে কাজের হইবে ক্ষতি, কতটা সময় কোন্ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখিলে মহত্তর কাজগুলি সমাপনের ফলে অমহত্তর অল্প-প্রয়োজনীয় কাজগুলি আপনা আপনিই হইয়া যাইবে সুসমাপ্ত, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

৬ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

Collected by Mukherjee, TK, DHANBAD

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। কিন্তু তোমরা আমাকে নিজ নিজ সাধনের ফলে যাহাই বলিয়া অনুভব করিয়া থাক না কেন, তোমাদের অনুভবকে তোমাদের নিজেদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিও, তাহাকে প্রচার করিতে যাইও না। দেবতা বা ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিলে অনেক খাঁটি মহাপুরুষকেও কেন জানি একটু প্রসন্ন হইতে দেখা যায়। হয়ত ভগবান্ বলিয়া মনে করিয়াছে বলিয়াই এই সন্তোষটুকু নয়, এই অনুভবটুকুর মধ্যে যে অপরিমেয় প্রেম রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ পাইয়াই হয়ত তাঁহাদের এই সন্তোষ। তথাপি, ইহা সত্য যে, নিজেকে ভগবানের অবতার বা স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া প্রচারিত হইতে দেখিলে অনেক খাঁটি সাধু-মহাপুরুষেরও মনে একটা তৃপ্তি বা আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যায়। আমার কিন্তু তাহা হয় না। আমি কিন্তু আমাকে পরমেশ্বর বলিয়া পরিপূজিত দেখিতে চাহি না। আমি কিন্তু আমার পূজা ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিলে সুখী হইব না।

অনেকে আছেন, যাঁহারা নিজেদিগকে পরমেশ্বরের অবতার বা পরমেশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রচারিত দেখিতে চাহেন না এমন কি তাহাতে বিষম আপত্তিও করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা যে পরমেশ্বরের প্রেরিত একমাত্র দূত, এই কথা প্রচারে দোষ মনে করেন না। পরমেশ্বরের সহিত নিজেকে অভিন্ন বলিয়া অনুভব করিবার অবস্থা, সাহস বা সেই

অনুভূতিকে প্রচার করিবার রুচির অভাব বশতঃও ইহা হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু আমি নিজেকে পরমেশ্বরের একমাত্র প্রেরিত পুরুষ বলিয়া প্রচারিত হইতেও দেখিতে চাহি না। তোমরা জানিও, আমি আমাকে তোমাদের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রচারিত হইতে দেখিলেই সকলের চেয়ে অধিক তৃপ্তি পাইব।

পরমেশ্বরের সহিত আমার অভেদ-অভিন্নতা আমি সুস্পষ্ট ভাবে আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে পাইয়াছি। আমি জানিয়াছি, আমা ছাড়া কিছু নাই এবং আমাতেই নিখিল বিশ্ব ও তাহার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সমাহিত। আমি জানিয়াছি, ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণাদি নামে বা জ্ঞানে আমাকেই অনন্ত কাল অনন্ত জীবকুল অনন্ত দেশে অনন্ত ভাবে পূজা করিয়া আসিয়াছে এবং এই সকল ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণাদি দেবগণও আমাকেই ভজনা করিয়াছেন। আমি ইহাও জানি যে, ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণাদিকে আমি ভাবিয়া যাঁহারা পূজা করিয়াছেন, তাঁহারাও আমি ছাড়া আর কেহ নহেন। আমি ইহাও জানি, ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণাদি রূপে আমিই আমাকে ভজনা করিয়া ইন্দ্রাপেক্ষা চন্দ্রাপেক্ষা বরুণাপেক্ষা মহত্তর বৃহত্তর হইয়াছি। আমাকে লইয়াই আমি করিয়াছি অনন্তকাল লীলা, আমাকে লইয়াই আমি চালাইয়া যাইব আমার অপরূপ মায়ার খেলা। ইহা আমি সত্যতঃ জানিয়াছি, সুস্পষ্ট জানিয়াছি, অভ্রান্ত ভাবে জানিয়াছি। আমি জানিয়াছি,

আমাকে লইয়াই বিশ্বের সকল বিচিত্রতা। আমাকেই কখনো অবতার হইয়া কখনো অবতারের ভজনাকারী হইয়া বারংবার আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। তথাপি আমি তোমাদের কাছে অবতার বা ঈশ্বররূপে পূজা পাইতে চাহি না।

অবশ্য কেহ যদি বল, ইহাই করা তোমার ব্যক্তিগত অন্তরের অভিলাষ এবং তাহা দমাইয়া রাখিতে গেলে তোমার স্বাভাবিক বিকাশ হইয়া যাইবে রুদ্ধ, তবে বলিব, তোমার কাজ লইয়া তুমি গোপনে থাক। আমাকে তুমি যাহা বুঝিয়াছ, দশজনকে ডাকিয়া আনিয়া তাহা প্রচার করিয়া বেড়াইবার তোমার প্রয়োজন নাই। যেখানে দশ জনকে লইয়া কাজ, সেখানে আমি তোমাদের দশজনের সঙ্গে এক জন সমোপাসক মাত্র। এই জন্যই তোমাদের সমবেত উপাসনাতে আমি সকলের অগ্রে একখানা আসন অধিকার করিয়া বসিয়া থাকি। আমি আমাকেই বন্দনা করিতেছি, ইহা আমি বুঝি, তোমরাও যে নিজেদিগেরই বন্দনা করিতেছ, তাহা তোমরা বোঝ না। তোমাদের সহিত আমার পার্থক্য ত' এতটুকুই। তাই তোমাদের বলিতেছি, তোমরা তোমাদের সহিত আমার অভিন্নতা অভেদত্ব এককসত্তা একাত্মতা অনুভব করার চেষ্টা কর। ইহাই তোমাদের সকলের চেয়ে বড় সাধনা।

আমি ওঙ্কার-মন্ত্রে তোমাদের দীক্ষা দিয়াছি। এই মন্ত্রের

মানে হইতেছে, হাঁ, ইয়েস, মঞ্জুর, সম্মতি, স্বীকৃতি, স্বীকরণ, নিজের করিয়া লওয়া। আমি ওঙ্কারমন্ত্র দিয়া তোমাদিগকে আমার করিয়া লইয়াছি, অর্থাৎ আমার সহিত অভিন্ন করিয়া লইয়াছি। ইহাই তোমাদের সাধনের সকলের চাইতে চমৎকারী ঘটনা। যত মত যত পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সকলের চাইতে ইহা নূতন, অভিনবত্বে ইহা অসাধারণ, অনন্যতায় ইহা অদ্বিতীয়, অথচ ইহাই ভারতের আদি ও শাশ্বত সাধন, আদি ও শাশ্বত সত্য। সকলেই জানে, বেদ কি ভাবে প্রকটিত হইলেন, কিন্তু ওঙ্কার কি করিয়া আসিয়া মানুষের মনে যে ধরা দিলেন, ইহা কি কেহ জানে? কোনও শাস্ত্রে ইহা লিখিত আছে? কোনও পুরাণে ইহা বর্ণিত হইয়াছে? কোনও ঐতিহাসিক ইহার ইতিহাস লিখিয়াছেন? বেদ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয়, ইহা নিয়া কতই তর্ক হইয়া থাকে। মানুষের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান তাহাকে বেদের মন্ত্রকে পৌরুষেয় বলিয়া ভাবিতে প্রলুব্ধ করে, পাণ্ডিত্য বেদের মন্ত্র সমূহকে অপৌরুষেয় বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য একটী অক্ষরের কত রকমের কূট অর্থ করিয়া করিয়া নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু ওঙ্কার নিয়া গভীরতম পাণ্ডিত্যও কি কখনো অথৈ জলে বিন্দু মাত্র থই পাইয়াছে? ওঙ্কার না থাকিলে তোমার ঋক্-সাম-যজু-অথর্বের সৃষ্টিই হইত না। ওঙ্কার পরমেশ্বরেরই আদি নামস্পন্দন, যাহা হইতে কোটি কোটি

বিশ্বের, কোটি কোটি সৌর জগতের, অনন্ত কোটি আকাশের, কোটি কোটি কল্পের আর কোটি কোটি তত্ত্বের হইয়াছে প্রকাশ। সেই মন্ত্রে তোমরা আমার নিকটে দীক্ষা পাইবার কালে আমার সহিত অভেদ অভিন্ন হইয়াছ। ইহাই তোমাদের পক্ষে অতি আশ্চর্য্যজনক এক দিব্য ঘটনা। পৃথিবীর কোনও ধর্ম্মসাধনার ইতিহাসে ইহা হয় নাই। তোমরা চির-পুরাতনের মধ্য দিয়া চিরনূতনকে এক অসাধারণ ভাবে পাইয়াছ। তোমরা আমাকে ভগবান বা অবতার আদি বলিয়া প্রচার করিয়া সময়ের অপব্যবহার করিও না।

তবে, তোমার ভক্তিতে আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমার আরও নবতর সুন্দরতর স্বচ্ছতর উপলব্ধি সমূহ আসিতেছে। নিজের অনুভূতির কথা গোপন রাখাই এখন প্রয়োজন। মনের নিগূঢ় অনুভবকে প্রচার করিলে অনেক সময়ে অনুভবের মধ্যে ফাঁকি আসিয়া যায়, উদ্যত স্রোতোধারা হঠাৎ থামিয়া যায়।

তোমাদের মণ্ডলীর কাজে সকলকেই সাদরে ডাকিবে। কেহ আসিল না বলিয়া তাহার উপরে অভিমান করিবে না। কেহ আজ আসে নাই বলিয়াই কালও আসিবেনা, এমন ধারণা আগে হইতেই করিয়া রাখিও না। যে আজ আসিয়াছে, সে যাহাতে কালও আসে, তাহার জন্য চেষ্টিত থাকিও। যে আজ আসে নাই, সে যাহাতে কাল না আসিয়া না পারে, তাহার জন্য যত্ন নিও। যে আসে নাই, তাহাকে আকর্ষণ কর; যে আসিয়াছে তাহাকে ধরিয়া রাখ।

তোমার দীক্ষা যেমন আশ্চর্য্যজনক ভাবে হইয়াছে, এমন আরও শত শত লোকের হইয়াছে। আমার যখন নশ্বর কায়া থাকিবে না তখন তোমরা সেই সকল কাহিনী মানুষকে শুনাইও। এখন শুনাইতে যাইও না। কেন না, তাহার দ্বারা অকারণে কতকগুলি হুজুগাকৃষ্ট লোকের ভিড় জমানই সার হইবে, আসল কাজ কাহারও কিছু হইবে না। তোমরা যদি তোমাদের গুরুদেব সম্পর্কে নানা সংবাদ এমন ভাবে প্রচার করিতে সুরু কর, যাহাতে ভুল করিয়াও কেহ মনে মনে আশা করিতে পারে যে এখানে আসিলে দৈববলেই তাহার সব হইয়া যাইবে, সাধন করিবার প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে দেখিবে, সমস্ত দেশটা ইহার ফলে একটা কর্ম্মকুণ্ঠ, অলস ও কল্পনা-বিলাসী নেশাখোরের মুলুকে পরিণত হইয়া যাইবে। বুজরুকি সমস্ত দেশটাকে ছাইয়া রাখিয়াছে। ম্যাজিকওয়ালারা পর্য্যন্ত হাতের সাফাই দেখাইয়া গুরুদেবের পবিত্র আসন অধিকার করিয়া তাহা প্রথম সুযোগেই কলঙ্কিত করিয়াছে। সেই দেশে তোমরা পরমুখাপেক্ষীদের সংখ্যা বাড়াইবে? আমি আমার এই পক্ককেশ শরীর লইয়াও আজ পর্য্যন্ত পুপুন্‌কীর মাঠে কোদাল মারিতেছি, আগামী মঙ্গলবার একটী কূপ খনন স্বহস্তে আরম্ভ করিব স্থির করিয়াছি। আর সেই অবস্থায় তোমরা তোমাদের প্রচারের ফলে অলৌকিক উপায়ে উন্নতি-লিপ্‌সু দৈবনির্ভর হাজার হাজার নরনারীর ভিড় জন্মাইবে

বাবা তাহারই দুয়ারে, যাহার সমস্ত দিন খাটিয়া খাটিয়া শরীর ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইতেছে, যাহার বাজে কথা কহিবার বা বাজে কাজে নিয়োগ করিবার এক বিন্দু সময় নাই? তোমরা সাবধান হও বাবা, সাবধান হও। আমি তোমাদিগকে যে জিনিষ দিতে আসিয়াছি, তাহা মানবতার পরিপূর্ণ আদর্শ ও মনুষ্যজীবনে দিব্য সাধনার দৃষ্টান্ত। আমি কেবল উপদেশ-বাণী কহিয়া চলিয়া যাইবারই জন্য আসি নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী আশ্রম

৭ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি কাজের চাপে উপাসনা ঠিক মতন করিতে পারিতেছনা, লিখিয়াছ। কাজ ত' বাবা জীবন ভরিয়াই থাকিবে। তাই বলিয়া কি জীবন ভরিয়াই উপাসনায় অবহেলা করিতে হইবে? হঠাৎ বিশেষ ঠেকায় কেহ এক দিন উপাসনায় বসিতে পারিল না ত' সে মনে মনে কতক ক্ষণ ভগবানের নাম করিয়া অপরাধের স্খালন চাহিবে। কিন্তু তোমার জীবন ভরিয়াই কাজের থাকিবে অকথনীয় চাপ, আর জীবন ভরিয়াই উপাসনায়

পড়িবে বাদ, ইহা কোনও কাজের কথা নহে বাবা। হাজার কাজে মধ্যেও উপাসনার জন্য একটু সময় বাহির করিয়া লইতেই হইবে। মুসলমানদের দেখ না কেন? তাঁহারা ত' হাজার কাজের মধ্যেও নমাজ ঠিক ঠিক পড়েনই পড়েন। তোমরা তাঁহাদের চাইতে বেশী কাজের লোক কেন হইবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী আশ্রম

৭ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সর্ব্বদা চেষ্টা রাখিবে, তোমাদের সকলের দৃষ্টি যেন এক দিকে থাকে। সকলের লক্ষ্য যেন এক হয়। পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধ অতি গভীর হইলে একলক্ষ্যতা কিছু অসম্ভব জিনিষ নহে। সকলের যদি মন এক দিকে থাকে, তাহা হইলে তুচ্ছ ব্যক্তিরাও অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারে। সকলের মনকে একমুখ করাই হইল সব চেয়ে বড় কথা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
৭ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সংঘ বড় হয় সহযোগিতার মধ্য দিয়া। এক জনে যে কাজে হাত দিয়াছে, দশ জনে সেই কাজে হাত দিবার জন্য স্বেচ্ছায় সাগ্রহে আগাইয়া আসিলেই বুঝিতে হইবে যে সংঘের ভিতরে প্রাণশক্তি আছে। তোমরা নিরন্তর এই প্রাণশক্তির অনুশীলন কর। শরীরই বল আর মনই বল কি প্রাণই বল, অনুশীলনের দ্বারা সকলের শক্তিই বাড়ে। অনুশীলনের অভাবে মরিচা ধরিয়া তাহা অকেজো হইয়া যায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২২)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
৭ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। কিন্তু সময় মতন

জবাব দিতে পারিলাম না। আশ্রমে কাজের এত চোট পড়িয়াছে যে আশ্রমবাসী কাহারও বিশ্রামের এক কণা অবসর নাই। মঙ্গল-বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহার মেরামত সম্পর্কে অনেকগুলি ব্যাপারে ঘাড়ের উপরে আশু দায়িত্ব চাপিয়া গিয়াছে, এদিকে আশ্রমের ফুলের চাষের ঋতু প্রায় চলিয়া যায়, অথচ যতটা প্রয়োজন, ততটা চারা এখনও বীজতলা হইতে স্থায়ী স্থানে যায় নাই, ইত্যাদি কত রকমের কাজ যে এখন পড়িয়াছে বলিবার নহে। এত কাজের তাড়ার মধ্যেও দুই চারি খানি চিঠি কি লিখিতে পারি না? পারি এবং লিখিও, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা দৈনিক চল্লিশ হইতে আশি, কোনও কোন দিন এক শত। এক শত ঠিকানা লিখিতে কতটা সময় লাগিতে পারে, ধারণা কর। আমি ঠিকানাও লিখি, পত্রখানাও লিখি। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সেক্রেটারী কেন নিয়োজিত করি না। তাহার প্রথম জবাব এই যে, সেক্রেটারীর হাতের পত্র কেহ পাইতে চাহে না। দ্বিতীয়তঃ যে টাকা দিয়া সেক্রেটারী রাখিব, সেই টাকাতে দশটা কুলী-কামিন আশ্রমে সারা মাস মাটি কাটার কাজ করিবে। তাহাতে লাভ বেশী হইবে। পত্র ত' জীবন ভরিয়াই লিখিলাম। বলিতে গেলে আমার জীবনই পত্রময়। আমার সমস্ত সাহিত্য পত্রের সাহিত্য। পত্র লিখিয়াছিলাম বলিয়াই একটার পর একটা করিয়া পুস্তক ছাপার হরফে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আরও যে বিপুল পরিমাণ

পাণ্ডুলিপি তৈরী হইয়া আছে, তাহাও পত্র হইতেই অনুলিপি মাত্র। পত্র লিখিতে আমি ভালবাসি, কারণ যাহার কাছে লিখি, তাহাকে অতি কাছে পাই, তাহার প্রাণের সাথে প্রাণ, হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলাইতে পারি। এজন্যই সেক্রেটারী রাখি না। তবে মাঝে মাঝে কেহ কেহ আমার হইয়া পত্র লিখিতে বসিয়া যায়। আমি অবিরাম বলিয়া যাই। ইহাতেও পত্র আমারই লেখা হয়। ইহার জন্যও আমারই অবসর পাওয়া প্রয়োজন। এই সকল কারণেই তোমার পত্রের উত্তর সময় মতন দিতে পারি নাই। তোমার পত্রে পূর্ণিমার সমবেত উপাসনা লইয়া কি একটা গোলযোগ হইয়াছে বলিয়া জানিলাম এবং সেই সংবাদে দুঃখিত হইলাম। আমি সময় মতন পত্র দিতে পারিলে হয়ত তোমাদের কাহারও মনেই কোন কষ্ট হইবার কারণ ঘটিত না। তোমরা নিজেদের মধ্যে ভুল-বুঝাবুঝি করিয়াছ, মনে হইল।

তুমি বহুকাল যাবৎ তোমার গৃহে প্রতি পূর্ণিমায় হরির লুট দিয়া আসিতেছিলে। অখণ্ডদীক্ষায় দীক্ষিত হইবার পরে তুমি ইচ্ছা করিলে যে, দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া প্রতি পূর্ণিমাতে তুমি সন্ধ্যায় তোমার গৃহে সমবেত উপাসনা দিবে। তোমার এই প্রস্তাব অতি আদরের সহিত আমি প্রশংসা করিয়াছি কিন্তু একবারে বারো বছরের জন্য একটা সঙ্কল্প করিতে নিষেধ করি। সেই অনুসারে তুমি এক বৎসরের জন্য এই সঙ্কল্প গ্রহণ

করিলে। সেই এক বৎসর পার হইবার পরে তুমি চাহিতেছ যে তোমার গৃহে আরও বছরের পর বছর, পারিলে আরও এগার বছর, এই ভাবে প্রতি পূর্ণিমায় সন্ধ্যাকালে সমবেত উপাসনা হইতে থাকুক।

ইতোমধ্যে তোমাদের পল্লীর অন্যান্য কেহ কেহ ইচ্ছা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদেরও গৃহে কোনও কোনও পূর্ণিমায় সমবেত উপাসনা হউক। কেহ যদি এইরূপ পবিত্র কাজে অভিলাষ করে, তবে ত' তাহাকে দোষ দিবার কিছু নাই। ফলে তোমাদেরই গ্রামের একটী মহিলা এক পূর্ণিমায় তাঁহার গৃহে সমবেত উপাসনার ব্যবস্থা করেন।

আমি মনে করি, ইহাতে তোমার বিরক্ত হওয়া উচিত নহে। তোমার যেমন নিজ গৃহে পূর্ণিমার সন্ধ্যায় সমবেত উপাসনা করিবার ইচ্ছা করে, অন্যেরও তাহা করিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে তোমার গৃহেই সকলকে যাইতে হইলে অনেকের আশাভঙ্গ অনিবার্য্য। সারা বৎসর জুড়িয়া পূর্ণিমার সমবেত উপাসনাগুলি সব একই গৃহে হইতে গেলে যাঁহারা মাঝে মাঝে কোনও কোনও পূর্ণিমায় নিজ নিজ গৃহে সমবেত উপাসনা করিতে চাহেন, তাঁহাদের অসুবিধা হয়। আর তোমারই গৃহে প্রতি পূর্ণিমায়ই সমবেত উপাসনা কখনো কখনো সম্ভব নাও হইতে পারে। তোমরা জাতকাশৌচ ও মৃতাশৌচ আদি মান। এমতাবস্থায় বা কাহারও কোনও সংক্রামক পীড়া হইলে

তোমার গৃহের উপাসনা তোমার কোনও প্রতিবেশীর গৃহে নিতে হইতে পারে। শুনিয়াছি, ইতিমধ্যে এমন একটা ব্যাপার হইয়াও ছিল। তাই আমি তোমার এক গুরুভগিনীকে লিখিয়াছিলাম যে, যেদিন পূর্ণিমায় অন্যত্র সমবেত উপাসনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন, সে দিন গ্রামবাসীরা অন্যত্রও সমবেত উপাসনার জন্য মিলিত হইতে পারিবেন। একমাত্র তোমার গৃহ ছাড়া অন্যত্র কোনও পূর্ণিমাতেই স্থানীয় অখণ্ডগণ মিলিত হইতে পারিবেন না, এইরূপ নিয়ম করিতে গেলে সকলের উপরে অবিচার করা হয়। যেদিন পূর্ণিমায় অন্য কাহারও গৃহে সমবেত উপাসনা হওয়া প্রয়োজন বলিয়া মণ্ডলী মনে করিবেন, সেই দিন তোমার গৃহে অনেক উপাসকের সমাগম না হইলেও তুমি তোমার সঙ্কল্পিত উপাসনা কিছু লোককে লইয়া অবশ্যই করিবে। আবার অন্যান্যরা অন্য গৃহে যাইয়া সমবেত উপাসনা করিলে তাহাতে তুমি দুঃখিত হইবে না বা বিরোধও করিবে না। আমার মতে ইহাই সুব্যবস্থা। অন্যত্র অন্য কেহ পূর্ণিমার উপাসনা চাহিতেছে বলিয়া তোমার উপাসনা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে না। তোমার গৃহের সঙ্কল্পিত উপাসনা নিশ্চয়ই করিতে হইবে। কিন্তু হয় তুমি সেই দিনটী নিজ পরিবারস্থ লোকদের নিয়াই কাজটী সমাপ্ত করিবে, নয় ত' অন্য স্থানের দূরত্ব বেশী না হইলে সেখানকার সমবেত উপাসনা শেষ হইবার পরে সেখানকার লোকজনদের আনাইয়া তোমার

গৃহের উপাসনা করাইবে। ডিব্রুগড় সহরে একটি দিনে সমবেত উপাসনা করিয়া কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর হালখাতা হইয়া থাকে। তাঁহারা এই রীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। এক এক জনের গদিতে সমবেত উপাসনা হইয়া যাইবার পরে যে যে পারেন, সকলকে লইয়া অন্য গদিতে যাইয়া আবার সমবেত উপাসনা সুরু করিয়া দেন। ইহার পরে যার যার গদি-সাইত হয়। ইহাতে সেখানে পয়লা বৈশাখ তারিখে একটা বিরাট আনন্দের মেলা বসিয়া যায়। অন্য যাঁহারা পূর্ণিমার সন্ধ্যায় নিজ গৃহে সমবেত উপাসনা চাহেন, তাঁহাদের সহিত এবং মণ্ডলী কর্ম্মকর্ত্তাদের সহিত যদি তোমার অন্তরঙ্গ ঘনিষ্টতা থাকে ও ভালবাসা জন্মিয়া যায়, তবে কখনও কখনও ইহাও তোমার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে।

এই সকল আধ্যাত্মিক লাভজনক ব্যাপারে সংসারী মনোভাব কাহারও না রাখাই ভাল। তুমি দীর্ঘ কালের জন্য একটা সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছ, তোমার সৎসঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য সহায়তা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আবার, অন্যান্যেরাও পূর্ণিমা তিথিটায় নিজ নিজ গৃহে মাঝে মাঝে সমবেত উপাসনা চাহেন, তাঁহাদেরও দিকে তোমার তাকান দরকার। এই সকল ব্যাপারে অতি সহজ মীমাংসা একমাত্র প্রেম-ভালবাসার দ্বারাই হইতে পারে। তোমরা বিচার, ন্যায়, আইনকানুন বা জোর-জবরদস্তির উপরে নির্ভর না করিয়া প্রেম-ভালবাসার উপরে নির্ভর কর। প্রেমের

বলে সব অসম্ভব সম্ভব হয়। তোমার বেলায়ই তাহা একেবারে নিষ্ফল হইয়া যাইবে? আমার আরও কথা লিখিবার ছিল, কিন্তু আমাকে এখনি মাঠে যাইতে হইবে তোমাদের গুরুভ্রাতা শ্রমিকদের সহিত কাজ করিবার জন্য। তাই এখানেই সাঙ্গ হইল। রাত্রি আটটায় মাঠ হইতে ফিরিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম
৭ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। মঙ্গলবাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তোমাদের মনে কষ্ট হইয়াছে, আর তোমরা সব কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালের ধনজনহীনা দুর্ব্বলা টি-বি রোগিণীরা মিলিয়া বাঁধ মেরামতের জন্য ভক্তি-অর্ঘ্য স্বরূপ টাকা পাঠাইয়াছ, ইহা জানিয়া তোমাদের অন্তরের মহত্ত্বে বিস্ময়ান্বিত না হইয়া পারিলাম না। ধনবান্ দিগকেই লোকে ধনী মনে করিয়া থাকে, কিন্তু তোমাদের মতন দরিদ্ররা যে কত ধনী, তাহা জানে না। তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আর

একটী ক্ষুদ্র দল লোকের কথা মনে পড়িতেছে। তাহারা পাহড়ী রিয়াং, অশিক্ষিত অনুন্নত অন্ধকারাচ্ছন্ন। এবার কেন, প্রায় তিন কি চারি বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে তাহাদের অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ, আর তাহার সুযোগে খ্রীষ্টান মিশনারীরা তাহাদিগকে ধর্ম্মান্তরিত করিয়া লইতেছেন। পেটের দায়ে অনেকেই ধর্ম্মত্যাগ করিতেছে। সেই রিয়াং জাতির মধ্যে কয়েকটী পুরুষ ও নারী দিনে এক বেলার আহারীয়ের পরিমাণ কমাইয়া, এবং অন্য বেলার আহারীয় একেবারে বাদ দিয়া, যাহা সঞ্চয় হইয়াছে, তাহাই একটি ভক্তের মারফৎ আমাকে পুপুন্‌কীতে মঙ্গল-বাঁধের কাজের জন্য পাঠাইয়াছে। এমন মহত্ত্ব ধনীতে সম্ভবে না। তাই বলি, কে বলে তোমরা দরিদ্র? কেবল ধনীরাই ধনী নহে, দরিদ্রেরাও ধনী। দরিদ্রেরা প্রাণের ধনে ধনী। ভালবাসাই মানুষকে ধনী করে, টাকা নহে। যে ভালবাসে, তাহাকেই জীবিত বলিয়া গণনা করিতে হয়। যাহারা ভালবাসিতে জানে না, তাহাদিগকে জীবিত বলিয়া মনে করিয়া লাভ কি? তোমরা তোমাদের অপার ভালবাসার পরিচয় দিয়াছ মা। আমি তোমাদের প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছি।

তবু তোমাদের পত্রখানা পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে বসিতে পারি নাই। শ্রীমান্ প্রেমাঞ্জন বেলা দুইটায় কলিকাতা হইতে এক বোঝা পত্র নিয়া আসিয়াছে। তোমার পত্র তাহার মধ্যে ছিল। আমার পড়িবার অবকাশ কোথায়? সারাদিন

আশ্রমের মাঠে মাঠে কাজই করিতেছি। তোমরা এ ত্যাগ স্বীকার করিয়া কেহ কেহ নিজেদের বুকের রক্ত দিয়া টাকা পাঠাইতেছ, আমি কি তাহার অপব্যয় হইতে দিতে পারি? মজুরদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও খাটি। আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার ব্রহ্মচারীরাও অমানুষিক শ্রম করিতেছে। নিত্যসুন্দর, পরিমল, যদু, কেহই বসিয়া নাই। আজ যদি কল্যাণীয়া সাধনা হৃৎপিণ্ডের অসুখে বেনারসে অসুস্থ অবস্থায় না থাকিত, তবে সেও শ্রম করিত। মজুর খাটাইলেও কাজ করিতে হয়, নতুবা কেবল ছাতা মাথায় দিয়া কাজ দেখিলেই কাজ হয় না।

সারাদিন খাটিয়া খাটিয়া মাতালের মতন নেশায় অবশ হইয়া আশ্রমটাতে ঢুকি। তখন পত্র লিখিতে আর চোখ দুটাকে খোলা রাখিতে পারি না। অধিকাংশ পত্রই চোখ বুজিয়া বুজিয়া লিখিয়া যাই। টাইপের ভুল হয়, সংশোধন করিবার অবকাশ পাই না। এই ভাবে আমি প্রত্যহ তোমাদের কাছে চল্লিশ পঞ্চাশ ষাটখানা করিয়া পত্র দেই। তোমরা আমার জন্য অত ভাব, আমি তোমাদের জন্য ভাবিব না? আমি কি করিয়া তোমাদের অবহেলা করিতে পারি? আজ রাত্রে আর কতগুলি পত্র লিখিতে হইবে জানি না। খামখানা খোলার আগে সব সময় ত' বুঝিতে পারি না যে কে কি লিখিয়াছেন। এক একখানা পত্র পাঠ করিয়া মানুষের দুঃখে হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়। কত রকমের যে দুঃখ জীবের

আছে, তাহার তালিকা করা অসম্ভব। দুঃখের ইয়ত্তা নাই। শরীরের দুঃখ, মনের দুঃখ, সংস্কারের দুঃখ, সমাজের দুঃখ, রাষ্ট্রের দুঃখ,—দুঃখের অবধিই বা কোথায়, অন্তই বা কোথায়? এই সেই দিন পেটের দুঃখে কলিকাতার লোকেরা খাদ্য-আন্দোলন করিল, আর নিজের মেকী সম্মানের দুঃখে মহাত্মা গান্ধীর নাম-করা সব শিষ্য হইয়াও সরকারী শাসকেরা কত নিরীহ লোকের, কত অনাথার সম্বল, কত অন্ধের নড়ি ছাত্রগুলিকে গুলি করিয়া মারিবার হুকুম দিলেন। দুঃখের আজ পারকূল কোথায়? এত দুঃখ দূরই বা করিবে কে? তবু লোকের দুখ দেখিলে কাঁদি। তোমরাও দুঃখে পড়িয়াছ, তোমাদের জন্য আমার এক বিন্দু তপ্ত অশ্রু আমি উপঢৌকন দিতেছি।

অসুখে পড়িয়াছ বলিয়া ঘাবড়াইয়া যাইও না। ইহারই মধ্য দিয়া ভগবানকে স্মরণ করিতে থাক। তিনি মঙ্গলময়, এই বিশ্বাসের চেয়ে বড় শান্তি জগতে আর কিছু নাই। তাঁহাকে বিশ্বাস কর মা। তাঁহাতে নির্ভর কর মা। তোমার অসুখ সারিয়া যাউক, তুমি নীরোগ হইয়া ঘরে যেন ফিরিতে পার, তোমার দ্বারা সমাজ ও সংসারের যেন আনন্দ বাড়ে, কল্যাণ বাড়ে, সেই প্রার্থনা, সেই আশীর্ব্বাদ আমি নিয়ত করিতেছি।

তোমার প্রাণের ভক্তি তোমাকে এক বিচিত্রসুন্দর পরমকল্যাণকর পথের দিকে টানিয়া নিতেছে। পর পর কয়েক

দিনই তুমি আমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছ এবং একটু একটু করিয়া দীক্ষা লাভের পথে আগাইয়া গিয়াছ, ইহা এক অপূর্ব্ব সংবাদ। প্রথম হইলে নিকট, তার পরে পাইলে আশ্বাস, সর্ব্বশেষে একেবারে মন্ত্রলাভ তোমার হইল। ইহা সত্যই অদ্ভুত। কিন্তু ইহা মিথ্যা নহে। তোমার স্বপ্নে-প্রাপ্ত ঐ মন্ত্রই আমি সকলকে দিয়া থাকি। সেই মন্ত্রই তুমি দীক্ষায় পাইতেছ। স্বপ্ন হইলেও ইহা পরম সত্য। এই নামে নির্ভর রাখিও। জগতে নামই একমাত্র সত্য, আর সকলকে অসত্য বলিয়া জানিও। তবে, যখন অন্য সকল বস্তুকে নামের সহিত অভিন্ন জানিবে, তখনই সংসার ও তাহার সমস্ত বস্তু তোমার নিকটে যেন সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

৮ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আজ এখানে আশ্রমের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হইল। তেত্রিশ বৎসর এই জেলাটায়, এই ঊষর মরুভূমিতে মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছি এবং নিজ জীবনের উপর দিয়া কঠোর

কৃচ্ছ্র-সাধনার আর স্বাবলম্বনেরই কেবল মহিমা ঘোষণা করিয়াছি, কিন্তু এততেও আশ্রম-প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহা তুমি জানো। আজ সত্য সত্য আশ্রম-পতিষ্ঠা হইল। ভোরে উঠিয়া স্নান করিয়া আমি, প্রেমাঞ্জন, নিত্যসুন্দর, পরিমল, প্রেমজীবন, যদু আর ভৃত্য যতিয়া বিগ্রহে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া হরি-ওঁ কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রথম আশ্রম-ভবন খানার ভিত্তি-খননের চিহ্ন প্রদান করিলাম। অসম্পূর্ণতা রহিল এই যে, তুমি আর সাধনা উপস্থিত ছিলে না। তুমি থাকিলে কতই আনন্দ হইত সাধনা থাকিলে ব্যাপার হইত সত্য সত্য পরিপূর্ণতায় উচ্ছল। এই সাধনা আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের প্রায় প্রতিটি ভয়ঙ্কর কর্ম্মক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া বীর রমণীর ন্যায় তিনটী পুরুষের চাইতেও অধিক শ্রম করিয়াছে এবং জনসমাজকে অতুলনীয় সেবা দিয়াছে। সে আজ বেনারসে অসুস্থ হইয়া আছে শয্যায় পড়িয়া। ইহা আজিকার অনুষ্ঠানের একটা অসাধারণ রকমের অপূর্ণতা। তবে তাহার অনুপস্থিতিকে পূরণ করিবার জন্য স্থির করিয়াছি যে এই প্রথম ভবনখানার নাম হইবে সাধনা-কুঞ্জ। এখানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। আশা করি, তুমি ইহা পছন্দ করিবে।

শুধু একটা দালানের সহিত সাধনার নামকে সংযুক্ত করিলেই সাধনার সেবার সম্মান পূরাপূরি দেওয়া হয় না। এমন এক সঙ্কট দেশের গিয়াছে, যখন যে-কোনও সৎসাহসী

Collected by Mukherjee, TK, DHANBAD

কর্ম্মীকেই গুপ্ত ঘাতকের ছুরিকার নীচে অবস্থান করিয়া কাজ করিতে হইয়াছে। সেই সময়ে অনেক নামজাদা কর্ম্মীদেরই কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা যায় নাই। অনেক প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান সমূহই অন্ধকারে গাঢাকা দিয়াছিলেন। সাধনা সেই সময়ের এক অসাধারণ যশস্বিনী কর্মিণী। আমার সহকারিণী রূপেই তাহার নাম বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইলেও সে নিজেও পূর্ণ দায়িত্বে যেখানে যে-যে অধ্যবসায়ে মন দিয়াছে, তাহাতেও তাহার প্রতিভার স্বাক্ষর রহিয়াছে। তাই আমি তাহার প্রতি আশীর্ব্বাদ স্বরূপে ভবনখানার নাম সাধনাকুঞ্জই রাখিলাম। আমার এই পত্রখানা প্রকাশে সাধনার আপত্তি হইবে জানিয়াও ইহা নির্দ্দেশ দিয়া রাখিলাম যে, ধৃতং প্রেম্নাতে যখন আমার পত্র ছাপা হইবে, তখন ইহাও ছাপাইতে হইবে। এ দেশে অনেক কর্ম্মীর পরিশ্রমের ফল নেতারাই আহরণ করিয়া থাকেন। আমি জীবন ভরিয়া যত কাজ করিয়াছি, তার সবই আমার একার শ্রমে সম্ভবপর হয় নাই। তাহাতে আরও শত শত উল্লেখযোগ্য ও অনুল্লেখ্য কর্ম্মীদের অকাতর পরিশ্রম রহিয়াছে। তাহাদের মত জনকে পৃথিবী চিনিবেই না, আমারই হইবে কেবল যশোঘোষণা। ইহা অবিচার। কিন্তু হাজার ছেলেমেয়েদের প্রতি জনকে ত' আর সকলের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া ধরা যায় না, কারণ তাহা অসম্ভব। এমন কত জন আছে, যাহাদের সেবা আমার প্রতি বা আমার আদর্শের প্রতি অতুলনীয় কিন্তু

আমি হয়ত তাহাদের এই সেবার সংবাদই রাখি না। অন্যে শ্রম করে, আমরা তাহার ফল ভোগ করি। এই সকল জ্ঞাত, অজ্ঞাত কর্ম্মীদেরই সকলের সম্মানার্থ এই ভবনের নাম রহিবে সাধনাকুঞ্জ।

তুমি প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ আশ্রমের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখিয়া আসিতেছ। প্রায় আঠারো বিশ বৎসর যাবৎ সর্ব্বক্ষণ আশ্রমেরই কোনও না কোনও কেন্দ্রে অবস্থান করিয়া সর্ব্বক্ষণ আশ্রমেরই কাজে নিজেকে সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছ। তুমি আমার ব্যক্তি-জীবনের অনেক কথাই জান, আমার ব্যষ্টি-জীবনের কোনও কথাই তোমার অজানা নাই। তুমি জান যে আমি আমার সহকর্ম্মীদের পটে কেবল একজন রুদ্র শাসকই নহি, আমি তাহাদের ভক্তিবিনম্র পূজক, আমি তাহাদিগকে দেবতার মত দেখি। আমার এই দেব-দর্শনে পক্ষপাতের কোন স্থান নাই। প্রতি জনের প্রতি আমার সমান সম্মাননা-বোধ, প্রতি জন সম্পর্কে আমার সমান আশা ও সাধ। কিন্তু কর্ম্ম-সংস্কার ও আবাল্য পরিবেশ ইহাদের প্রতিজনকেই পৃথক ভাবে গড়িয়া রাখিয়াছে, তাই ইহারা কেহ এক মাস, কেহ এক বৎসর, কেহ পাঁচ মাস, কেহ পাঁচ বৎসর প্রতিষ্ঠান ও আদর্শকে সেবা দিয়া নিজ নিজ পথে চলিয়া গিয়াছে। আমি ইহাদের সেবা দ্বারা নিজেকে লাভবান্ করিবার চেষ্টা কখনো করি নাই, অথচ ইহাদের প্রতিজনের স্মৃতি

অবিস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য মনে মনে কত আকাশ-কুসুম রচনা করিয়াছি। ইহাদের জন্মভূমির খোঁজে ছুটিয়া গিয়াছি অখ্যাত পল্লীর অন্ধকার কোণে, আর প্রত্যেকটী গ্রামে একটী একটী করিয়া পাঠাগার, ব্যায়ামশালা ও উপাসনা-মন্দির স্থাপন করিয়া সেই প্রতিষ্ঠানের সহিত ইহাদের এক এক জনের নামকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার ধ্যানে ও কল্পনায় লাগিয়া গিয়াছি। "স্বরূপানন্দ" নাম ক্ষোদিত হউক, এই কামনায় নহে, ইহাদেরই এক এক জনের নাম প্রাকার-গাত্রে লিখিত থাকিয়া দুর্ল্লভ জন-সেবকদের কথা ভাবী মানবকুলকে কতক কালের জন্য হইলেও স্মরণ করাইয়া দেউক, ইহাই আমার অন্তরে ছিল নিরন্তর কামনা। নিজ-যশ নহে, ইহাদেরই যশ আমার কাম্য ছিল, আজও আছে। কিন্তু যাহারা চলিয়া যাইবার জন্যই আসিয়াছিল, আজ আর তাহাদের কথা ভাবিবার অবসর কৈ? যাহারা সর্ব্বাবস্থাতে লাগিয়াই রহিল, তাহাদের স্মৃতি আমি মুছিয়া যাইতে দিব না। তাই স্থির করিয়াছি যে, এই আশ্রমের প্রতিটি অংশে একটী একটী করিয়া সেই সকল সহকর্ম্মীর নির্ম্মল যশ ঘোষণার জন্যই কুটীর, প্রাসাদ, সেতু বা বর্ত্ম নির্ম্মিত হইবে, যাহারা নীরবে আত্মদান করিয়া নিয়ত আমার বলবর্দ্ধন করিয়াছে এবং প্রকারান্তরে আমার যশোবর্দ্ধনও করিয়াছে। নিজযশে নহে, ইহাদের যশেই আমার আত্মপ্রসাদ।

আমার অভিপ্রায় এই যে, সাধনাকুঞ্জ সকলের সাধন করিবার রুচি যেন বর্ধন করে। দালানের পর দালান গাঁথিয়া আশ্রম হয় না, প্রাণের পর প্রাণ জাগাইতে পারিলে আশ্রম

হয়। আশ্রম হইবার অন্য রাস্তা নাই। যাহাতে সকলের প্রাণ জাগে, তাহারই জন্য সাধনা-কুঞ্জের প্রয়োজন। এখানে যে বিদ্যা-ভবন হইবে, তাহা বিদ্যার্থীদের জীবনে সাধনার উদ্দীপন করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরি-ওঁ পুপুন্কী
৮ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পর পর কয়েকজনের পত্রেই এই অভিযোগ আসিতেছে যে, তাহারা তোমার কর্ত্তাগিরিতে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা তোমার কর্ত্তৃত্ব সহ্য করিতে চাহে না। ইহা নিতান্তই ব্যক্তিগত অপছন্দের কথা। তুমি যদি ভাল বিষয়ে সকলকে নেতৃত্ব দাও, তবে তাহা মানিয়া চলাই সকলের কর্ত্তব্য। বিশেষ করিয়া তুমি ওড়িয়া মেয়েদের ভিতরে যে কাজটুকু করিয়া যাইতেছ, তাহার ফল ভবিষ্যতে খুবই ভাল হইবে বলিয়া আমি মনে করি। আমি যখন প্রায় আটত্রিশ বৎসর আগে উড়িষ্যায় সুখিন্দার বনে আশ্রম করিতে যাই, তখন আমার মনে ওড়িয়াভাষায় পারদর্শিনী যেমন একটী মহিলা কর্ম্মীর প্রয়োজন-বোধ জাগিয়াছিল, তাহার অনেকটা অভাব তোমাকে দিয়া পূরণ হইতে পারে। তুমি গ্রাম্য ব্যাপারের

Collected by Mukherjee, TK, DHANBAD

মধ্যে না থাকিয়া মণ্ডলীর উপরেই স্থানীয় সমস্যাসমূহ সমাধানের ভার দিয়া নিজেকে বিপুল ব্যাপক প্রচারের জন্য লাগাইয়া দাও। যে ব্যাপারে গ্রামের কথা আছে, তাহা হইতে তুমি আলাদা হইয়া যাও, তাহাকে তুমি উদাসীনতার দৃষ্টিতে দেখ। তোমার গ্রামে কাহার ঘরে সমবেত উপাসনা হইল বা না হইল, তাহার নেতাগিরিটা তুমি একেবারেই ছাড়িয়া দাও। ছুটিয়া যাও গ্রামের পর গ্রাম অখণ্ড-সংহিতার বাণী লইয়া, তুমি গিয়া নূতন নূতন লোকের মোহ-ঘুম-ঘোর ভাঙ্গাইতে লাগিয়া যাও। এই যোগ্যতা অপরের নাই, তোমার আছে। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ ও শঙ্করের শিষ্যগণ যেমন করিয়া নির্ভীক প্রাণে দেশে বিদেশে গিয়া আত্মার বাণী প্রচার করিয়াছেন, যেমন করিয়া শ্রীচৈতন্যের অনুবর্ত্তীরা দুর্গম নাগা-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সাপ, বাঘ, হাতী ও গণ্ডারের ভয় পদতলে চাপিয়া রাখিয়া মণিপুরে গিয়া পীতবর্ণ জাতিকে আর্য্য-বংশধরদের সাধনায় দীক্ষিত করিয়াছেন, তোমাকে তেমন সাহস লইয়া বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। তুমি গ্রাম্য ছোট খাট ব্যাপারের মধ্যে মাথা গুঁজিও না মা। তোমার সাহস আছে, সামর্থ্যও আছে, তদুপরি তুমি নিজে ওড়িয়াভাষিণী, তোমার পক্ষে ত' মা অসাধ্য-সাধন সহজ। তুমি অন্য দিক হইতে মন তুলিয়া নিয়া বিপুল প্রেমে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে

অখণ্ড সংহিতার বাণী নিয়া প্রবেশ কর মা। তোমার গ্রাম তাহার নিজের মনে পড়িয়া থাকুক। তুমি বিশ্বের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়। একটী গ্রামের নেতৃত্বকামনায় জলাঞ্জলি দিয়া তুমি বিশ্বের কল্যাণে সকল গ্রামের সেবিকা হও, সকলের প্রাণে মানুষ হইবার প্রদীপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোল।

মাগো, একটী কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও। বৃহৎ ও মহৎ কার্য্যের ভার যাহারা নিবে, লোকের ছোট-খাট দোষত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করিবার নেশা তাহাদের ছাড়িতে হইবে। বড় কাজ করিতে হইলে মন ও চোখ দুটীকেই বড় করিতে হয়। সহকর্ম্মী ও অনুপন্থীদের দোষ-ত্রুটিতে দৃষ্টি দিতে গেলে নিজের দোষ-ত্রুটিগুলি চোখে পড়ে না। ইহাতে নিজের ব্যক্তিত্বের মূল্য ও কর্ম্মিত্বের মান কমিয়া যায়। নিজেকে অবিরত ছোট করিয়া কেহ নিরন্তর বড় কাজে লিপ্ত থাকিতে পারে না, কারণ এই দুইটী অবস্থা পরস্পর-বিরোধী। বৃহৎ জগতের দিকে তাকাইয়া নিজের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে গ্রাম্য কলহ-কচায়নের বাহিরে রাখিতে চেষ্টা কর। নাই বা হইল গ্রামের মধ্যে তোমার নেতৃত্ব-প্রতিষ্ঠা, নাই বা তোমার গ্রামে তোমাকে কেহ সর্ব্বাধিনায়িকা বলিয়া মানিল, নাই বা তোমার খ্যাতিতে তোমার গ্রাম মুখরিত হইল, তুমি প্রকৃত সেবিকা হইয়া গ্রাম-গ্রামান্তরে ছুটিয়া যাও জ্ঞানের মশাল হাতে লইয়া,

প্রেমের সুরভি ধূপকাটি জ্বালাইয়া, যশোলোভবর্জ্জিত বিনীত বিনম্র সরস সদয় সুন্দর মন লইয়া। এই বলকে ব্রহ্মবল বলিয়া জানিবে। ইহা দ্বারা তুমি যাহা করিতে পারিবে, তাহার শতাংশ কখনো কেহ বিপুল রণ-বাহিণীর সমাবেশ করিয়াও করিতে পারিবে না। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার বাক্যকে ধ্রুব সত্য বলিয়া জান। গুরুবাক্যে অটল অচল বিশ্বাস না থাকিলে শিষ্যের মধ্যে গুরুর শক্তি কি কখনো জাগিতে পারে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

৮ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যে বিশ্বাস করে, তাহার লয় নাই, ক্ষয় নাই। বিশ্বাসই জীবনের মধু। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের বিশ্বাস তোমাদের জীবনকে অমৃতায়মান করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী,

৮ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সঙ্ঘ ভালবাসার বলেই বাঁচিয়া থাকে, অর্থবলেও নহে, জনবলেও নহে। একটী মানুষকে নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসিতে শিখিয়াছ কি? শিখিয়া থাকিলে নিখিল বিশ্বকে ভালবাসিবার তোমার সোপান-নির্ম্মাণ হইল। এক জনের প্রতি অনাবিল প্রেম জগতে সহস্র সহস্র জনের সহিত মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। তোমরা একে অন্যকে ভালবাসিও, তোমাদের সঙ্ঘচেতনা সেই ভালবাসারই উদ্বোধক ও উৎসাহ-প্রদায়ক হউক। তোমরা একজনের জন্য অপর জনে প্রাণ দিতে শিখ।

সকল ভালবাসার মূল উৎস শ্রীভগবান্ স্বয়ং, এই কথাটী স্মরণে রাখিয়া সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখ এবং মনে মনে বারংবার প্রণতি কর। তোমাদের এই প্রণতি তোমাদের আত্মাহঙ্কার নাশের সহায়ক ও সর্ব্বতোভাবে পরহিতার্থে আত্মদানের প্রণোদক হউক, সর্ব্বত্র পরমেশ্বরানুভূতি তোমাদের সর্ব্বজনের প্রতি অনন্ত অনুরাগের নিয়ামক হউক। সঙ্ঘবোধ

Collected by Mukherjee, TK, DHANBAD

কেবল তোমাদের ঐক্যবোধই যেন না বাড়ায়, তোমাদের বিশ্ববোধকেও যেন উহা উদ্দীপিত করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী

৯ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমারা ১৫ই তারিখে যে সম্মেলন ডাকিয়াছ, তাহা যাহাতে সফলতা লাভ করিতে পারে, তাহার দিকে তোমাদের প্রতি জনের সমান লক্ষ্য যেন থাকে। যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সম্মেলন, সেই উদ্দেশ্যের দিকে যেন তোমাদের প্রত্যেকের মন উন্মুখ হইয়া থাকে। ছোটবড় সকলেরই মন যখন এক দিকে যায়, তখন সেই ব্যাপারের সফলতা কেহ রোধ করিতে পারে না। ইহা এক পরম সত্য। আমি তোমাদের সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী

৯ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার আশিস তোমাদের জন্য জল, বায়ু বা সূর্য্য-কিরণের ন্যায় নিয়ত অহেতুক ভাবে বর্ষিত হইতেছে। ইহা সত্য। আমি একটী নিমেষেও তোমাদের বিষয় ছাড়া ভাবি না। আমার সকল সন্তান যেদিন বুঝিবে যে আমি কেমন করিয়া এবং কত সুগভীর ভাবে তাহাদের ভালবাসিয়াছি, সেদিন তাহারা আপনিই ছুটিয়া যাইবে জগতের সেবার জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিতে।

তোমরা তোমাদের ঐক্য ও সংহতিকে বাড়াইয়া তোল। দুর্য্যোগকে সুযোগ করিয়া লও। বিপদকে সম্পদের কারণ কর। বিঘ্নকে সহায়তাকারক মহাবল বলিয়া জানিয়া লও। আঘাত যে করিয়াছে, সে তোমকে দৃঢ় হইতে সাহায্য করিয়াছে, ইহা মনে রাখিয়া তাহার আঘাতকে আশীর্ব্বাদের সম্মান দাও। তোমরা কোনও কিছুকেই তোমাদের ক্ষতির কারণ হইতে দিও না, সব-কিছু তোমাদের কুশলেরই হেতু হউক।

ঈশ্বর বিশ্বাস লইয়া পথ চল। ইহাতে আত্মবিশ্বাস জাগিবে, মানুষের প্রতি বৃথা সন্দেহপরায়ণতা নাশ পাইবে, মানুষ মাত্রেরই সহিত তোমার সম্বন্ধ সহজ, সরল ও সাবলীল

হইবে। সম্বন্ধের অসরলতা ও আত্মীয়তার অস্বচ্ছতা হইতেই ভ্রাতৃ-বিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ ও মানববিদ্বেষের জন্ম। ঈশ্বরে পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়া জগতের সকল বিচ্ছেদের মূল উৎপাটনের যোগ্যতা আহরণ কর। লম্বা লম্বা কথা কহিয়া নহে, অবাস্তব পরিকল্পনা ফাঁদিয়া নহে, সর্ব্বজীবে প্রেমের বাস্তব অনুশীলনের দ্বারাই তোমরা সকল বিঘ্নকে জয় করিবে। জগতের মৃত্যু-মলিন কুটিল পথকে সরল, সোজা, প্রশস্ত করিয়া দিয়া প্রেম-ঘর্ঘরে তোমার ভগবদ্বিশ্বাসের অমৃত-রথ চলুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরি-ওঁ

পুপুন্কী

৯ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সর্ব্বত্রই মিথ্যার রাজত্ব চলিয়াছে, ইহার মধ্যে নিজের সত্য রক্ষা করিয়া চলাও এক বিপজ্জনক ব্যাপার। সত্য থাকে ত' ন্যায্য স্বার্থ থাকে না, স্বার্থ থাকে ত' সত্য অতলে তলাইয়া যায়। ছোট মন ও ছোট চরিত্র লইয়া বড় বড় গদি দখল করার ফলে কতকগুলি নানাগুণে গুণান্বিত প্রসিদ্ধ পুরুষ মনে ও চরিত্রে কল্পনাতীত ভাবে অধঃপতিত হইয়াছেন এবং

তাহারই এই কুফল সমগ্র জাতিতে গিয়া বর্ত্তাইতেছে। ইহার প্রতিকার তোমাদের বাহির করিতে হইবে। ঈশ্বরে প্রেমান্বিত হও, তবেই তাহা সম্ভব হইবে।

যতটা পার, সত্যের পথে থাকিতে চেষ্টা করিও। পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিদারুণ প্রতিকূল থাকার দরুণ যদি স্খলন কোথাও ঘটে, তবে অনুতাপে অনুতাপে নিজেকে জর্জ্জরিত করিয়া শক্তিক্ষয় করা যেমন গুরুতর ভুল, তেমন আবার মিথ্যার গড্ডলিকা-প্রবাহে নিজেকে ভাসাইয়া দেওয়াও মারাত্মক দোষ। ভুল করিলে, যতটা দ্রুত সম্ভব, আত্মসংশোধন করিবে, —এক ভুলের পুনরাবৃত্তি জীবনে যেন বহুবার না ঘটে। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের চরিত্রের নীচতাগুলির আলোচনা হইতে যতটা সম্ভব দূরে থাকিবে, কেননা এইসব আলোচনার দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তির অনুচিত কার্য্যের প্রতি অতি গোপনে চিত্তে আকর্ষণ ও মনে প্রবণতার সৃষ্টি হয়। নিকৃষ্ট লোকেরও মহত্ত্বটুকুর অনুসরণ করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরি-ওঁ

পুপুন্কী

১০ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমাদের প্রতিনিধি-সম্মেলনের আমি

সাফল্য কামনা করিতেছি। তোমরা মনে রাখিও, সঙ্ঘ, সম্মেলন, মণ্ডলী আদির একমাত্র উদ্দেশ্যই হইল সকলের মনকে একমুখ করা। তোমাদের কোনও আলোচনায় যাহাতে সমবেত প্রতিনিধিদের মন বহুমুখ না হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য দিও। অন্তরের প্রেম নিয়া কাজ করিলে, তাহা তোমরা পারিবে। প্রেম যাহাদের অন্তরে নাই, তাহারা যেন এই সময়ে কাতর প্রাণে ভগবানের নিকটে প্রেমভিক্ষা করে। অন্য অনেক জিনিষই তোমরা ভগবানের কাছে কত সময়ে চাহিয়া থাক, প্রেমরূপ অমূল্য বস্তুটীই কেহ চাহ না। এখন যেন ইহারই জন্য তোমাদের প্রাণের প্রার্থনা উত্থিত হইয়া ভগবানের আসন টলাইয়া দেয়।

উদ্দেশ্যের একতানতা অনেক সময়ে বাক্যের বন্যায় ভাসিয়া চলিয়া যায়, ইহা তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি? ঠিক প্রয়োজনীয় কথাটুকুর বাহিরে পদক্ষেপ করিতে গেলেই তর্কের তোড়ে অনেক সময়ে মনের জোর কমিয়া যায়। তর্ক তর্ককে সৃষ্টি করে, একাগ্রতা নষ্ট করে, অবাস্তব বিষয়ে মনোনিবেশ ঘটাইয়া লক্ষ্যলাভের বিঘ্ন উৎপাদন করে। এমন একটী শব্দও উচ্চারণ করিও না, যাহা ভুলাইয়া দেয় যে, তোমরা কোন্ উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছ। বহু মন্ত্র যেমন সিদ্ধির অন্তরায়, বহু লক্ষ্য তেমন কার্য্যোদ্ধারের বিপুল বাধা। কাব্য আর কল্পনায় নহে,

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী এবং যথার্থ কর্ম্মৈষণা দ্বারাই তোমরা উদ্দেশ্য-সাধনে সফলকাম হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরি-ওঁ

পুপুন্কী

১২ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পত্রে উত্তর চাহ না, প্রাণে প্রাণে যোগাযোগ চাহ। তাহাই হইবে। প্রাণ ভরিয়া নাম কর, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় টলিও না, সকলকে সকল রকমে সুখী করিয়া তাহারই ফাঁকে ফাঁকে আমার প্রদত্ত পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া আমার সহিত প্রাণের যোগ চিরস্থির করিয়া লও। যে যাহা চাহে, আমি তাহাকে তাহাই দেই। যে যে-ভাবে পাইতে চাহে, আমি তাহার কাছে সেই ভাবেই আসি। আমাকে সংশয়-সন্দেহ লইয়া যে দেখে, তাহাকে সেই সংশয়ের মধ্য দিয়াই আমি স্বীকার করি। যে নীরব আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া চাহে, তাহাকে আমি তারই মতন হইয়া দেখা দেই, ধরা দেই, আপন হই, নিরবচ্ছিন্ন হইয়া অভেদ আপন সত্তায় তাহার সহিত মিলিয়া থাকি।

আমি সকলেরই মনের মতন হইয়া তাহার আপন হই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

১২ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। প্রণবমন্ত্রের উচ্চারণ সম্পর্কে জনৈক অপরীক্ষিত-চরিত্র ব্রাহ্মণের সহিত আলোচনা করিতে যাওয়া তোমার ভুল হইয়াছে। ইঁহারা নিজেরা প্রায় কেহই প্রণবমন্ত্রের সাধনা করেন না, কিন্তু অন্যকে করিতে দেখিলে নানা কূট কথার বিস্তার দ্বারা তাহার নিষ্ঠা ও বিশ্বাস নষ্ট করিবার জন্য হাজার কুতর্ক তোলেন। ইঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না ইঁহারা নিজেরাও প্রণব-সাধনা করিবেন না, বলিবেন, উহা উচ্চাধিকারীরই জন্য, কিন্তু অন্যে করিতেছে দেখিলে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য শাস্ত্রজলধি মন্থন করিয়া কেবল নক্র-কুম্ভীরই তুলিবেন। ইঁহাদের যুক্তিকে মূল্য দিয়া মনের অশান্তি ও প্রাণের অশুভ সৃজন করিও না।

তোমাকে দীক্ষাদানকালে যে উচ্চারণ শুনাইয়াছিলাম, তাহা

ঠিকই তোমার মনে আছে। তাহা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ বলিয়া যে মনে কর, তাহা তোমার ভ্রম। এই জিনিষ একবার শুনিলে কেহই সহজে ভুলিতে পারে না বা ভোলা সাধারণ একটা কথা নয়। যাহা তোমার স্মরণে আছে, তাহার অনুরূপ ভাবেই তুমি নাম জপিয়া যাও, সাধন করিয়া যাও। ইহাতেই আমি তোমাকে সাধনে সাফল্য প্রদান করিব। তোমার জীবনে আমার আশীর্ব্বাদের চেয়ে বেশী মূল্যবান্ জিনিষ আর কিছুই নাই। তুমি মন হইতে দ্বিধা দূর কর, সকল সংশয় পরিহার কর।

তথাপি আমার সহিত যদি আবার দেখা হয়, মনে করিয়া উচ্চারণটা আমার কণ্ঠে আবার শুনিয়া নিও। সম্প্রতি আমি নানা কারণে কিছুকাল ভ্রমণ করিতে পারিব না বলিয়াই মনে হইতেছে। এই জন্যই তোমাদের সহিত আমার সাক্ষাৎকারের একটু দেরী হইতে পারে। কিন্তু আমার সাক্ষাৎকার পাইবার একটা চমৎকার উপায় এবং স্থান আছে। সেই উপায়টী হইতেছে সমবেত উপাসনা আর সেই স্থানটী হইতেছে সমবেত উপাসনার আসর। সকলে যখন সমবেত উপাসনাকালে ব্রহ্মগায়ত্রী-গান ও হরি-ওঁ-কীর্ত্তন করিতে থাকিবে, তখন তাহাদের সকলের কণ্ঠের মাঝখানে তোমরা সুনিশ্চিত আমার কণ্ঠে উচ্চারিত ওঙ্কার শুনিতে পাইবে। আমার জীবৎকালেই এই ঘটনা হাজার হাজার স্থানে ঘটিয়াছে এবং আমার দেহাবসানের পরেও অনন্তকাল ইহা হইতে থাকিবে। তোমরা

ওঙ্কারের শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য অন্য কাহারও কাছে যাইও না, যাইবার প্রয়োজন নাই।

নারী যেমন স্বামীর জন্য উন্মাদ হয়, তুমি তেমন আমার জন্য উন্মাদ হইয়াছ. ইহার চাইতে সুখের কথা আর কি হইতে পারে? আমি অনন্তকোটি কল্পকাল নানা রূপে নানা দেহে আবির্ভূত হইয়া আমারই জন্য উন্মাদ হইয়াছিলাম। কখনো রাম হইয়া, কখনো কৃষ্ণ হইয়া, কখনো বুদ্ধ হইয়া, কখনো শঙ্কর হইয়া, কখনো গৌরাঙ্গ হইয়া আমি আমাকে ভজনা করিবার জন্য পাগল হইয়া ছুটিয়া গিয়াছিলাম। ছুটিতে ছুটিতে আমি আমাকে পাইয়াও ছিলাম। কিন্তু ছুটার ভিতরে যে পরম সুখ আছে, তাহাকে পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করিবারই জন্য আমি আমাকে সম্পূর্ণ রূপে পাইয়াও আবার বিরহ-দুঃখে জ্বলিয়া মরিবার জন্য কাতর ও কাঙ্গাল হইয়াছি। সুতরাং তুমি পাগল-প্রায় হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তোমার এই উন্মাদনা চিরস্থায়ী হউক, ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১২ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমাদের সহরটিকে তোমরা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানে পরিণত করিবে। ইহা না করিয়া তোমরা ছাড়িবে না। যাহা কিছু সম্মানের, শ্রদ্ধার, গৌরবের আছে, তাহার সব কিছুই তোমরা তোমাদের ক্ষুদ্র সহরটীকে আমদানী করিবে এবং তাহাদের পরিপূর্ণ অনুশীলন করিবে। যাহাতে প্রত্যেকটী মানুষের মনে নিয়ত উচ্চে উঠিবার উদ্দীপনা জাগিতে থাকে এবং এই উদ্দীপনা কিছুতেই স্তিমিত হইবার অবসর না পায়, তাহা তোমাদের করিতে হইবে। সহরের যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে আজই কাজ আরম্ভ কর। আমি আমার সমগ্র জীবন জুড়িয়া যুবকদের মধ্যেই কাজ করিয়ছি। কিন্তু এখন সেই সকল যুবকেরা প্রবীণ হইয়াছে এবং ভুলিয়া গিয়াছে যে, আমার আরব্ধ কাজ তাহাদের চালাইয়া যাইতে হইবে। ইহারই নাম ঋষিঋণ পরিশোধ করা। তোমরা প্রবীণ সাজিও না। যুবকের উদ্যম লইয়া তোমরা কাজে ঝাঁপাইয়া পড়।

কিশোর এবং যুবকদের মধ্যে আদর্শবাদ প্রচারের কালে অনেক লোকই মনে করিয়া থাকেন যে তাঁহাদের ভিতরে কতকগুলি নূতন নূতন অন্ধ বিশ্বাস প্রবেশ করাইয়া দেওয়াই খুব একটা বড় কাজ। বড় কাজ ত' ইহা নহেই, এমন কি ইহা কাজও নহে, ইহা অকাজ। তাহাদের খোলা চোখে পৃথিবীর পানে তাকাইবার সাহস প্রদান করাই আসল কাজ। আমি যদি

অন্ধ কুসংস্কার ঢুকাইয়া দেওয়ার কাজকে কখনও কাজ বলিয়া মনে করিতাম, তাহা হইলে আমি জীবনভরিয়া যে কয়েক লক্ষ বালক ও যুবকের সহিত নিজের ভাবের আদান প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতে ইহাদেরই চেষ্টায় আমি কোটি ভোটে একজন ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা পাইবার ব্যবস্থা কায়েম পাকা করিয়া লইতে পারিতাম। ইহাদের আমি কেবল স্বাধীন যুক্তির পথই দেখাইয়াছি। ইহাদের শত শত কেন, হাজার হাজার বলিলে ভুল হইবে না, লক্ষ লক্ষ বলিলেও অত্যুক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহাদের লক্ষ লক্ষ জনকে আমি আমার পরিচয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর কেবল শুনাইয়াছি আত্মশক্তির ভৈরবী বাণী। সেই অশরীরী বাণী অনেক ঘুমন্তকে জাগাইয়াছে, তাহার প্রমাণ জালালাবাদ পাহাড়ের পাথরের স্তূপে স্তূপে রক্তের অক্ষরে একদা লিখিত হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ আজিও বাংলার দুই চারিজন অসাধারণ মনীষীর জীবনে রহিয়া গিয়াছে। তাহার প্রমাণ ভারতের এক অতি শ্রেষ্ঠ আত্মত্যাগী মরণজয়ী পুরুষের জীবনের মধ্যে রহিয়াছে। আমি তেমন গান গাহিতে চাহিয়াছিলাম, যে গান শুনিয়া সুপ্তিমগ্ন জাগিয়া উঠিবে, কর্ম্মৈষণার প্রচণ্ড তাড়নে ভাঙ্গিবে গড়িবে কিন্তু কে যে কোন্ গোপন পুরে বসিয়া রাগিণী আলাপ করিয়া গেল, তাহা অনুমানেও না আনিতে পারে, তাই আজ আমি তাহাদের

পুণ্য নাম সমূহ উচ্চরণ করিয়া তোমাদের শুনাইতে চাহি না। কিন্তু ইহা চাহি যে, আমি যাহা করিয়াছিলাম, আমি যাহা করিতে যাইয়া সকল কাজকে তুচ্ছ করিয়াছিলাম, আমি যাহা করিবার জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলাম, তোমরা সেই কাজটীতে হাত দাও। তোমরা আমার বাহু হও, এই কথাটী বহুবার বলিয়াছি, আবার তাহা উচ্চারণ করিতেছি।

তোমরা যদি কাহারও ভিতরে কোনও নবভাবের উন্মেষ করিতে চাহ, তাহা হইলে তোমাদের নিজেদের জীবনকেও তেমন করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। অপরের হিতসাধন যে কেবল অপরেরই হিতসাধন নহে, পরন্তু নিজেরও হিতসাধন, নিজেকেও গড়িয়া তোলা, নিজেকেও আদর্শের ডাকে উদ্দাম গতিতে পরিচালিত করা, নিজের শত সহস্র ক্রটী ও অসম্পূর্ণতা বিদূরিত করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব ও সত্যসুন্দর হওয়া, ইহা তোমরা কেহ ভুলিয়া যাইও না।

আমি ছোটদের লইয়াই আমার কাজ সুরু করিয়াছি। বয়সে ছোট, জাতিতে ছোট, শিক্ষায় সংস্কৃতিতে ছোট, আর্থিক সঙ্গতিতে ছোট,— ইহারাই চিরকাল আমার কর্ম্মের ক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে। তথাকথিত বড়দের মধ্যে অনেকেই সত্য সত্য বড় অবশ্যই থাকিতে পারেন, কিন্তু বড়দের মধ্যে আমি মাথা গলাইতে যাই নাই, তাহার প্রয়োজন অনুভব করি নাই, তাহা করিবার অবসর পাই নাই। আমি যাহাদের নিয়া কাজ

সুরু করিয়াছিলাম, তাহাদের সম্পর্কে কাজ আমার সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এমন কথা বলিবার দিন আসে নাই। বরং ইহাই বলিব যে, যতটুকু কাজ করা হইয়াছে, তাহার লক্ষ গুণ কাজ অবহেলায় পড়িয়া রহিয়াছে। তোমরা আসিয়া হাত লাগাও সেই অসম্পূর্ণ বিরাট বিশাল কাজে।

কাজকে তোমরা আড়ম্বরের সহিত অভেদ বলিয়া মনে করিও না। অধিকাংশ সময়ে আড়ম্বরকেই কাজ বলিয়া ভ্রম করা হয়। তাহার চাইতেও মারাত্মক ভ্রম মানুষের এই যে, কথা বলাকেই তাহারা কাজ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। আড়ম্বরকে আমরা চলিত কথায় বলিয়া থাকি হুজুগ সৃষ্টি করা। কথা বা হুজুগ, দুইটা জিনিষেরই নিশ্চিত এক একটা সম্মানযোগ্য স্থান আছে, যাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। কিন্তু আসল কাজের দিকেই আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিতেছি।

মানবাত্মার মুক্তিই তোমাদের কাম্য। কোন্ অবতারের পূজা প্রবর্ত্তিত হইল বা না হইল, তাহার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। তোমরা মানবের আত্মার মুক্তির দিকে তাকাইয়াই তাহাকে যাবতীয় উপদেশ ও প্রেরণা দিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

১৩ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি নূতন লোক, তবু তোমাকেই হয়ত পাহাড়ের কাজের ভার দিয়া আগামী শীতে পাঠাইতে পারি। তুমি কি সেই কাজ সম্পর্কে নিজ দায়িত্ব স্মরণ করিয়াছ?

কতকগুলি বিষয়ে তুমি খুবই কাঁচা বা নূতন আছ। তুমি কি তোমার যোগ্যতা পূর্ণ করিয়া লইবার জন্য অন্যত্র গিয়া থাকিতে পারিবে? অনেকেরই ত' ঘরের মায়া বিষম মায়া।

তোমার পত্রে অশেষ ভক্তিভাব রহিয়াছে। আমি তোমর পত্র পাঠ করিয়া খুশীই হইয়াছি। কিন্তু একটা কথা কি জানো? চিঠিপত্রে অনেকেই ভক্তিভাব দেখাইয়া থাকে, কাজের বেলায় কিন্তু তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। যে যাহাকে ভক্তি করে, সে তাহার সহিত প্রতারণা করে না। যে যাহার প্রতি ভক্তিশীল, সে তাহার সহিত কপটতা করে না। আমি চাহি এমন কর্ম্মী, যে পাহাড়ে গিয়া সদ্ভাবে কাজ করিয়া আসিবে, যে একটী পাহাড়ী মেয়ের সঙ্গেও কোনও চপলতা করিবে না, যে ভ্রমণের যাবতীয় টাকাকড়ির হিসাবপত্র নিয়মিত ভাবে এবং

সন্দেহাতীত সততার সহিত রক্ষা করিবে, যাহার হাতে একটী পয়সারও অপব্যয় হইবে না, যে অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে গিয়া নিজেকে জাহির করিবার জন্য বা কৌশলে নিজে গুরুদেব সাজিবার জন্য কোনও চেষ্টা করিবে না, যে সহকর্ম্মীদের সহিত আন্তরিক সৌহার্দ্য ও প্রীতি রক্ষা করিবার প্রয়োজনে অনায়াসে নিজের মান, যশ, স্বার্থ আদি ত্যাগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। তাহা তোমার পক্ষে সম্ভব হইবে কি? যদি হয়, তবে পত্র দিও, আমি তোমাকে যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষা দিয়া তৈরী করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিব। নিজেকে না গড়িয়া লইয়া প্রচার-কার্য্যে হাত দিতে গেলে পচা শামুকে পা কাটিয়া বিভ্রাট ঘটে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরি-ওঁ　　　　　　　　　　পুপুন্‌কী

১৩ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার নামে বিশ্বাস আছে, ভগবানে নির্ভর আছে, পরিগৃহীত সাধনে অটুট অনুরাগ আছে। তাই তুমি তোমার জীবনের এমন সকল ঘটনা বর্ণনা করিতে পারিলে। ইহার যে

এক বিন্দুও মিথ্যা নয়, তাহা আমি জানি। তোমার বৈধব্যের ঠিক পরদিনটাতেই তোমাকে দীক্ষা দিয়া আপন করিয়া লইয়াছিলাম। দীক্ষার যে কি শক্তি, তাহা তুমি সেই দিনই জীবনে সুস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিতে পারিয়াছিলে। আমি যাহা চিরজীবন সাধন করিয়াছি, তাহাই তোমাকে দীক্ষামূলে প্রদান করিয়াছিলাম। কি সাধ্য আছে যে, এই দীক্ষা তোমার জীবনে অসাধারণ কিছু করিবে না? সেদিন তোমার বান্ধব কেহ ছিল না, সেদিন তোমার পরিজনেরাও তোমাকে ভয়ের বস্তু বলিয়া মনে করিয়াছিল, সেদিন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কাছে থাকিলে তোমার দীক্ষায় বাধা সৃষ্টি করিতেন কিন্তু তোমার পথ তোমাকে আমার কাছে টানিয়া আনিল, আমি দ্বিধাহীন মনে তোমাকে আপন করিয়া লইলাম। তুমি যে সেইদিনের কথা স্মরণ করিয়া এত পুলকিত ও কৃতজ্ঞ হইতেছ, তাহাতে আমার অগাধ আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে।

তারপরে আজ দুইটী যুগ চলিয়া গিয়াছে। প্রাণের আনন্দে তুমি তোমার সাধন করিয়া যাইতেছ। তোমার জীবনে ভগবানের কৃপা যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে কে না পুলকিত হইবে? বিরাট পড়ো বাড়িতে একটী বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী লইয়া বংশের ধারাটুকুকে পাহারা দিয়া যাইতেছ, কাহারও একটী সন্তান নাই, দু' বিঘার বেশী জমি নাই, তবু তোমরা তোমাদের গুরুদেবের জন্মোৎসবের দিনে কাহারও কাছে কিছুমাত্র না

চাহিয়া না যাচিয়া একটী অঘটন ঘটাইলে, ইহাতে এক দিকে ভগবানের মহিমা প্রকাশিত হইতেছে, অন্যদিকে ভক্তেরও মহিমা প্রচারিত হইতেছে। তবে তোমার যেই সকল গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনী তোমাকে কাজে নামাইয়া দিয়া শেষে বলিলেন, আজ উৎসব হইবে না, তাহারা বড়ই অপ্রতিভ হইল, এই টুকুই মাত্র আফশোষের বিষয়। ভবিষ্যতে তাহাদের ভরসায় কোনও কাজে নামিও না মা।

অমাবস্যার রাত্রে ভীষণ ঝড়ের মাঝে তোমার হাতের বাতি নিবিয়া গেল, তুমি আর্ত্ত চীৎকার করিয়া মানুষের সাহায্য চাহিলে না, চাহিলে পরমপ্রেমময় প্রাণপ্রভুর দয়া আর বিনা দেশলাইতে আপনা আপনি বাতি আবার জ্বলিয়া উঠিল, ইহা ইন্দ্রজাল বা তোমার চোখের ভুল নহে। ইহাই হয়। তবে এই সকল কথা লোকের কাছে প্রচার করিও না। তুমি ইহা সত্য বলিয়াই জানো, কিন্তু অন্যকে বলিবার দরকার নাই। এই সকল ঘটনা আমার কোনও মহিমাতে হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই। অলৌকিক ব্যাপার প্রচারের মধ্যে একটা গুরুতর ত্রুটি এই রহিয়াছে যে, যে যাহা দেখিয়াছে, সত্য সত্য তাহারই প্রচার আরম্ভ করিয়া দিলেও অজ্ঞাতসারে অনেক উপরন্তু কথা আসিয়া সংযোজিত হইয়া যায়, কোটি মুদ্রা মূল্যের হীরার টুক্‌রাটি ভেজাল মিশিয়া আকারে অনেক বড় হয় কিন্তু তাহার দাম কমিয়া হয় কাণাকড়ি।

কেবল সাধন করিয়া যাও মা, জীবনে আরও শত শত অনুভূতি আসিবে। স্বপ্ন নহে, কল্পনা নহে, সত্য অনুভূতি অন্তরে জাগিবে, সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে সত্য বলিয়া পাইবে, চিরন্তন সত্য তোমার বোধগম্য ভাবে তোমার কাছে ধরা দিবে। কেবল সাধন করিয়া যাও। বিরাট বংশের পরিত্যক্ত ঐ বিশাল শূন্য দেউলে একাকিনী বসিয়া যাহার প্রহরা দিতেছ মা, সে কিন্তু তোমার পরমপ্রেমময়ের অফুরন্ত প্রেম। সেই প্রেম তোমার ইহপরজীবনকে পরিষিক্ত করিয়া দিয়া তোমাকে সার্থক করিতে আসিতেছে। বিভূতি অনেক ক্ষেত্রে তাহারই অগ্রসূচনা মাত্র। বিভূতির মোহে মজিও না।

শূন্য ঘরের ঘরণী হইলেও তুমি মা ঘরের বউ। তোমার বয়স বিয়াল্লিশ পার হইলেও তুমি এখনো ঐ বংশের বধূ মাত্র। তুমি নানাস্থানবর্ত্তী তোমার গুরুভাইদের সহিত অত্যন্ত সংস্রব করিও না। তাহাদের সহিত নিজের স্বাভাবিক দূরত্ব বজায় রাখিয়াই চলিও। নিজেকে যে সুরক্ষিত রাখে, সে অন্যকে রক্ষার যোগ্যতা অর্জ্জন করে।

তুমি আধুনিক অসভ্যতা ও হট্টগোলের অনুসরণ করিও না। পুনরপি আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরি-ওঁ বারাণসী

১৩ই আশ্বিন, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রতিবেশীদের মনে যদি সব বিরুদ্ধ সংস্কার থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে নিজের মনের ভাব একাগ্র রাখিয়া চলা কঠিন হয়, ইহা অতি সত্য কথা। বিশেষ করিয়া আবার যদি নিজ পরিবারের লোকদেরই সংস্কার হয় বিপরীত, তাহা হইলে সাধন করিবার পথে পদে পদে আসে বাধা। তাই তাহা আরও মারাত্মক। কিন্তু আমার সন্তানেরা হতাশ হইবে না কোনও কিছুতেই। তাহাদের এমন অতুল ধৈর্য্য ও পরিণামে স্বপথের জয়ে এমন অসাধারণ বিশ্বাস থাকা দরকার, যেন ইহারই বলে তাহারা সকল বিঘ্ন পদতলে চাপিয়া আগাইয়া যাইতে পারে। তোমরা অপরের সংস্কারে আঘাত না হানিয়া নিজেদের পথে নির্ভীক মনে অবিচলিত চরণে চলিতে থাক।

তোমরা প্রতিজনে সাধনে এমন ভাবে অনুরাগী হও, যেন তোমাদের নিষ্ঠা অপর শত শত জনের মনকে আপনা আপনি সাধনপথে টানিয়া আনে। সকলকেই তোমারই পথে আনিতে হইবে, এমন উচ্চাশা বা দুরাকাঙ্ক্ষার কোনও প্রয়োজন নাই।

যে যেই পথে আছে, সে সেই পথে থাকিয়াই তোমার নিষ্ঠা ও সাধুনানুরাগ দেখিয়া নিজের পথে আগাইয়া যাইবার জন্য যেন আগ্রহবান্ হয়। সকলকে নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার জন্য কোনও চেষ্টা না করিয়া বা কোনও আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়াও সকলকে সাধনানুরাগী করিতে হইবে, ইহাই হওয়া চাই তোমার জীবনের অসাধারণ বিশেষত্ব।

নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়া শত শত নরনারীর জীবনের মোড় ফিরাইয়া দিবার নামই আদর্শ-প্রচার। আমাকে জনসমক্ষে বড় করিয়া ধরিবার তোমাদের কোনও প্রয়োজন নাই, আদর্শই জগৎসমক্ষে বড় হইয়া উঠুক। আমাকে যদি পৃথিবীর লোকে ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে কাহারও কোনও ক্ষতি হইবে না কিন্তু আদর্শ যদি ভুলিয়া যায়, তবেই যাহা ক্ষতি হইবার হইবে। যোগ-বিভূতি জগতে লক্ষ লক্ষ সাধকের জীবনে দেখা গিয়াছে কিন্তু তাহার বর্ণনা দ্বারাই মানুষের মনকে পাপমুক্ত, ক্লেদমুক্ত, পাশমুক্ত করা যায় না। আমার জীবনেও যদি যোগবিভূতি কেহ কিছু দেখিয়া থাক, তবে তাহাকে চাপিয়া যাও। আমি যেই মহান্ আদর্শের প্রতিনিধি, তাহার প্রচারেই তোমরা কর আত্মনিয়োগ।

সকল মত ও সকল পথের সাধকদের প্রতি থাকিও শ্রদ্ধিত ও সসম্মান। কাহারও মত-পথকে আক্রমণ করিয়া

তোমার অগ্রগতির পথ নহে। তোমার পথ বিশ্বজনের সহিত অবিচ্ছেদ প্রেমের পথ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরি-ওঁ
বারাণসী

১০ই কার্ত্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি ত' চাহি যে, তোমাদের মধ্য হইতে অসাধারণ কর্ম্মী সমূহের আবির্ভাব ঘটুক। যাঁহারা কর্ম্মী বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই কাজ না করিয়া কর্ম্মী হন নাই। তোমরাও প্রত্যেকে কাজ হাতে নাও। কাজ না করিয়া কেবল দিস্তায় দিস্তায় কাগজ লিখিলেই কর্ম্মী হইতে পারিবে না। তোমরা আকারণে পত্র লেখা ছাড়িয়া দাও। আমার পক্ষে জীবন ভরিয়াই পত্র লেখা সুসম্ভব ব্যাপার নহে। আমি তোমাদের একজনকে একখানা পত্র লিখিলে তাহার দ্বারা দশজনে লাভবান্ হইবার চেষ্টা করিবে, ইহাই সঙ্গত ব্যবস্থা। তোমাদের কাহাকেও একদিন একখানা পত্র লিখিলে তাহার সহায়তায় হাজার বছর ধরিয়া কাজ চালাইবে, ইহাই আমি চাহি। তোমরা পত্র-লিখনকে একটা বিলাসিতার পর্য্যায়ে নিয়া ফেলিও না।

অন্তরে প্রেমানুশীলন থাকিলে কথার প্রয়োজন কমিয়া যায়। কথা অনাবশ্যক নহে কিন্তু কেবল কথারই ব্যাপার চালাইতে থাকিলে সেই কথার কোনও দামই থাকে না। প্রেম আসিলে অল্প কথায় কাজ হয়। কেবল বিনাইয়া বিনাইয়া সাহিত্য-রচনা পত্র-লিখনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। সাহিত্য-রচনার জন্য যেই সকল পত্র লিখিত হয়, তাহার মধ্যে কাজ করিবার প্রেরণা কমই থাকে। তোমরা সুদীর্ঘ পত্র দিয়া আমাকে অনেক সময়ে যে বিরক্ত করিয়া থাক, তাহার প্রধান কারণ এই যে, তোমরা মনে কর যে, অল্প কথা কহিলে আমি তোমাদের বক্তব্য বুঝিতে পারিব না। আধুনিক উপন্যাসের মনস্তত্ত্বের মতন পত্রকেও চিবাইয়া চিবাইয়া অসামান্য এক সাহিত্য-কীর্ত্তি করিবার চেষ্টার মধ্যে একটা অসাধারণ রকমের আত্মপ্রতারণা রহিয়াছে। তোমার পত্রের ভাষা খুব অসাধারণ হইলে বা তাহার শব্দ-বিন্যাস অতিশয় অভাবনীয় হইলেই তাহা যে কাজের বেলায় অসাধারণ বা অপূর্ব্ব বলিয়া গণিত হইবে, ইহার কি কোনও স্থিরতা আছে? সেনাধ্যক্ষকে কেহ আলঙ্কারিক ভাষায় মার্চ করিবার অর্ডার দিতে শোনে নাই, সহজবোধ্য অদেশ না হইলে সৈনিকের দল তাহা পালন করিয়া উঠিতে পারে না। তোমরা বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া চলিতে শিক্ষা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরি-ওঁ বারাণসী

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বদলী হইয়া আসিয়াছ, ইহা আমি ভগবানেরই আশীর্ব্বাদ মনে করি। পূর্ব্বতন স্থানে এক ভাবে আদর্শ-প্রচার করিয়া আসিতেছিলে, এখন নূতনতর পরিবেশে নূতন ভাবে তোমাকে আদর্শ-প্রচার করিতে হইবে। তাহার জন্য তোমার চাই আদর্শ জীবন। আশীর্ব্বাদ করি, তাহা তোমার লাভ হউক।

নূতন পরিবেশে যে পড়িয়াছ, তাহা ত' স্থানে প্রবেশমাত্রই উপলব্ধিতে আসিয়া গিয়াছে। তোমার মত বা পথ যে হেয়, অপরের মত বা পথ যে শ্রেয়ঃ, তাহা শুনিয়াই তোমার যাত্রা সুরু হইল। এই অবস্থাতে তোমার প্রয়োজন হইবে অসাধারণ সংযমের। অন্যেরা নিজ মতকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য তোমার মতকে নিকৃষ্ট বলিতে যখন বাধ্য হইতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদের নিজেদের মতের নিরপেক্ষ মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলিবার মতন কিছু নাই। যাহা ভাল, অন্য সব মন্দ না হইলেও, তাহা ভাল হইতে পারে। তুমি অন্যান্য

মতবাদীদের নিজ নিজ ইষ্টনাম-ব্যাখ্যার মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিও না। অপরের ইষ্টনামের কি অর্থ, কি ব্যাখ্যা, কি বিশদ ইঙ্গিত, তাহা নিয়া নিজেকে মত্ত করিও না। তোমার ইষ্ট-নাম সম্পর্কে তুমি যাহা জান, তাহা নিয়াই তুমি সন্তুষ্ট থাকিতে পার। অপরের নিকটে ওঙ্কারের অর্থ, ব্যাখ্যা, মহিমা কীর্ত্তনেরও তোমার প্রয়োজন নাই। নিজের সাধন লইয়া নিজে থাক। অন্য মত-পথ-মন্ত্র-তন্ত্রকে নিন্দা না করিয়া যে নিজের পথে নিজের মতে নিজের সাধনে অবিচলিত বিক্রমে চলা যায়, তোমরা তাহারই দৃষ্টান্ত-স্থানীয় হও।

তুমি লিখিয়াছ যে, কোনও এক সঙ্ঘের সাধকেরা ওঙ্কার মানেন না। নাই বা মানলেন। তাঁহাদের মানিবার প্রয়োজন নাই, তাই মানেন না, তোমার প্রয়োজন আছে, তাই তুমি মানিতেছ। তাহাতেই ত' হইবে। ওঙ্কার যাঁহারা মানেন না বা স্ত্রীলোক ও শূদ্রকে ওঙ্কারের সাধন হইতে যাঁহারা বঞ্চিত রাখাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, এমন ব্যক্তিদেরও কিন্তু ওঙ্কারসংযুক্ত নামধারণ করিয়া লোকসমাজে আত্ম পরিচয় দিতে দেখা যাইতেছে। ওঙ্কারমন্ত্রে দীক্ষা পাইবে আশা করিয়া কেহ কেহ ইঁহাদের নিকটে গিয়া হঠাৎ অন্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উদ্বেগ ও মনস্তাপ নিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, এমন প্রত্যক্ষ ঘটনাও আমি নিজে জানি। তুমি লিখিয়াছ, কেহ কেহ ওঙ্কারের চেয়েও বড় এক মন্ত্রের কথা বলিতেছেন। বেশ ত', যিনি

যেই মন্ত্রে সাধন করেন, তিনি সেই মন্ত্রকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করুন, ইহা ত' ভালই। যতক্ষণ তিনি তাঁহার নিজ সাধনার ক্ষেত্রেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার এই বক্তব্যে কিছুই কহিবার নাই। কিন্তু তোমাকে তোমার পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য যদি বাগ্‌জাল-বিস্তার হইয়া থাকে, তবে তাঁহার সহিত এই বিষয়ে আলোচনা বর্জ্জনই উৎকৃষ্ট পন্থা। তাঁহাকে তাঁহার নিজ মত হইতে স্খলিত করিবার জন্য তোমার কিছুই করিবার নাই। কারণ, নিজের মত ও নিজের পথ অনুসারে জগতের প্রতি জনকে চলিতে দিবার স্বাধীনতা তুমি দিবে। অন্ধ গোঁড়ামীর তুমি উপাসক নহ।

নিজ নিজ গুরুদেবকে বা গুরুদেবস্থানীয়কে অবতার বলিয়া প্রচার করিবার একটা অসাধারণ ঝোঁক ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বাংলাদেশেই এই হাওয়াটা একটু প্রবলতর মনে হয়। কেহ অবতার হইতে চাহিলে তাঁহাকে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদ বলিয়া প্রমাণ করিতে হয়। নতুবা অবতারবাদে বিশ্বাসীরা হয়ত বা কল্‌কে দিবেন না। ইহা অবতার-পূজকদের এক বিষম দুর্ব্বলতা। শ্রীকৃষ্ণ মানবতার যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, হয়ত ভারত ইহার চাইতেও বলিষ্ঠতর আদর্শের উপাসনা করিতে চাহে। শ্রীরামচন্দ্র যে লীলা করিয়া গিয়াছেন, তাহার চাইতেও হয়ত স্বচ্ছতর লীলার উপাসনা ভারতবাসী করিতে চাহে। এই

সম্ভাবনার কথাটা যাঁহারা বেমালুম ভুলিয়া যান, তাঁহারা অবতার বলিয়া কাহাকেও প্রচার করিবার কালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বা শ্রীরামের সহিত তাঁহাকে অভেদ করিবার চেষ্টা করেন। পরমপুরুষ আদি কথাগুলি এই ভাবেই আধুনিক মহাপুরুষদের সম্পর্কে তাঁহাদের ভক্তদের দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে। ভক্তেরা নিজ নিজ গুরুদেবকে যেমন খুশী ডাকিতে পারেন, ইহারই জন্য দেখিতেছি যে একজন মহাপুরুষ সম্পর্কে পরমপুরুষ কথাটা প্রযুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক মহাপুরুষের ভক্তেরা তাঁহাদের নিজ নিজ গুরুদেবের সম্পর্কে পরমপুরুষ কথাটীর ব্যবহার সুরু করিয়া দিয়াছেন। অনেককাল আগের কথা, আমি নাটঘর গ্রামে গিয়াছিলাম। নাটঘরের পার্শ্ববর্ত্তী কোনও গ্রামের যুবকেরা আমাকে সাধক পুরুষ বলিয়া মানিতে অস্বীকার করে। আমি এই বিষয়ে তাহাদের সহিত এক কথায় একমত হই। স্বাধিকারে বিখ্যাত সাধক হরিষ-সাধু তখন সদর্পে সগর্ব্বে সোল্লাসে যুবকদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা ইঁহাকে সাধক বলিয়া না মানিতে পার, কিন্তু ইনি পুরুষোত্তম।" উদ্ধত যুবকেরা মাথা নত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। আমি হাসিয়া হরিষ সাধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া ডাক দিলে ত' আমি ছোট হইয়া গেলাম গো, আমাকে প্রকৃতিপুরুষোত্তম বলিয়া ডাকা উচিত। আমি প্রকৃতিরও উত্তম, পুরুষেরও উত্তম।

সাধকেরা নিজ নিজ সাধনের এক একটা অবস্থায় নিজেদের মধ্যে কোটি বিশ্বের স্রষ্টারও স্রষ্টাকে দেখিয়া থাকেন! তখন তিনি পুরুষোত্তম, তখন তিনি প্রকৃতি-উত্তম, তখন তিনি প্রকৃতিপুরুষোত্তমোত্তম। সাধকেরা অনেকেই ইহা নিজ নিজ সাধন-জীবনে অনুভব করিয়া থাকেন। ভক্তেরা যদি কেবল দল-বৃদ্ধির জন্য বা নিজ গুরুকে শ্রেষ্ঠ ও অপরের গুরুকে নিকৃষ্ট দেখাইবার জন্যই এই সকল শব্দ ব্যবহার করেন, তবে তাহা সত্যভ্রষ্ট প্রচারক ও কক্ষচ্যুত গ্রহের যোগ্য হইবে। অন্যেরা নিজ নিজ গুরুদেবকে লইয়া কে কি করিতেছেন, তাহা ভাবিয়া তোমরা সময় নষ্ট করিও না। প্রকৃত গুরু স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর প্রভৃতির অবতার বলিয়া প্রচার করার ভিতরে কোনও সার্থকতা আছে বলিয়া আমি মনে করি না।

উপাসনাকালে তোমার যেই সকল উৎকৃষ্ট ভাবের আবেশ আসে তাহা তোমার অগ্রগতির সূচনা করিতেছে। কিন্তু এই সকল বিষয় অন্যকে বলিও না। বলিতে গেলেই অহং-মহারাজ ফুলিয়া ওঠেন এবং নানা বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটাইয়া বিপাক সৃষ্টি করেন। অহংকে যতই চাপিয়া রাখিতে পারিবে, ততই তোমার সাধনের অনুকূল অবস্থা বাড়িবে। নিজেকে অসহায় শিশুর মতন জানিয়া নিয়ত ভগবানের নাম করিতে থাক। ভগবানের দয়াকে নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ আস্বাদন করিবার জন্য মরিয়া

হইয়া ওঠ। আমার প্রাণভরা প্রেম লও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরি-ওঁ বারাণসী

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। তোমরা যে নিজের নেতৃত্ব ছাড়িয়া দিয়া ছোট ছোট ছেলেদের উপরে বড় কাজের ভার অর্পণ করিয়া পিছনে থাকিয়া তাহাদের কেবল সহায়তাই করিয়া যাইতেছ, ইহাতে কি যে আনন্দিত হইয়াছি, বলিবার নহে। নেতৃত্বের মোহে মানুষ আসল কাজকে উপেক্ষা করিয়া থাকে। তোমরা ছোটদের মধ্যে তোমাদের অধিকার নিজ হাতে বিতরণ করিয়া দিয়া তাহাদের মধ্যে যোগ্যতা বর্দ্ধনের সুযোগ বাড়াইয়া দিয়াছ। তোমাদের এই দৃষ্টান্ত দেশের রাজনৈতিক নেতারা অনুসরণ করিলে দেশ লাভবান্ হইত।

দেখ বাবা, আমি একটা কথা বুঝি। তাহার নাম কাজ। কাজ যদি হয়, তবে যে ইচ্ছা নেতা হউক গিয়া। কাজ হইবে না, কেবল কর্ত্তালি আর মোড়লি চলিবে, কেবল ফাই-ফরমাইস

খাটাইয়া কর্ম্মীদের মনে জ্বালা ধরাইয়া দেওয়া হইবে, মানুষকে মানুষ বলিয়া না মানিয়া দলের বিচারে তাহাকে ছোট বা বড় করা হইবে, যে যত অধিক কূটবুদ্ধি, সে তত অধিক ক্ষমতা সম্ভোগ করিবে, ক্ষমতাকে জনসেবার জন্য ব্যবহার না করিয়া নিজেদের ক্ষুদ্র ও সাময়িক স্বার্থের প্রয়োজনে প্রয়োগ করিবে, ইহা অতিশয় অবাঞ্ছিত অবস্থা। দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান-গুলিতে যে ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে, তাহার কারণ এই যে, দেশের মাথাগুলি এই ব্যাধিতে আক্রান্ত ও অভিভূত। কিন্তু সেই সকল মাথা কাটিয়া ফেলিয়া চিকিৎসা করিবার দুঃসাহস কাহারও নাই, তাই আমাদিগকে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানে কার্য্যকর ভাবে ইহার প্রতিবিধান করিয়া আস্তে আস্তে দেশের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। অন্ততঃ ধর্ম্মসংঘগুলিতে চরিত্রের বিনয় ইহা করিতে দিবে না বলিয়া আমি আশা করি। অনেক সময়ে আমরা দুরাশাও যে করিয়া থাকি, তাহা ঠিক, তবু আমি আশা করি। অবশ্য ইহাও অতিশয় সত্য যে, আমরা ধার্ম্মিক-নামধারী লোকেরাই যে জগতের সেরা ধার্ম্মিক, তাহা নহে। ভগবানকে প্রভু জানিয়া যে অপরের প্রতি ভগবানের সন্তানের প্রাপ্য ব্যবহার করে, সেই ধার্ম্মিক। আমরা সকলে তেমন ধার্ম্মিক হইতে চেষ্টা করি, এস ইহা আমাদের সাধনা হউক।

তোমাদের মণ্ডলীর নবনির্বাচিত ছোট ছোট ছেলেরা কাজ

যে ভাল ভাবে চালাইতেছে, ইহা তোমার পত্রে অবগত হইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। ইহাদের প্রতিজনকে অহমিকার কবল হইতে রক্ষা করিয়া চলিও। চারাগাছে বেড়া দিতে হয়। অহংকারের ধাক্কায় ইহাদের না ডালপালা ভাঙে, তাহার দিকে লক্ষ্য দিও। ইহাদের যেমন সার-গোবর অর্থাৎ উৎসাহ ও প্রশংসাধারাবর্ষণাদি দ্বারা পরিপোষণ করিতে হইবে, তেমন আবার ইহাদের অন্যায় করিবার প্রবৃত্তি দেখিলে তাহা কাঁচি দিয়া কাটিয়াও দিতে হইবে। সেই কাঁচিতে প্রেমের মধু মাখান থাকা চাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরি-ওঁ বারাণসী
১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের পত্রগুলি পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। আশ্রম হইতে প্রেরিত ফুলের বীজগুলি হইতে চারিদিকে ঘরে ঘরে ফুল ফুটিতেছে এবং সেই সকল ফুলে সাধারণ বীজ অপেক্ষা অনেক বেশী বিচিত্রতা দেখা যাইতেছে শুনিয়া আনন্দিত

হইলাম। আশ্রমে চেষ্টা করা হয় যেন নানা রকমের অসাধারণত্ব-মণ্ডিত ফুলের বীজ উৎপাদিত হইতে পারে। আশ্রমকে নিজের পায়ে দাঁড় করাইবার জন্য যখন নানা উপায়ের অনুসন্ধান করিতেছিলাম, তখন হঠাৎ ফুলবীজ উৎপাদনের ব্যাপারটা প্রাধান্য পাইয়া গেল। সেই অবধি ইহারই দ্বারা পুপুন্কী আশ্রমে প্রধান ব্যয়গুলি চলিয়া আসিতেছে। তাই পুপুন্কীতে ইহাই চেষ্টা চলিতেছে যে প্রতি বৎসর কি করিয়া ফুলের বীজের মধ্যে নানা বিশিষ্টতা সঞ্চারিত করা যায়। এক সময়ে আমি ত একবারে বৈজ্ঞানিকের মতন নিষ্ঠা ও নীতি লইয়া এই কাজে হাত দিয়াছিলাম। আমার বহু বৎসরের শ্রম যখন সাফল্যমণ্ডিত হইল, তখন পুষ্পবীজ উৎপাদনই আশ্রমে একটা বড় কাজ হইয়াছে। ভারতের অনেকগুলি বিখ্যাত বীজ-ব্যবসায়ী পুপুন্কী হইতে বীজ নিয়া থাকেন। যেগুলি বেশী পড়িয়া থাকে, তাহাই আমি এক এক বৎসর এক এক অঞ্চলে উপহার-স্বরূপ পাঠাইয়া থাকি। তোমাদের ওখানে যে ফুল বীজ পঠাইয়াছি, তাহার আসল উদ্দেশ্যই ত হইল এই যে, ঘরে ঘরে ফুল ফুটুক আর বিশ্বস্রষ্টার প্রতি মানুষের মন ভক্তিতে আপ্লুত হউক। ফুলের মতন ভক্তি-বর্ধক জিনিষ কমই আছে। আর, যে-কোনও উপলক্ষ্য লইয়াই হউক, ভক্তির অধিকারী হইবার মতন সৌভাগ্য আর কিছুতে নাই। তোমরা তোমাদের প্রাণমন

ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিয়া সার্থক জন্মা হও, ইহাই আশীর্ব্বাদ করি।

তোমরা সর্ব্বদা ভগবানের নামের মধ্যে নিজেদের সমগ্র সত্তাকে ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিও। যাহা করিলে ইহাতে সহায়তা ও উৎসাহ বাড়ে, তাহাই তোমাদের করণীয়। যাহা দ্বারা ভগবানের কাছ হইতে মন দূরে সরিয়া আসে, তাহা হইতে তোমরাও দূরে সরিয়া থাকিও।

তোমরা এমন জীবন যাপন করিতে থাক, যাহা সকলের সন্তাপহারক। তোমরা সকল জীবের বান্ধব হইতে চেষ্টা কর। তোমরা সকলের সুখে সুখী হও, তোমরা সকলের মধ্যে প্রকৃত আনন্দের পরিবেশনে সহায়তা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরি-ওঁ বারাণসী
১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। ওখানে তোমার সমসাধক আর কে কে কোথায় আছে, তাহার খোঁজ লইতে

চেষ্টা করিও। এমন বিচিত্র নহে যে, সব চাইতে অপ্রত্যাশিত স্থানটাতেই তুমি সব চাইতে বেশী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়টীকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিবে।

যে-কোনও সমসাধকের সহিত পরিচিত হইবার পরেই একটী বিষয়ে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য দিবে, তোমার সঙ্গ যেন তাহার এবং তাহার সঙ্গ যেন তোমার জীবনকে সুনীতি, সদাচার, সততা ও সাধনের পথে অধিকতর পরাক্রম প্রদান করে। কেবল আত্মীয়তা করিবার জন্য গুরুভাই খুঁজিয়া বেড়ান কোনও কাজের কথা নহে। অনেক স্থানেই দেখিতেছি যে, গুরুভাই গুরুভগিনী খুঁজিয়া বাহির করিয়া ভাইফোঁটার ভোজ্য-পানীয়ই সংগৃহীত হইতেছে, উভয় পক্ষের মিলনে জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্য, অজ্ঞান নাশের জন্য, অপ্রেম অশান্তি প্রশমিত করিবার জন্য, বিশেষ করিয়া অন্তরের স্বচ্ছতা সাধনের জন্য ও ভগবানের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা হইতেছে না। অনেক স্থানেই গুরুভাই খুঁজিয়া নিয়া কেবল ব্যবসায় আর বাণিজ্যের আলোচনাই হইতেছে। তাহার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য-সুলভ অনেক অপ্রীতিকর ব্যাপারও ঘটিতেছে, যাহা গুরুভাই-গুরুবোনদের মধ্যে কখনো হওয়া উচিত নহে। একজনের সঙ্গে অপরের পরিচয় যদি কেবল টাকা ধার চাহিবার জন্যই হয়, তাহা হইলে তাহার পরিণাম কেন অশুভ না হইবে? তোমরা পরস্পরের শক্তি-বর্ধনে

সহায়তা করিবে, ইহাই তোমাদের মনোভঙ্গী হইয়া উচিত।

কিছুকাল আগে একজন দেশনেতা ক্ষমতার চূড়ান্ত আসনে বসিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের অসাধুতার সাফাই গাহিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত দেশটাই অসাধুতায় ছাইয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে সরকারী অফিসারেরা নিজেদের সাধুতা বজায় রাখেন কি করিয়া? কথাটা এমনই একটা ছেলে-মানুষী উক্তি যে, কোনও দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে ইহা কেহই উপযুক্ত বলিয়া মন্তব্য করিতে পারে না। দেশ যে অসাধুতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, ইহা এক পরম সত্য। দেশের শ্রেষ্ঠ লোকগুলি নিলর্জ্জ দুঃসাহসে বেপরোয়া অসাধুতা নিজেরাই করিয়া যাইতেছেন এবং অন্যকে করিতে দিতেছেন, ইহারই ফলে জনসাধারণের মন আরও বেশী কলুষিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সকল যুক্তি দেখাইয়া তোমরা তোমাদের নিজেদের মধ্যে অসাধুতাকে সমর্থন করিতে পার না। তোমাদের এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যেন তোমাদের সতীর্থ এক জনও প্রাণ গেলেও অসাধু হইতে প্ররোচনা না পায় বা ইচ্ছা করিলেও অসাধু হইতে না পারে।

যদি ঐ অঞ্চলে কোনও সমসাধক খুঁজিয়া না পাও, তাহা হইলে তোমার অন্তরের ভাবকে সর্ব্বদা সজাগ রাখিবার জন্য কিছু সাত্ত্বিক-স্বভাব লোককে তোমার আদর্শের বাণীর সহিত পরিচিত করিয়া লইয়া একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া

লও। তাহাতে তোমার অশেষ কল্যাণ হইবে। ইহাতেই আধ্যাত্মিক পথে অগ্রগমন বাড়িয়া যায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আর্থিক দুর্ভাগ্য তোমাকে এক পার্ব্বত্য স্থান হইতে অন্য পার্ব্বত্য স্থানে নিয়া ফেলিয়াছে। ইহার ভিতরে ভগবানের কোনও মঙ্গলময় অভিপ্রায় নিশ্চয়ই আছে। যে কাজ একটী পার্ব্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ীদের ভিতরে আরম্ভ করিয়াছিলে, তাহাই অন্যত্রও তোমাকে দিয়া ভগবান্ করাইতে চাহেন বলিয়া অনুমান করা চলে না কি? সকল বিঘ্নকে সানন্দে বরণ করিয়া লও। শত বিপত্তির মাঝ দিয়াই তোমাকে তোমার তরণী সাহসের সহিত চালাইতে হইবে।

যে স্থান নিতান্তই অপরিচিত বলিয়া মনে করিতেছ, হয়ত সেখানেও কাছে-ভিতে তোমার কোনও কোনও আপনার-জন লুকাইয়া আছে। আমি বিগত পঞ্চাশটী বৎসর ধরিয়া যে কাজ

অবিরাম অবিশ্রাম করিয়া যাইতেছি, তাহার ফল যে কত সুদূরপ্রসারী, তাহার পরিচয় হয়ত তোমরা হঠাৎ এক পাহাড়ের অনাদৃত কোণে পাইবে। তুমি এই আশা ছাড়িও না যে, তোমার কোনও সমসাধক নিকটেই কোথাও হয়ত অনেক কাল ধরিয়া তোমার মতন একজন সমসাধকের সঙ্গ পাইবার আগ্রহ লইয়া ব্যাকুল প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন।

যেই মুহূর্ত্তে এমন কোনও আপনার-জনের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়া যাইবে, অমনি তোমরা একটী মণ্ডলী গঠন করিয়া ফেলিবে। মণ্ডলী করিলেই সমবেত উপাসনা করিতে হয়, আর সমবেত উপাসনা করিতে কমপক্ষে তিনজন লাগে। আমার জন্য সঙ্কল্পিত একখানা আসন রাখিয়া তাহার পিছনে তোমরা তোমাদের দুইখানা আসন পাতিবে। তাহা হইলেই সমবেত উপাসনা সুরু হইতে পারিবে। ইহার মধ্যে তোমাদের সমসাধক ছাড়া অন্য মতের অন্য পথের যদি কেহ শুদ্ধ সাত্ত্বিক মনে যোগ দিতে চাহেন, তবে তাহাকেও আদর করিয়া আনিয়া বসাইবে। যতক্ষণ কেহ তোমার সমবেত উপাসনার চিরাচরিত রীতিভঙ্গ করিবার জন্য জিদ না করিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই তোমাদের সমবেত উপনায় অবাঞ্ছিত নহেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিবে হরি-ওঁ নাম-কীর্ত্তনের প্রবল বন্যা বহাইতে। বেশী লোক না পাও, দুইটী প্রাণী

মিলিয়াই কীর্ত্তন সুরু করিয়া দিবে। কোথাও বসিয়া ধ্যানাবেশে নাম কীর্ত্তন করিয়া যাইতে থাকিলে আপনা আপনি চারিদিকের লোক মাতাল হইয়া আসিয়া তোমাদের নামমহোৎসবে যোগ দিবেন। আর যেই সুবিধা পাইবে, দুয়ারে দুয়ারে হরিওঁ-নামের মধুর ঝঙ্কার শুনাইয়া আকাশ বাতাস মথিত করিয়া চলিবে। বাস্, তোমাদের সংগঠন-কার্য্য সুরু হইয়া গেল।

যখন দেখিবে যে তোমাদের মধ্যে সমসাধক বেশ কয়েকজন জুটিয়া গিয়াছে, তখন হইতে যখনই যেই কাজটিতে তোমরা হাত দাও, নিয়মই করিয়া লইবে যে সকলের সকল শক্তি একসঙ্গে নিয়োজিত হওয়া চাই। যে কোন অনুষ্ঠানই কর, কাহাকেও তাহা হইতে দূরে থাকিতে দিবে না। ইহা তোমাদের একটী বড় রকমের নিয়ম বলিয়া ধরিয়া লও।

আজ তুমি একটী পার্ব্বত্য গ্রামে একা পড়িয়া আছ। কিন্তু দীর্ঘকাল তুমি একা থাকিবেনা। তাহা জানিয়াই আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া এই কথাটী ভবিষ্যতের জন্য ভাল করিয়া মনে রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়া রাখিতে চাহি যে, সকলের সকল শক্তি একটী মাত্র কাজে একটী নির্দ্দিষ্ট সময় প্রয়োগ করিবার শক্তি যে কত বড় যোগ্যতা, তাহা তোমরা ভুলিও না।

অনেকবারই তোমার মনে আগ্রহ জাগিতেছে, আমাকে দেখিবার জন্য। ইহা স্বাভাবিক। আমাকে যে দেখিতে চায়, সে দেখিতে পায়। আমি যে তোমাদের নাম-সাধনার সময়

প্রতিদিনই তোমাদের কাছে যাই। আমি যে তোমাদের সমবেত উপাসনার সময়ে সকলের সামনের আসনটীতে বসিয়া তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে উপাসনা করি, তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া উপাসনার স্তোত্র সমূহ গান করি। তোমরা আমাকে তোমাদের সমবেত উপাসনার সময়ে অনন্ত কালই তোমাদের সঙ্গে পাইবে।

ভগবানের নাম-সাধন ও নাম-প্রচার তোমাদের জীবনের এক প্রধান কাজ হউক। নিজের জীবনে নামের সাধনা থাকিলে কাহারও পক্ষেই অপরের মনে নাম-সাধনার রুচি সৃষ্টি করা কঠিন কাজ হয় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরি-ওঁ

বারাণসী
১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি আমার যশঃকীর্ত্তন করিয়াছ। আমি কি অসাধারণ কাজ একাকী করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার একটা বিরাট ফিরিস্তি দিয়া তোমার অন্তরের অসাধারণ শ্রদ্ধা আমাকে অর্পণ করিয়াছ।

Collected by Mukherjee, TK, DHANBAD

প্রশংসা শুনিলে কে না সুখী হয়? আমিও সুখী নিশ্চয়ই হইয়াছি। কিন্তু তোমাদের একটা বিষয় ভুল হইয়া যায়। আমি যে বিপুল পরিমাণ কাজ একটা জীবনে নানা দিক দিয়া করিয়াছি বলিয়া তোমাদের ধারণা, সেই সকল কাজ আমি সত্যই একাকী করিতে পারি নাই। আমাকে ছোট ছোট সহায়তা দিয়া কত ছেলে কত মেয়ে যে কাজ করিবার যোগ্যতা দিয়াছে, তাহা তোমরা জান না, আমিও তাহাদের সকলের কথা স্মরণ রাখিতে সমর্থ হই নাই। একদিন যখন নিজের পরিচয় না দিয়া দিকে দিকে যুবকদিগকে সপ্তাহে শত-খানি করিয়া নূতন নূতন সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিয়া দেশের কিশোর ও যুবক মনের উপরে সত্য কাজে সত্য আদর্শে জীবনোৎসর্গের প্রেরণা সঞ্চার করিয়া যাইতেছিলাম তখন আমার এক একখানা পত্রকে যাহারা নকল করিয়া দিত এবং একখানা মুশাবিদাকে দশ বিশ পঁচিশটী আলাদা স্থানে আলাদা আলাদা নামে পাঠাইবার সহায়তা করিত, তাহাদের মধ্যে কত জন আজ ইহলোকেও নাই। মূল পত্রগুলিই মাত্র আমি লিখিতাম, তাহার অনুলিপিগুলি নানা জনে নানা হস্তাক্ষরে তৈরী করিয়া দিত। আমার এই পত্রপ্রচার-প্রয়াসের ফলে দেশের আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের দিক দিয়া কি কি ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহার বিবরণ আমি নিজ মুখে দিতে চাহি না। যাঁহারা সেই দিনকার অনামা পত্র-লেখকের পত্র পড়িয়া মাসের পর মাস, কখনো

কখনো বৎসরের পর বৎসর, নূতন ভাবে চিন্তা করিতে বাধ্য হইত, তাহাদের অনেকেই আজ ভারতভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত পুরুষ। তাঁহারা নিজ মুখে এই কাহিনী স্বীকার না করিলে আমি তাঁহাদের নামোচ্চারণ করিয়া তাঁহাদের লোকমান কমাইতে পারি না বা তাঁহাদের সুধন্য নামের সুযোগে নিজের প্রতিপত্তি বাড়াইবার চেষ্টা করিতে পারি না।

পদ্ধতিবদ্ধভাবে উহাই ছিল আমার প্রথম কাজ। বলিতে গেলে, উহাই ছিল আমার বহু বৎসরের জন্য প্রধান কাজ। সেই কাজটী আমার একার শক্তিতে হয় নাই। বহুজনের শ্রম তাহাতে মিলিয়াছিল বলিয়াই আমার লিখিত একখানা পত্রের কখনো কখনো এক শতখানা অনুলিপি একশতটী গ্রামে একই দিনে রওনা হইতে পারিত। আজও আমার সেই তরুণ বন্ধুদের কথা স্মরণে পড়ে, যদিও তাহাদের কতজনের নাম ভুলিয়া গিয়াছি। জীবন ভরিয়া এত লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহায়তা আমি লইয়াছি ও পাইয়াছি যে, অকৃতজ্ঞতা হইলেও তাহাদের সকলকে স্মরণে ধরিয়া রাখিতে পারি নাই।

সাধারণতঃ যশ যাঁহারা অর্জ্জন করেন, তাঁহারা নিজেদের পূর্ণ কৃতিত্বে যশের অধিকারী হন না। অন্য কত লোকের কৃতিত্ব তাঁহাদেরই কৃতিত্ব বলিয়া চালাইয়া দেওয়ার ফলে অসাধারণ যশের তাঁহারা অধিকারী হন। কেহ কেহ না জানিয়া তাহা করেন। কিন্তু আমি ত' জানি যে আমার

জীবনের প্রতিটী পরিচ্ছেদে শত শত ছোট-বড় সহকর্ম্মী নিজেদের পরিচয় গোপন রাখিয়া আমার হইয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ঋণ আমি অস্বীকার করিব কি করিয়া?

কাজ করিয়া যাইবার জন্য যে কয়টা দিন আমার জন্য আছে তাহাতেও হয়ত কত কত জানিত অজানিত সহকর্ম্মীর পরিশ্রমের সহায়তা আমি পাইব। যে যেটুকু সহায়তা করিবে, তাহাই সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করিব। হয়ত এমন হইতে পারে যে, সেই সকল চেষ্টা অনেক যশ বহন করিয়া আনিবে। কিন্তু ইহা মনে করা ভুল হইবে যে, সকলটা যশ আমারই প্রাপ্য। পৃথিবী-জোড়াই শ্রমবিভাগ আছে। কিন্তু যশ বস্তুটা প্রায়ই ভাগ করিয়া ভোগ করা হয় না।

তোমাদের অঞ্চলে এইবার তিনসুকিয়াতে বেশ একটী শারদীয়া উপাসনা হইয়া গেল। প্রতিবার একটী নির্দ্দিষ্ট ভক্তের গৃহে এই উপাসনা হইত, নির্দ্দিষ্ট একজনের ব্যয়ে ও দায়িত্বে। অন্যেরা তাহাতে যাহা পারিতেন, সহযোগ করিতেন। এই সহযোগে তাহাদের কৃতিত্ব বাড়িত, কিন্তু একটী মাত্র পরিবারের ইহা অনুষ্ঠান বলিয়া, ইহাতে কেহ সহযোগ না দিলে তাহাতে দোষ স্পর্শিত না। এইবার অনুষ্ঠানটী একটী মাত্র পরিবারের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে নাই। এইবার সকলে মিলিয়া সকলের পক্ষে সকলের জন্য সকলকে হইয়া অনুষ্ঠানটী করিয়াছে। ইহাতে যে অসাধারণ আনন্দের উল্লাস রহিয়াছে, তাহা প্রায় প্রতিজনের

পত্র হইতেই উপলব্ধি করিয়াছি। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে তোমরা শিক্ষা কর যে প্রকৃত সর্ব্বজনীনতা কতই শান্তিপ্রদ, কতই লাভজনক, কতই বলবর্দ্ধক। নিজের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া তোমরা যখন সর্ব্বজনের যশ কামনা করিবে, তখন যে বল তোমাদের আসিবে, তাহার কোনও তুলনা নাই।

মঙ্গলবাঁধ মেরামতের কাজের মডেলটী তৈরী করিতেছি। একটী করিয়া গড়িতেছি, আর একটী করিয়া ভাঙ্গিতেছি। কতবার গড়িব আর কতবার ভাঙ্গিব, তাহা জানি না। যতক্ষণ মনে সন্তোষ না আসিবে, ততক্ষণ এই ভাঙ্গাগড়ার কাজই চলিবে। যাই সন্তোষ আসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে পুপুন্কীর মাটিতে কংক্রিট পড়িতে আরম্ভ করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরি-ওঁ বারাণসী
১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানাতে তোমার অসুখের কথা জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি তুমি দ্রুত নিরাময় হও।

দীর্ঘকালস্থায়ী অসুখগুলি একটা মারাত্মক কুফল আছে। তাহা মনোভঙ্গীর উপরে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। দীর্ঘকাল ধরিয়া অসুখের চিন্তা করিতে করিতে শেষে মস্তিকের কতকগুলি স্নায়ুতে, যাহাকে বলে ভেণ্ড্রিল, পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। ইহার ফলে কতকগুলি মনোভাব রোগীর উপরে রোগ সারিবার পরেও চিরস্থায়ী হইয়া মৌরসী পাট্টা লয়। ইহা কোনও দিক দিয়াই ভাল নহে। সেই জন্য আমি তোমাকে নির্দ্দেশ দিতেছি যে, তুমি ইহার বিরুদ্ধ প্রক্রিয়া অবিলম্বে আরম্ভ কর। প্রতিদিন প্রাতে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে এবং রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে কিছুকাল ধরিয়া কেবল সঙ্কল্প করিতে থাক, আমি ভাল হইবই, আমি ভাল হইবই। এইভাবে মাসখানেক করিবার পরে তুমি একদিন হঠাৎ লক্ষ্য করিয়া অবাক হইয়া যাইবে যে, তোমার মধ্যে রোগকে দমাইয়া রাখিবার একটা অসাধারণ বল আপনা আপনিই আসিয়া গিয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নানা দুর্য্যোগে ও শারীরিক অশান্তিতে অশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছ জানিয়া ব্যথিত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সকল অসুবিধা দূর হউক। মনে রাখিও, সততার পথে চলিলে একদিন উঠিতে পারিবেই। পরিচ্ছন্ন মন যে কি অসাধারণ সম্পদ, তাহা ত আজকাল অনেকেই জানে না। তুমি সর্ব্বপ্রকার পাপ ও অন্যায় হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়া মনকে পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিও। না জানিয়া কাহারও ক্ষতি করিয়া থাকিলে, তাহাতে মনে পরিচ্ছন্নতা যায় না কিন্তু জানিয়া শুনিয়া অপরের ক্ষতির মধ্য দিয়া নিজের কুশল চেষ্টা করিলে তাহাতে মন অপরিচ্ছন্ন ও ভারাক্রান্ত হইয়া যায়। অতীতে কি করিয়াছ না করিয়াছ, তাহার চিন্তা একেবারেই ছাড়িয়া দাও। এখন হইতে সাবধান হইয়া যাও।

নিজের সাধন-ভজনে মনকে একাগ্র কর। নিজেকে জাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিও না। নিজেকে সাধু বলিয়া অপরের নিকট পরিচিত করিবার চেষ্টার মধ্যে যে কপটতা রহিয়াছে, তাহা সাধনের পরম শত্রু। তোমরা নিজেরাই নিজেদের সাধন কল্পলতিকাকে কপটতা দিয়া সমূলে উচ্ছেদ করিতে যাইও না।

তাড়াতাড়ি বড়লোক হইবার জন্য অন্যায় অবৈধ পথে অর্থাহরণের চেষ্টা হইতে বিযুক্ত হও। অন্য সকলেও যাহাতে এই বিষয়ের প্রতি অবহিত হয়, তাহার জন্য, যেখানে পার, লোককে প্রেরণা দাও এবং ভ্রান্তকে সুপরামর্শ দিয়া, প্রলুব্ধকে

নববল দিয়া সহায়তা কর। অপরকে সহায়তা করিতে গিয়া বারংবার নিজের পানে তাকাও, নিজেকে সরল সহজ সুন্দর করিতে যাইয়া অন্যকে সহায়তা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরি-ওঁ

বারাণসী

১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের বাড়ীর পাশেই যে উদ্বাস্তু মহিলাদের সরকারী শিবির আছে, তাহাতে তোমার কয়েকজন গুরুভগিনী আছে। তাহাদের সহিত পরিচয়-স্থাপন করিও এবং তাহাদের জন্য কখন তোমরা কি করিতে পার, তাহার দিকে নজর রাখিও। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অসাধারণ কর্ম্মশক্তিসম্পন্না হইয়াও আজ কেবল নেতাদের বুদ্ধি-বিভ্রমেরই দরুণ নিরাশ্রয়ার জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। ইহাদের কর্ম্মশক্তিকে কি করিয়া সমাজমঙ্গল কাজে আনিয়া প্রয়োগ করা যায়, তাহার রাস্তাও তোমাদেরই চেষ্টা করিয়া বাহির করিতে হইবে।

কিন্তু ইহার চাইতেও অনেক আগেকার কাজ অনেক দিন ধরিয়াই তোমাদের জন্য জমা হইয়া রহিয়াছিল। তোমাদের

গ্রামটার কয়েক মাইলের মধ্যেই এত বড় একটা সহর পড়িয়া আছে, যেখানে তোমার গুরুভগিনীর সংখ্যা কমপক্ষে দুই তিন শত হইবে। প্রত্যহ সেখানে চাকুরী করিতে যাও আর বিকালে গৃহে ফিরিয়া আস। তুমি কি কখনো ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, তোমার পক্ষে তোমার এই সকল ভগিনীর ভিতরে কাজ করিবার সুযোগ ও দায়িত্ব রহিয়াছে? কেন ইহারা প্রতিজনেই সংসারের ঘানি টানিয়াই নিজেদের জীবনের সব কাজ হইয়া গেল বলিয়া মনে করিবে? কেন ইহাদের নিকটে গিয়া বলিবে না যে, ইহাদের ইহার চাইতেও বড় কাজ রহিয়াছে, যাহা সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য করিবার ফাঁকে ফাঁকেই করিয়া যাওয়া যায়? কেন ইহাদের নিকটে এই ধারণাটা পরিবেশন করিবে না যে, ইহারা কেবলই সংসারী করিতে আসে নাই, সংসারে থাকিয়াও সংসারের বাহিরের শত প্রকারের কল্যাণ-কাজে ইহারা আত্মনিয়োগ করিতে পারে? কেন ইহাদের কাছে গিয়া বারংবার স্মরণ করাইয়া দিবে না যে, ইহারা দীক্ষা গ্রহণ করিবার দিন জগন্মঙ্গলের দীক্ষা লইয়াছিল, যেই দীক্ষা কেবল নিজের মুক্তিরই জন্য নহে, পরন্তু বিশ্বের প্রতিজনের মুক্তিসাধন করিবার জন্য? ইহারা যে করিলে অনেক কিছু করিতে পারে, তাহা ইহাদের কেন বুঝাইয়া বলিবে না? ইহাদের প্রতিজনের যে কত ত্যাগের সামর্থ্য, কত সংগঠনের যোগ্যতা, কত কাজ করিবার শক্তি, ইহার পরীক্ষা হইল না বলিয়াই ইহারা নিজেদিগকে নিতান্তই অপদার্থ

বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছে। আমি চাহি যে, তুমি আর একটী দিনও বিলম্ব না করিয়া ইহাদের মধ্যে কাজে লাগিয়া যাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরি-ওঁ
বারাণসী
১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৬৮

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের নিকটে আমি তারাপুর ক্যাম্পের ঠিকানায় কতকগুলি পত্র লিখিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, তোমরা আবার আর এক ক্যাম্পে বদলী হইয়া আসিয়াছ। তোমাদের লইয়া সরকারী কর্ত্তারা কি যে দাবা-খেলা খেলিতেছেন, তাহা মানববুদ্ধির অগম্য ব্যাপার। কতবার যে তোমরা কত ক্যাম্প বদল করিলে, কতবার যে তোমাদের কত ঠিকানা হইল, হিসাব করাই কঠিন। তোমাদের দিয়া যতটুকু কাজ তোমাদের জন্য বা সমাজের জন্য হইতে পারে, তাহার পরীক্ষা যে-কোনও একটা স্থানেই চলিতে পারত। তোমাদের ঠাঁইনাড়া করিয়া করিয়া একটা অব্যবস্থিত অবস্থাকে যেন ইচ্ছা করিয়াই জীয়াইয়া রাখা হইতেছে।

যাহা হউক, যেখানেই তোমরা যে যাও, কেহই নিজ আদর্শ ভুলিও না। তোমরা তোমাদের ঐ অর্দ্ধ-বন্দিদশার মধ্যে মাঝে মাঝে অশেষ কর্ম্মঠতার পরিচয় দিয়াছ, মাঝে মাঝে কল্পনাতীত ত্যাগ দেখাইয়াছ। তোমাদের যে উহা বৈশিষ্ট্য, ইহা ভুলিও না।

সকল অবস্থাতেও তোমরা আদর্শবাদী থাকিও। সংসারের সহস্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়াও তোমাদের মেরুদণ্ড শক্ত করিয়াই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। তোমরা কোনও মানুষের কোনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দিও না। তোমরা মহিলা বলিয়াই তোমাদের উপরে নানা দিক হইতে যত অসুবিধা আসে, আর তাহা তোমরা মুখ বুজিয়া সহিয়া যাইতে বাধ্য হও। আমি তোমাদের বারংবার বলিতেছি যে, তোমরা তোমাদের নিজ মহনীয়ত্বে বিশ্বাস হারাইও না। যেই সকল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কোলে করিয়া তোমরা দেশত্যাগ করিয়াছিলে, তাহাদের মধ্য হইতে জগৎপাবন পুরুষ-মহিলাদের আবির্ভাব যে অসম্ভব, তাহা তোমরা মনে করিও না। আমি সেই দিনটীর দিকেই তাকাইয়া থাকিব, যেইদিন তোমাদের কোলের নিধিরা জগতের নিধি বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরি-ওঁ বারাণসী

১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা পত্রে তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্‌র—র অকাল পরলোকগমনের সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। মাত্র সাত বৎসর বয়সে সে ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গেল, ইহাতে প্রাণটা হাহাকার করিয়া উঠিল। কত সম্ভাবনাই না নিয়া সে আসিয়াছিল। কেন আসে, কেন যায় মানুষ তাহা জানে না। আসিলে আনন্দ করে, চলিয়া গেলে কাঁদিয়া আকুল হয়। বান্ধবেরা সান্ত্বনা দেয়, সহানুভূতি দেখায়, কিন্তু যে যায়, সে আর আসে না। ইহার মধ্যে ভগবানের কি যে এক অনির্ব্বচনীয় অভিপ্রায় রহিয়াছে, মাত্র তাহার কথা ভাবিয়া নতশিরে তাহা মানিয়া লইতে হয়। তোমার, বিশেষ করিয়া আমার কল্যাণীয়া মায়ের, এই নিদারুণ শোকে কি যে সান্ত্বনা দিব, তাহারই ত ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তবে আমার ভৌতিক অস্তিত্বের চাইতেও একটা বড় অস্তিত্ব আছে, যাহাতে আমি জগতের সকলকে অনন্তকাল ধরিয়া বুকে বেড়িয়া রাখিতেছি। তোমার খোকা আমার সেই ক্রোড়ে আসিয়া বসিয়াছে। ইহা বিশ্বাস করিয়া, মনকে যত দ্রুত পার, ভারমুক্ত কর।

ছেলেটী জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। তোমাদের ওখানকার পণ্ডিতেরা হয়ত বলিতেছেন যে, ইহা অপমৃত্যু, অতএব শ্রাদ্ধ হইবে না। সাধারণে তাহাদের কথা শুনুক। কিন্তু তোমরা আমার সন্তান, তোমরা আমার কথা শুনিবে। যে যুগে যে শাস্ত্র রচনা হইয়া ছিল, সেই যুগের লোকের প্রয়োজন বুঝিয়া সেই যুগের ঋষিরা তাহা রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে যদি পরবর্ত্তী কোনও যুগের প্রয়োজন না মিটে, তাহা হইলে পরবর্ত্তী যুগে আবার নূতন শাস্ত্র রচনা হইয়াছে বা পূর্ব্বেকার শাস্ত্রের উপরে নূতন ব্যাখ্যা-সংযোজন ঘটিয়াছে। প্রচলিত শাস্ত্রীয় মতবাদ যদি তোমার জলে-ডোবা ছেলেটার শ্রাদ্ধে আপত্তি করিয়া থাকে, তোমাদের তাহাতে ভাবনার কিছুই নাই। তোমরা অখণ্ডমতে ইহার শ্রাদ্ধ করিবে। মণিপুর রোডে, লামডিং-এ, ফারকাটিং-নাওজানে তোমাদের অনেক গুরুভাই রহিয়াছেন, তাঁহাদের খবর দিয়া তোমার ছেলের শ্রাদ্ধ অখণ্ডমতে সমাপন কর। এই ব্যাপারে তোমার মনে কোনও কুণ্ঠা থাকার প্রয়োজন নাই। কেহ দেহ ছাড়িলে অন্তরে যে বিপুল শোক উপজাত হয়, তাহা শান্ত করিবার জন্যও শ্রাদ্ধ নিতান্তই প্রয়োজন। ছেলে জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে বলিয়াই তাহার আত্মার শান্তির জন্য কিছুই করা চলিবে না, ইহা আগেকার দিনের অন্ধ মত, যাহা তোমাদের মানিবার প্রয়োজন

নাই। শ্রাদ্ধে আত্মার শান্তি হয়, সকল মতের শ্রাদ্ধেরই ফল এক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরি-ওঁ

বারাণসী
২০শে কার্ত্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। তোমার ভক্তিমতী জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ স্থির হইয়াছে জানিয়া তাহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি। তাহার সহিত যে যুবকটীর বিবাহ হইতেছে, তাহাকেও প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি। তাহাদের নবজীবন সুখময়, শান্তিময়, তৃপ্তিময় ও আনন্দময় হউক।

তোমার ভাবী জামাতাকে আমি বিশেষ ভাগ্যবান্ মনে করিতেছি। কারণ, সে এমন একটী কুমারীকে বিবাহ করিতে যাইতেছে, যাহার কৌমার্য্য নিষ্ঠাশীল সাধনে কাটিয়াছে। দীক্ষার পরে তোমার মেয়ে একটী দিনও সাধনে অবহেলা করে নাই। ইহা কি সামান্য কথা? তাহার সাধনানুরাগ তাহাকে সমস্ত

জীবন ভরিয়া অশেষ সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী করিবে। স্বামীর গৃহে যাইয়া সে সত্য সত্য সৌভাগ্য-রাণী হইবে।

আমি সাধারণতঃ কুমারী মেয়েদের দীক্ষা দিতে খুব আগ্রহ অনুভব করি না। তাহার কারণ এই যে, বিবাহের পরে গিয়া কে কোন্ ঘরে পড়িবে, কোথায় হিরণ্যকশিপু, কোথায় জটিলা-কুটিলার দল তাহাকে ঘিরিয়া বসিবে, কোথায় সে তাহার গৃহীত মত ও পথের জন্য লাঞ্ছিত হইবে, কোথায় সে অপরের মন রক্ষার জন্য মিছামিছি আবার নূতন করিয়া আর একটা দীক্ষা লইবার অভিনয় করিয়া নিজেকে নিষ্ঠাচ্যুত করিবে, তাহার কোনও ঠিকানা নাই। তথাপি কত কুমারী মেয়ে দলে দলে আসিয়া দীক্ষা লইয়া যাইতেছে। দীক্ষা জীবনের মহৎ সম্বল, দীক্ষা জীবনের অশেষ পাথেয়, দীক্ষা নয়-জীবনের নবজন্ম। তাই দীক্ষা নিতে আগ্রহী হইয়া কেহ আসিলে তাহাকে জোর করিয়া ফিরাইয়া দেওয়াও খুব কাজের কথা নহে। কিন্তু দীক্ষা নিবার পরে অনেকেই সাধন করে না। ইহাতে দীক্ষার সম্মান কমিয়া যায়, দীক্ষাদাতার প্রত্যবায় ঘটে, দীক্ষিতের জীবনের উন্নতিমুখিনী গতি শ্লথ হইয়া পড়ে। তোমার কন্যা দীক্ষা নিবার পরে সাধন করিয়াছে, অবহেলা করে নাই, গুরুদত্ত মহাবস্তুকে ভুলিয়া রহে নাই। তাহার কুশলকে কে প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিবে?

চিরকালের সংস্কারে আবদ্ধ একটা পরিবেশের মধ্যে

থাকিয়াও তুমি তোমার প্রতিটি মাঙ্গল্য কাজে সমবেত উপাসনা করিয়া যাইতেছ। ইহা তোমার সমবেত উপাসনার প্রতি অশেষ প্রীতি ও আস্থার পরিচায়ক। মেয়ে দেখাইবার দিনও সমবেত উপাসনা করিলে, আবার বিবাহের দিনও তাহা করিবে। ইহা হইতে তোমার অন্তরের নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যে নিষ্ঠাবান্ সেই ত সাধন করিয়া তাহার অমৃতময় ফল পায়। তোমার নিষ্ঠাতে আমি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার ন্যায় প্রতিটি সন্তানের মধ্যে নিষ্ঠা জিনিষটী আসুক। নিষ্ঠা আসিলে অনেক অকারণ দুর্ব্বলতা আপনা আপনি নাশ পায়। কেবল যুক্তি, কেবল তর্ক, কেবল শাসন, আর কেবল ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা মানুষের মনের দীর্ঘকাল-পোষিত সংস্কার দূর হয় না। সাধনেই তাহা সম্ভব। সাধনহীনেরা নিষ্ঠাহীন হয়। নিষ্ঠাহীনেরা দুর্ব্বলমনাঃ হইবে না ত কে হইবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২০শে কার্ত্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। তোমরা জীবনকে গতানুগতিক ভাবে গ্রহণ করিও না। সমাজ ও সংসারের পরিবেশ যেখানেই নিয়া ফেলুক, তোমরা তোমাদের অসাধারণত্বের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিও। তার জন্য তোমাদের সব চাইতে বেশী প্রয়োজন হইবে অন্তরভরা মমতার। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২০শে কার্ত্তিক, ১৩৬৬

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ঋণে তুমি জর্জ্জরিত হইয়াছ। আস্তে আস্তে দেনা শোধ করিয়া দাও। সংসারের আয় তোমার কম, মেয়েদেরও কিছু কিছু সদ্‌ভাবে আয় করিবার জন্য সংসারের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ কর। আজকাল আগেকার মতন মেয়েদের ঘরে ঘরে বস্তাবন্দী তৈজসের মতন রাখিবার রেওয়াজ নাই, প্রয়োজনও নাই।

অভাবে পড়িয়া তুমি নিজহাতে হলচালনা করিয়া তোমার সামান্য জমিটুকুতে চাষ কর জানিয়া সুখীই হইয়াছি। আমি আজও প্রায় প্রতি বৎসর বর্ষাকালে আশ্রমের জমিতে লাঙ্গল চালাই। সাধনা, সংহিতা এবং আশ্রমের ব্রহ্মচারীদের লইয়া

আমি এখনো আশ্রমের ক্ষেতে কাদার মধ্যে ধানের চারা রোপন করি। আমি আমার এই বয়সে যাহা পারি বা করি, তাহা তোমরা যুবক বয়সে করিতে পারিবে না বা করিবে না? সকল জাতিই লাঙ্গল চালাইতে পারে। ইহার বিরুদ্ধে যদি শাস্ত্রের কোনও বচন থাকিয়া থাকে, তবে তাহা মধ্য যুগের জন্য, আজিকার জন্য নহে। হলচালনায় অসম্মানের কিছু নাই। নিজের ক্ষেত নিজে করিবে, ইহার চাইতে গৌরবের আর কি আছে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরি-ওঁ

বারাণসী
২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি জীবন-সংগ্রামে অনেক সংঘর্ষের পরে যে লাইনটী বাছিয়া নিয়াছ, তাহাতে তোমার পরাধীনতার অবসান হইল এবং স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার আত্মপ্রসাদ অর্জ্জনের পথ হইল। ইহাতে আমি আনন্দিত হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তোমার কর্ম্মপথে অবারিত উদ্যমে কেবলই অগ্রসর হইতে থাক এবং উন্নতি কর।

সাধন-ব্যাপারে তোমার অপেক্ষা তোমার ধর্ম্মপত্নী অধিকতর একনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পুরুষেরাই সদ্‌যুক্তির আশ্রয় লইয়া অন্তরের অনেক পূর্ব্বসংস্কারকে দূর করিয়া দেয় আর মেয়েরা শত যুক্তি সত্ত্বেও অযৌক্তিক পূর্ব্বসংস্কারের পূজা করিয়া থাকে। তোমার ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া তোমার দুর্ব্বলতায় এবং তাহার দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতায় বিস্মিত হইয়াছি। ধর্ম্মসাধনের ব্যাপারে তোমার ও তোমার সহধর্ম্মিনীর মধ্যে দ্বিমত হইয়াছে দেখিয়া যেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছি, তেমনই তোমার পত্নী যে অখণ্ড আদর্শকে ভাল করিয়া বুঝিয়াছে, তাহার জন্য অত্যন্ত আনন্দও অনুভব করিতেছি। বেদীতে ওঙ্কার-বিগ্রহ থাকিলে অন্য বিগ্রহের সেখানে প্রয়োজনই নাই। যাহার প্রয়োজন নাই, তাহাকে কেন সেখানে নিয়া বসাইবে? এক ওঙ্কারে সর্ব্ববিগ্রহ বিরাজিত।

কোনও কিছু দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে বলিয়াই তাহা প্রামাণ্য নহে। কোনও কিছু পূর্ব্বপুরুষেরা করিয়াছেন বলিয়াও তাহা প্রামাণ্য নহে। যাহা নূতন করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা কেবল নূতনত্বের দরুণই অপ্রামাণ্য হইয়া যাইতে পারে না। সেইদিন আসিতেছে, যেইদিন কেবল কতকগুলি লোকাচারই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে না। এমন দিনও আসিতেছে, যেদিন কেবল পুরাণ-স্মৃতিই নহে,

উপনিষদ ও বেদ পর্য্যন্ত কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া নিজেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইবেন। চোখ বুজিয়া কেবল পূর্ব্বসংস্কারকে মানিয়া যাইবার দিন দীর্ঘকাল থাকিবে না।

তুমি তোমার স্ত্রীকে ভুল বুঝিও না। সে তোমার অন্তরঙ্গতম জীবনসঙ্গিনী। সে কি করিয়া ধরিয়া লইল যে, ওঙ্কার সেবা করিলে অন্য কিছুর দরকার নাই, তাহা আগে বুঝিয়া লও। নিশ্চয় সে কোথাও হইতে এই আসাধারণ মনোবল সংগ্রহ করিয়াছে। সেই বলের উৎসকে অনুসন্ধান কর। যদি প্রেম সহকারে অনুসন্ধান কর, তাহা হইলে তোমার পত্নীর মধ্যে তুমি তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর পাইয়া যাইবে। তুমি তোমার পূর্ব্বসংস্কারের প্রতি অত্যধিক আসক্তি বশতঃ বুঝিতে পারিতেছ না যে, একনিষ্ঠা হারাইয়া সাধন করিবার কোনও মানে হয় না। যে যেই সাধনই করুক, একমন একপ্রাণ হইয়া করুক। একটী ঠাকুর-ঘরে দশটী দেবতাকে বসাইয়া যে সাধন হয় না, ইহা বুঝিবার সামর্থ্য তোমার অচিরেই আসিবে। তুমি অধীর হইও না। এই সত্যকে তোমার উপর কেহ জোর করিয়া চাপাইয়া দিক, তাহা আমি চাহি না, কিন্তু তোমার ভিতরে যখন প্রেম আসিবে, তখন তুমি একের ভিতরে বহুকে দেখিতে পাইবে, বহুকে আলাদা করিয়া পূজা করিবার তোমার আবশ্যকতা ফুরাইয়া যাইবে। বহুকে পূজা করিতে করিতে কেহ কেহ এককে পাইয়া থাকে, ইহা সত্য। কিন্তু এককে পূজা

করিতে করিতে বহুকে তাহার মধ্যে পাওয়াই সঙ্গততর পথ। কেননা মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরি-ওঁ

বারাণসী
২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি বাড়ী ছাড়িয়া আশ্রমে চলিয়া আসিতে চাহিয়াছ। না বাবা, তাহা করিও না। বৃদ্ধা মাতাকে ফেলিয়া আশ্রমে আসিতে তুমি পার না। মায়ের সেবার মধ্য দিয়াই জীবন চালাও। মাতৃসেবা পরম ধর্ম্ম। মাকে অবহেলা করিয়া সাধন করিতে আশ্রমে আসিলে মায়ের মন তোমাকে বারংবার আকর্ষণ করিয়া আবার সংসারে লইয়া যাইবে। তার চেয়ে যতদিন পার মায়ের সেবার মধ্য দিয়াই সংসারে থাকিয়া সাধন-ভজন করিয়া যাইতে থাক। মনটাকে সাধনতত্ত্বে লাগাইয়া রাখিয়া নির্ভয়ে মাতৃসেবা করিয়া যাও। শ্মশানে মশানে গিয়া তপস্যা করিবারও তোমার দরকার নাই। একদা শ্মশানে বসিয়া সাধন করা একটা অসাধারণ রকমের লোকপ্রিয়তা পাইয়াছিল। তাই

সাধক বলিতে তখন আমরা শ্মশানচারী মহাপুরুষেরই কথা ভাবিতাম। কিন্তু তোমার শরীরটাই একটা কত বড় শ্মশান। ইহার মধ্যে কত কত প্রাণীর নিমেষের মধ্যে বিলয় হইতেছে, তাহা কে বলিবে? সমগ্র জগৎটাই একটা শশ্মান। প্রত্যেক স্থানেই কেহ না কেহ কোনও না কোনও দিন মরিয়াছে। শ্মশান খুঁজিবার জন্য তোমার সদ্য মরা পোড়ার স্থানে যাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। ঘরে বসিয়াই সাধন করিতে থাক। ইহাতে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরি-ওঁ

বারাণসী
২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ধনীরাই কেবল ধনী নহে, দরিদ্রেরাও ধনী। তোমরা এই সত্যকে স্বীকার কর এবং দরিদ্রদের মধ্যে গিয়া সর্ব্বশক্তি লইয়া কাজ আরম্ভ কর। ধনীদের হাত করিয়া যত কাজ হইয়াছে, তাহাতে ধনীদের মর্জি রক্ষা করিতে গিয়া অনেক মহান্ আদর্শবাদীকে আদর্শ বিসর্জ্জনও দিতে হইয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য, ইহাতে কল্পনার লেশমাত্রও নাই।

যে ভালবাসে, তাহাকেই জীবিত বলিয়া মনে করিবে। এই কথাটী আমি তোমাদের জনে জনে হাজার বার করিয়া বলিয়াছি। যাহারা ভালবাসে না, তাহারা মৃত। তাহাদের মৃতত্ব ঘুচাইবার জন্য তাহাদিগকে ভালবাসিতে শিখাও।

সৎ হইলে তোমাদেরই লাভ। সৎ হইলে সমাজেরও লাভ। কিন্তু সমাজের লাভ গৌণ, তোমার লাভটাই এই স্থানে মুখ্য। প্রাণপণে সৎ থাকিবার চেষ্টা কর।

সৎলোক গড়িতে গিয়া সাম্প্রদায়িকতার প্রেতমূর্ত্তি সব রচনা করিও না। প্রেতের ব্যূহ, ভূতের নৃত্য, পিশাচের তাণ্ডব, ইহাই তোমাদের লক্ষ্য নহে।

অপরাপর অনেক বড়রা যাহা করিতে পারেন নাই, তোমাদের তাহাও করিতে সমর্থ হইতে হইবে, এই পণ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরি-ওঁ

বারাণসী
২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিবে।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিবার চেষ্টায় আনন্দিত হইয়াছি। আশ্রয় দিব না না-বলিয়া অলস থাকিতে দিব না, ইহাই বলা উচিত। অনেকেই আজকাল নিজেদের অলসতার দরুণ নিরাশ্রয় হইয়াছে, অলসতা দূর করিতে পারিলে ইহাদের অধিকাংশেরই আশ্রয় জুটিয়া যাইত। দেশে নিরাশ্রয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি বিপজ্জনক ও কলঙ্ককর। যে যত দিক দিয়া যতজনকে আশ্রয় দিতে পার, দিবে, কিন্তু তাহাকে অলস থাকিতে দিবে না। অলসতার চেয়ে বড় পাপ কিছু নাই, ইহাই জানিবে। দান তত বড় পুণ্য নয়, যত বড় পুণ্য অলসকে পরিশ্রমী করা, অবসাদগ্রস্তকে অধ্যবসায়ী করা, আত্ম-বিশ্বাসহীনকে আত্মবলে বিশ্বাসী করা, নিষ্কর্ম্মাকে কর্ম্মী করা। পুণ্যার্জ্জন সম্পর্কে তোমাদের প্রচলিত ধারণাগুলি একেবারে বদলাইয়া ফেল বাবা, বদলাইয়া ফেল। আমি তোমাদের কাছে জীবনের নূতন মান, নূতন মূল্যবোধ, নূতন রূপায়ণ আনিয়া হাজির করিয়াছি। তোমরা আমার কথাগুলি বুঝিতে চেষ্টা কর। অফুরন্ত প্রেমসহকারে তোমরা পাপকে মানব-জীবন হইতে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগ। মানুষের সকল পাপই অজ্ঞানতা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে আর তাহার মধ্যে অধিকাংশই শাখা-পল্লবিত হইয়াছে মানুষের মজ্জাগত অলসতা হইতে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরি-ওঁ বারাণসী

২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি তোমার অপরাধী পুত্র ও পুত্রবধূকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লও। ইহাদের প্রতি বদ্ধমূল আক্রোশ নিয়া থাকিও না। ইহাদের ক্ষমা কর। ক্ষমায় তোমার বল বাড়িবে মা, ক্ষমায় তুমি অনেক বড় হইয়া যাইবে। ইহাদিগকে ব্যথা-বেদনায় জর্জ্জরিত করিয়া নিজেকে কেবলই ক্ষত-বিক্ষত করিও না, কেবলই নিজেকে নিজের কাছেও ছোট করিয়া দিও না। পুত্র তোমার অমতে বিবাহ করিয়াছে, তাহা তাহার না করাই উচিত ছিল। কিন্তু সে ত' তোমার ক্ষমা চাহে। সে তোমাকে অবজ্ঞা করিয়া আর দূরে দূরে বাস করিতে চাহে না। সে তোমাকে সেবা করিবারই অধিকার ফিরিয়া পাইতে চাহিতেছে। তবে কেন তোমার এত ক্ষুব্ধতা? সে ত' অন্য কোন নৈতিক অপরাধ করে নাই, যাহার জন্য তোমার গৌরব কমিতে পারে। সে মাত্র ভিন্ন জাতি হইতে নিজের বধূ সংগ্রহ করিয়াছে। যেই জাতিটী হইতে তাহার বধূ আসিয়াছে, তাহাকে তুমি হয়ত তোমার জাতি অপেক্ষা ছোট মনে কর, ইহাই ত'

তোমার আফশোষ। কিন্তু তোমার অতীত পূর্ব্বপুরুষদের কুলজী খুঁজিতে গেলে এমনও ত' বাহির হইতে পারে যে, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে হয়ত এমন জাতির ছিলেন না, যেই জাতি বলিয়া আজ পরিচয় দেওয়া হইতেছে। তোমরা ওঙ্কারমন্ত্রের উপাসক, তোমাদের পক্ষে উদারতা প্রত্যাশা করা যাইবে না ত' কাহাদের নিকটে তাহা প্রত্যাশা করিব?

প্রণবে নাকি তোমাদের অধিকার ছিল না। একদল লোক অনেক আন্দোলন করিয়া তোমাদের জাতির মধ্যে কিছু কিছু লোককে প্রণব-মন্ত্রকে উপাসক করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। যজ্ঞোপবীত দিয়া তোমাদের সম্মান ব্রাহ্মণের সমান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সামাজিক ভাবে সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। যজ্ঞোপবীতের বাহ্য আড়ম্বরে প্রবেশ না করিয়া আমি আমার স্বাধিকারবলে তোমাদের প্রতিজনকে ওঙ্কারগায়ত্রীর অধিকার দিয়াছি। আর দিয়াছি এই সঙ্কল্প যে, তোমরা অগ্নিসমতেজা ব্রাহ্মণই হও। তোমাদের পক্ষে সকল জাতিকে সাদরে বুকে টানিয়া আনিবার বলের কেন অভাব হইবে মা?

দুর্ব্বলতা দূর কর। মনোবিকার নাশ কর। চিত্তের অধীরতা বিসর্জ্জন দাও। যে-কেহ ব্রাহ্মণের মতন হইয়া তপস্যার জীবন যাপনে প্রস্তুত, তাহাকেই সাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হও। ছোট জাতি বলিয়া যেই বধূকে তুমি অবজ্ঞা করিতেছ, তাহার পিতামাতা আবার তোমাদের সামাজিক জাতিটাকে তাহাদের

জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট জ্ঞান করে। ইহা কি তুমি জানো না? যেই বধূকে তোমার ঘরে ঢুকিতে দিবে না বলিয়া জেদ করিয়াছ, সে যে তোমারই মতন আমার নিকটে ব্রাহ্মী দীক্ষা লাভ করিয়া গিয়াছে এবং সংযত মনে সংযত প্রাণে প্রণব-ব্রহ্মগায়ত্রী যোগে সাধনা করিতেছে, তাহা কি তুমি জানো না? তুমি মন হইতে সকল বিদ্বেষ দূর করিয়া দাও, মনকে উন্মুক্ত কর, মনের কপাট খুলিয়া দাও, মনকে প্রেমরসে প্লাবিত করিবার রাস্তা কর। যে যুগে বাঁচিবার দায়ে মানুষ মানুষের সহিত বিভেদ ভুলিতে চাহিতেছে, সেই যুগে আদর্শের দায়ে তোমরা মানুষের সহিত মিলনগ্রন্থি রচনা করিতে পারিবে না? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরি-ওঁ

বারাণসী

২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া চিন্তিত হইলাম। নিজেকে কেবলই অক্ষম আর অধম বলিয়া ভাবিতে থাকিলে যে চিরকালই

অক্ষম ও অধম হইয়া থাকিবে। তুমি অসীম শক্তিধর না হইতে পার, কিন্তু কতকগুলি কাজ করিবার ক্ষমতা তোমার এই অবস্থায়ও আছে। সেই পরিমাণে তুমি ক্ষমতাবান্ পুরুষ।

নিজেকে উন্নত না করিয়া অন্যের মধ্যে ভাব প্রচার করিতে গেলে নানা অসামঞ্জস্য হেতু নিজের অধোগতি হয়, ইহা সত্য। আবার নিজেকে উন্নত করিবার উপায় হিসাবেও প্রচার কার্য্য হাতে নেওয়া যাইতে পারে।

যখন যেটুকু কাজ করিবে, ভিত্তি রাখিও ভগবৎপ্রেমে। প্রেমের সেবাতে ভুলভ্রান্তি কম হয়, হইলেও তাহার সংশোধন সেই প্রেমের বলেই হয়। অপ্রেমীরাই আত্মাহঙ্কারে মত্ত হইয়া প্রচারকে নিজের প্রতিষ্ঠা-বৃদ্ধির কাজে লাগাইয়া থাকে। প্রেমকে কর জীবন, প্রেমকে কর সম্পদ, প্রেমকে কর জীবনের পরম মূলধন, পরম সঞ্চয়।

কোনও কোনও স্থানে কাহাকেও কাহাকেও মণ্ডলী স্থাপন করিতে দেখা যায়। মণ্ডলী ত' প্রতিষ্ঠিত হয় না, ইহারা নিজেদিগকেই প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে। ইহার ফলে কাহারই প্রতিষ্ঠালাভ হয় না। অপ্রেমেরই ইহা ফল। তোমরা অপ্রেম পরিহার কর প্রেমিক হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী
৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজিনীষু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

গতকাল তোমাকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে মনের তৃপ্তি হইল না! তুমি অখণ্ড-সংহিতার অসাম্প্রদায়িক বাণী সমূহ প্রচারের জন্য সাহস করিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে নূতন নূতন স্থানে ধর্ম্মাভিযান পরিচালনা করিতেছ, ইহা তোমার পক্ষে অশেষ প্রশংসার কথা। যে যুগে প্যারাসুট সহ বিমান হইতে শূন্যে ঝম্প প্রদান করা, ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা বা দুর্জ্জয় হিমালয় অভিযানে অগ্রসর হওয়া বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে অসম্ভব হয় নাই, সেই যুগে তোমারও ধর্ম্মপ্রচার, সত্যপ্রচার, মানবমাত্রের সমতার ও মমতার তত্ত্বপ্রচার-কার্য্যে নির্ভয়ে নামিয়া পড়া আমি মোটেই অস্বাভাবিক মনে করি নাই। গীতা দে, আরতি সাহা বা তেনজিং-এর কন্যা কুমারী নোর্‌কে সকলেই বাঙ্গালা দেশের লোক। তোমরা নিজেদের অবলা বলিয়া আর কল্পনামাত্রও করিবে না। ঘরে ঘরে সেই বাণী তোমরা পৌঁছাও, যেই বাণী উদ্গীথই হইয়াছিল সুপ্ত আত্মার ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য। যে সময়ে কমিউনিষ্ট

চীনের সৈন্যদল ভারতের সীমান্তের বহু ভারতসন্তানকে নিহত করিয়া ভারতাক্রমণপর্ব্ব দ্বারা চতুর্দ্দিকে ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছে, সেই সময়ে সীমান্ত হইতে স্বল্প দূরে তুমি ভুটিয়া, লেপচা, সিকিমি আদির পল্লীতে প্রবেশ করিয়া করিয়া হরিনাম বিলাইতে সুরু করিতে বিন্দুমাত্র ভীত হও নাই, ইহা তোমার পক্ষে অশেষ প্রশংসাযোগ্য কাজ হইতেছে। নির্ভয়ে কাজ করিয়া যাও। ক্ষুদ্র প্রারম্ভ হইতে জগতে অনেক বৃহৎ পরিণতি দেখা গিয়াছে। তুচ্ছ নগণ্য সাধারণ একটী কর্ম্মসূচনা ভাবী কালে বিরাট আন্দোলন ও সার্থক নব-রূপায়ণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। তুমি কাজ করিয়া যাও মা, থামিও না।

তবে, দুইটী বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিও,—কারণ তুমি স্ত্রীলোক। সহচর-নির্ব্বাচনে সতর্ক থাকিও, যাকে তাকে সঙ্গে লইয়া কাজ করিতে বাহির হইও না, পরীক্ষিত চরিত্র এবং জনসমাজে অনিন্দিত সহকর্ম্মীই বাঞ্ছনীয়। যাহাদের গৃহে কাজ করিতে গেলে তোমার নির্ম্মল চরিত্রের উপরে অপবাদ আসিবার সম্ভাবনা, আপাততঃ তাহাদের গৃহে গমন হইতে বিরত থাকিও। ভবিষ্যতে কর্ম্মপ্রয়োজনে কি হইবে না-হইবে, ভাবিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু বর্ত্তমানে তোমাকে এই নির্দ্দেশটুকু মানিয়া চলিতেই হইবে।

আরও একটী বিষয় সম্পর্কে তোমাকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে বিশেষ নির্দ্দেশ দিতেছি। অন্তরভরা প্রেম লইয়া সর্ব্বত্র

কাজ করিবে কিন্তু শিশু এবং বৃদ্ধ ব্যতীত অপর পুরুষদের সম্পর্কে সেই প্রেমকে বাহ্য প্রকাশ দিতে বিরত থাকিও। সামান্য একটু নয়ন-চটুলতা, সামান্য একটু বচন-চপলতা অনেক সময়ে নির্দ্দোষ মেয়েগুলিকে নিজের সৃষ্ট মায়াজালে বাঁধিয়া অকালে হত্যা করে। সর্ব্বজনে তোমার যে প্রেম, তাহাকে কখনও নীচের জগতে নামিবার অবসর দিও না, তাহাতে কাহারও দুর্ব্বলতার অবসর রাখিও না, তাহাকে কাহারও প্রলোভন-বৃদ্ধির বা রসনা-কণ্ডূয়নের সুযোগ রূপে ব্যবহৃত হইতে দিও না। প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত তোমরা স্বভাবতঃই সর্ব্বজনের প্রতি প্রেমশীল হইবে কিন্তু তোমাদের চরিত্রের মাধুরী যতই অপরূপ হউক, তোমাদের কোনও বাহ্য চপলতাকে আশ্রয় করিয়া কোথাও যেন কোনও শয়তান কখনো ফাঁদ পাতিবার অবসর না বাহির করিতে পারে। এই দিক দিয়া হইও বজ্রের মত কঠোর, রুদ্রের মত ভীষণ, ঝঞ্ঝার মত ক্ষমাহীন।

মহকুমা মণ্ডলীতে কয়েক মাসের মধ্যে যাইতে পার নাই জানিয়া দুঃখিত হইলাম। একবার গিয়া সবগুলি গুরুভগিনীকে তোমার অনুরূপ কার্য্যে নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করিয়া আইস। নিজের অন্তরে কণামাত্র অহঙ্কার না রাখিয়া তাহাদের প্রতিজনকে ডাকিতে হইবে। "এস তোমরা দেখিয়া যাও, আমি কেমন উচ্চ স্তরের কর্ম্মী, অনুকরণ কর আমার কর্ম্মরীতি,

ধন্য হও, কৃতার্থ হও”,—এই মেজাজ নিয়া ডাকিলে দেখিবে একজনকেও কাজে নামাইতে পারিবে না। “সামান্য কিছু কাজ আমি করিতে প্রয়াসিনী হইয়াছি, পূর্ণ সাফল্য আসে নই, তবু বাবামণি কতই তৃপ্তি অনুভব করিয়াছেন, সুতরাং এস ভগিনীগণ সকলে যার যার স্থানে সর্ব্বশক্তি লইয়া কাজে লাগি, ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদন করি,”—এই মেজাজে ডাকিলে সকলকে পাইবে। একটী কথা অবশ্য তোমাকে সকলের কর্ণেই পৌঁছাইতে হইবে। তাহা হইতেছে এই যে, জগতে এত ছোট কেহ নাই, যাহার দ্বারা জনসেবা কিছু না কিছু হইতে পারে না। আমি ত' জীবন ভরিয়াই ছোটর মধ্যে বড়কে দেখিয়াছি। তুচ্ছ, অবজ্ঞাত, অতীব হীন ব্যক্তির ভিতরে আমি সুমহৎ ভবিষ্যতের সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়াছি। জগদ্বাসী যাহাদিগকে অনাদর করে, যাহাদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য সম্পর্কে অতীব নীচ ধারণা পোষণ করে, আমি তাহাদের ভিতরের সুপ্ত ঐরাবতকে দেখিয়া ভাবী সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া পুলকিত হইয়াছি। ইহাই একমাত্র দুঃখের ব্যাপার বলিয়া আমি মনে করিতেছি যে, ইহাদের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশে সুযোগ আমরা করিয়া দিতে পারিলাম না। মঠ, মন্দির, আশ্রম, মণ্ডলী, সংসদ, পরিষদ, সঙ্ঘ, সেবাসদন, জনকল্যাণ-কেন্দ্র ও শিবির প্রতিষ্ঠার নাম করিয়া আমরা কেবল নিজেদিগকেই প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি, ঘুমন্ত গণ-দেবতার জাগরণ সম্পাদন করি নাই। অজ্ঞ, মূর্খ,

নিরক্ষর লোকগুলির মধ্যে কৃত্রিম ঐক্য স্থাপন করিয়া তাহাদের সম্মিলিত শক্তিকে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন-সিদ্ধিতে নিয়োগ করিয়াছি এবং করিতেছি। ভুলিয়া গিয়াছি যে, ইহাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্যই আমরা ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহি, আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার প্রয়োজনে নহে।

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী
১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এই কয়দিন আমি কাহাকেও কোনও পত্র লিখিতে পারি নাই। পুপুন্‌কী আসিয়াই মঙ্গলবাঁধের কাজে লাগিয়াছি। প্রাতে কার্য্যস্থলে চলিয়া যাই, আহারাদি সেখানে বসিয়াই করি, প্রত্যহই কাজ সারিতে সারিতে রাত্রি দশটা হইয়া যায়। এবার শীত অন্যবার অপেক্ষা তীব্রতর দেখা যাইতেছে। আজ মঙ্গলকুটীরের পইনের অর্থাৎ জল বাহির হইয়া যাইবার পথের এক তৃতীয়াংশ কাজ শেষ হইয়া যাইবে। প্রাতে আটটায়

কাজে লাগিব, সারাদিন মাঠেই থাকিব, সন্ধ্যায় বা তারপরে ফিরিব এবং এই রাত্রেই দেরাদুন এক্সপ্রেসে বারাণসী রওনা হইব। কাশী হইতে দুই চারিদিন মধ্যেই পুনঃ কলিকাতা হইয়া ফিরিতেছি। পত্রাদি পুপুন্‌কী ঠিকানাতেই লিখিও।

তোমাদের ওখানে সমবেত উপাসনার প্রতি যুবক ছেলেদের খুব নজর পড়িয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু সমবেত উপাসনার প্রসার ও অনুশীলনের সম্পর্কে আগ্রহী কর্ম্মীরা তোমাদের অন্যতর সাধু প্রস্তাবগুলিকে কার্য্যতঃ রূপ দিতে পরোক্ষ বাধা স্বরূপ হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিতও হইলাম। সমবেত উপাসনার মতন পবিত্র কার্য্যে ইহাদের রুচি হইয়াছে, ইহা এক অতীব শুভ লক্ষণ। কিন্তু অন্যতর প্রস্তাব ও সঙ্কল্প-সমূহকে ব্যাহত করিয়া দিবার মত হুজুগে ইহা পরিণত হইতেছে দেখিয়া আতঙ্কিত হইলাম। সমবেত উপাসনার প্রসার করিতে হইবে বলিয়া অন্য সকল প্রস্তাব, সঙ্কল্প ও প্রয়োজনকে একেবারে অবহেলায় ডুবাইয়া দিতে হইবে, ইহা ত' মারাত্মক ভক্তি। যাহা হউক, ইহাদিগকে তোমরা বাধা দিও না। সত্য সত্য প্রেম লইয়া কাজে নামিয়া থাকিলে ইহাদের এই কাজ ধারাবাহিক ভাবে চলিবে। তাহাতে আমার, তোমার, জগতের সকলের লাভ। আর যদি হঠাৎ হুজুগে ইহারা মাতিয়া থাকে, তবে কতকদিন পরে ইহাদের শ্রান্তি আসিবে, ক্লান্তিবোধ হইবে, উদ্যমে ভাঁটা পড়িবে। ইহাদের কাজে বাধা না দিয়া

তোমরা তোমাদের কাজগুলি করিতে লাগিয়া যাও। ইহারা যখন তোমাদের অন্যান্য কাজগুলি কিছুতেই করিবে না বা করিতে সহায়তা দিবে না এবং কথা কহিতে গেলে যখন কলহই করিবে, তখন ইহাদের বাদ দিয়া অন্য কর্ম্মীদের দ্বারা তোমাদের আরব্ধ অন্যান্য কর্ত্তব্য উদ্‌যাপিত কর।

একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও। তাহা এই যে, কাহাকে দিয়া কোন্ কাজ হইল না বা হইবে না, সেই বিবেচনাকে কদাচ প্রাধান্য দিবে না। কাহাকে দিয়া কোন্ কাজটুকু হইতে পারে, তাহাই সর্ব্বদা লক্ষ্য করিয়া চল। যাহাকে দিয়া যে সৎকার্য্যটুকু হওয়া সম্ভব, যাহা যাহার রুচিকর, ব্যবস্থার দোষে বা বিবেচনার ত্রুটিতে অনেক সময়েই তোমরা তাহাকে দিয়া সেই সৎকার্য্যটুকু করাও না বা করাইতে পার না। অর্থাৎ যাহা অনায়াসে বা অল্পায়াসে সিদ্ধ হইত, তাহা অসিদ্ধ থাকিয়া যায়। কে কি করিল না বা করিতে চাহিল না, সেই বিতর্কে অবতীর্ণ না হইয়া, কাহাকে দিয়া কি করান যাইবে, তাহার দিকে তোমরা নজর দাও। যোগ্য দৃষ্টির অভাবে কত সুসম্ভাবিতব্য কাজ অপূর্ণ রহিয়া যাইতেছে অথচ সময় এবং সুযোগ, স্বাস্থ্য এবং পরমায়ু চিরকাল সমান থাকে না। তোমরা মনের ক্ষোভ দূর কর, অসতর্কতা পরিহার কর, প্রতিজনের প্রতিবিন্দু শক্তি তার রুচিমত সাধ্যানুযায়ী সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া তাহাকে সার্থক হইবার সুযোগ দাও এবং তোমাদের

ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী জগন্মঙ্গল-পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপায়ণের পথে টানিয়া আন। কেবল জল্পনা আর হা-হুতাশে কোনও কাজ হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী
২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পুপুন্‌কীর রূপান্তর হইতেছে। গতকাল আলকুশা গ্রামের মাহাতোগণের প্রায় পঁচিশ জন আসিয়া সারা দিন ধান ক্ষেতে ধান কাটিয়াছে। তাহাদের এত ভক্তি যে, সন্ধ্যাকালে আহার করিবার আগে কিছুতেই তাহারা সমবেত উপাসনা না করিয়া অন্নজল গ্রহণ করিল না। এত ভক্তি ও সেবা-ভাব এদেশে কখনো ছিল না।

আজও কালাপাথর, কামনাগড়া ও কুমড়ীর গোয়ালা ও মাহাতোগণ প্রায় জন পঁচিশেক সারাদিন খাটিয়া ধান কাটিয়া দিয়া গেল। তাহাদেরও অন্নপ্রসাদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্তরের ভক্তি নিয়া প্রসাদ জ্ঞানে আহারীয় গ্রহণ করা এদেশে তেত্রিশ বৎসর দেখি নাই। তাই বলিতেছিলাম, হাওয়া ফিরিতেছে।

এখানে দামোদর-তীরে শবদাহ করিতে গেলে নেকড়ে বাঘগুলি আগুনের উপরে লাফাইয়া পড়িত, শ্মশান-বন্ধুদের তাড়াইয়া দিয়া অর্দ্ধদগ্ধ মড়া নামাইয়া লইয়া চিবাইয়া খাইত। এখানে টাঙ্গি হাতে করিয়া প্রভাবশালী অমর্ষী ব্যক্তির নিয়োজিত ঘাতক আমার মুণ্ড শিকারের জন্য দুইটী বৎসর গোপনে সুযোগ খুঁজিয়াছে, কেবল ঈশ্বর-কৃপায় সফল হয় নাই। এখানে ঘর জ্বালাইয়া আমাকে বিপন্ন করিবার জন্য ঘরে ঘরে বৈঠক বসিয়াছে, আমিই সাধিয়া তাহাদের সহায়তা করিবার জন্য দেয়াশলাই পাঠাইয়া দিয়াছি। সেই দেশে আমারই ক্ষেতের ধান কাটিতে লোক আসিতেছে, ইহা আশ্চর্য্য সংবাদ নহে কি?

যেখানে নির্লোভ নির্লালস পরিব্রাজককে জোর করিয়া ধরিয়া ভূমিদান করা হয় আর দানের পরেই দান-গ্রহীতাকে শতপ্রকারে হেয় করিবার জন্য ধারাবাহিক প্রয়াস পরিচালিত হয়,—যাহার জন্য আমাকে নগদ মূল্যে আরও বহু ভূমি কিনিয়া তবে আত্মসম্মান বজায় রাখিতে হইয়াছে, সেখানে এসব কি হাওয়া-বদলের লক্ষণ নহে? পতিতেরও উত্থান আছে, অধমও উত্তম হইবে, অজ্ঞানেরও জ্ঞানসঞ্চার ঘটিবে, —ইহা আমি চিরকাল বিশ্বাস করি। গুরুতর শ্রম করিয়া আজ যখন স্বোপার্জ্জিত ভূমির উপরে সমাজের স্থায়ী মঙ্গল গড়িয়া তুলিবার কাজে আমি ব্যস্ত, সেই সময়ে এই পট-পরিবর্ত্তনের

দৃশ্য আমার শ্রান্তি-হরণ করিতেছে। এই সময়ে তোমরা এখানে থাকিলে গুরুদেবের ধান্যক্ষেত্রে সুপক্ক ধানের শিস আর সাধারণ মানুষের প্রাণের মধ্যে জ্বলন্ত প্রেমের বহ্নি-শিখা দেখিলে কতই না আনন্দ পাইতে। ধানের শিস আর বহ্নিশিখা উভয়েই উর্দ্ধগামী। নিম্নদিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬২)

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী

২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া বড়ই সুখী হইয়াছি।

আমি ইহাই লক্ষ্য করিয়াছি যে, অনেকেই আমার নিকটে হুজুগে দীক্ষা লইয়াছিল। ইহারই ফলে ইহারা দীক্ষা পাইবার পরেও সাধন করে না। সাধন করে না বলিয়াই ইহারা গুরুভাইদের প্রতি প্রেম অনুভব করে না। সাধন করে না বলিয়াই ইহারা আমাকেও ভালবাসে না। যাহা হউক, আমি হয়ত শীঘ্রই বিলনিয়া বা সাব্রূম যাইবার পথে আগরতলা হল্ট করিব। তখনও দীক্ষা হইবে। কিন্তু যাহাতে হুজুগে আকৃষ্ট হইয়া কেহ সেই সময়ে দীক্ষার ঘরে না ঢুকিতে পারে, তাহার

কড়া ব্যবস্থা তোমাদের করিতে হইবে। দীক্ষা নেয়, সাধন করে না, ইহা যে কত বড় অপরাধ, ইহা ইহারা আজ বুঝিতেছে না। একদিন হয়ত বুঝিবার সময় আসিবে কিন্তু সেদিন সমগ্র জগৎ খুঁজিলেও আজিকার দিনটীকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না।

তুমি যেই সকল দেবচরিত্র গুরুভাইদের দেখিয়া নিজে দীক্ষা নিবার জন্য আগ্রহী হইয়াছিলে, তাহাদের কেহ কেহ এ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই স্থানান্তরে যাইতে চাইতেছ। তাহাদের মধ্যে দুই একজন সাধন-ভজনে অননুরাগী হইয়া অবান্তর বিষয় নিয়া মত্ত হইয়াছে বলিয়াও হয়ত তোমার মন অন্যত্র ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে। কিন্তু তোমার হতাশ হওয়া উচিত নহে। তোমার যে গুরুভাইরা সাধন-ভজন ছাড়িয়া দিয়া নামে মাত্র অখণ্ড হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের দিক হইতে তোমার দৃষ্টি ফিরাইয়া নাও। বিরাট জনসমাজে কত হাজার হাজার লোক রহিয়াছেন, যাঁহারা তোমার গুরুভাই নহেন, তাঁহাদের মধ্যে আদর্শের বাণী লইয়া অগ্রসর হও। গুরুভাই-নামধারী কপটাচারীরা পিছনেই পড়িয়া থাকুক। তুমি ব্রহ্মাণ্ডের আর সকলকে লইয়া তোমার লক্ষ্য-পথে অগ্রসর হও। জগৎকল্যাণে তোমার কাজ করিতে হইবে। জগৎকল্যাণে তোমাকে জীবনপাত করিতে হইবে। এই কথা ভুলিও না। গুরুভাই নাম দিয়া কতকগুলি অসাধক লোকের সহিত একটা

সাম্প্রদায়িকতার বন্ধনে আবদ্ধ হইবার কি প্রয়োজন রহিয়াছে? যে ব্যক্তি সাধন করিবে না বলিয়াই স্থির করিয়াছে, তাহাকে গুরুভাই বলিয়া ভাবিবারই বা কি আবশ্যকতা?

সারাদিনের মধ্যে আমার একটী নিমেষের অবসর নাই। প্রত্যহ প্রাতে কিছু আহার করিয়া সোজা মাঠে যাই, ফিরিয়া আসি কোনও দিন সন্ধ্যা সাতটায়, কোনও দিন আটটায়, কোনও দিন রাত্রি দশটাও হইয়া যায়। প্রখর শীতে খোলা মাঠে কাজ করিতে ক্লেশ অবশ্যম্ভাবী। এই কয়দিনের শ্রমে শরীর খারাপ বোধ করিতেছি, তাই ঠিক করিয়াছি আগামী দুই তিন দিন মাঠে এক দুই ঘন্টার বেশী থাকিব না। তাই তোমাদের পত্রের জবাব দিবার ফুরসুৎ হয়ত হইবে।

তোমার যেই সকল গুরুভাইকে দেখিতেছ বর্ত্তমানে উদাসীন তাহারা সকলেই যে উদাসীন থাকিয়া যাইবে, ইহা মনে করিও না। ইহাদের মধ্যেও অনেক সদাত্মা আছেন, যাঁহাদের আত্মপ্রকাশে বিলম্ব হইতেছে। যখন সকলেই জাগিতে চাহিতেছে, সেই সময়ে কেহ কেহ ঘুমাইয়া থাকিবার জন্য জিদ করিতে থাকিবে, ইহা অশোভন। কিন্তু ঘুমন্তকে মৃত বলিয়া মনে করিবার প্রয়োজন নাই। ইহারা তোমার কথা শোনে না বলিয়াই প্রয়োজনীয় কথা বলিতে বিরত হইবে, এমন কাপুরুষতা যেন তোমার কখনো না হয়। তুমি তোমার

কর্ত্তব্য করিয়া যাও। ফলাফলের দিকে তাকাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। তবে যদি মনে করিতে থাক যে তোমার শ্রম বিফলে যাইতেছে, তাহা হইলে সেখানে আরও অধিক পরিমাণে শ্রম করিবে, অভিনবতর পরিকল্পনার অধীনে কাজ করিবে। সকল ঘুমন্তকেই জাগাইতে হইবে, এমন কি মৃতকেও বাঁচাইতে হইবে।

সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরি-ওঁ

পুপুন্কী

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, শরীরের অধীন হইও না। মনকে সতেজ রাখ। তোমরা স্বরূপানন্দ-সন্তান। অসাধ্য-সাধন করিবার জন্যই তোমাদের জন্ম। ক্ষণকালের জন্যও আত্মবিশ্বাস হারাইও না। প্রেম আসিলে কাম থাকে না। তোমরা প্রকৃত প্রেমিক হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৪)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী
২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে। তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। তবে, সেই সুখের মধ্যে চন্দ্রের কলঙ্ক-রেখাবৎ একটুখানি দাগ আছে। তাহা এই যে, তোমরা মাত্র গুটিকতক গুরুভাই একটী প্রতিষ্ঠাশালী সহরে বাস করিতেছ, জনসমাজের মনোমন্দিরে ভগবানের আরতির বাতি জ্বালিবার কত তোমাদের সুযোগ, সুবিধা এবং সম্ভাবনা, কিন্তু তোমরা এই অল্প কয়টী লোক একলক্ষ্য একমত হইতে পারিতেছ না বলিয়া তোমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সামর্থ্যের অনুশীলন হইতেছে না, তোমাদের স্বাভাবিক শক্তি ক্রমশঃ ঝিমাইয়া মিয়াইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। আমি চাহি যে, তোমরা ঐক্যবলপ্রবুদ্ধ হও।

তুমি মাঝে মাঝে মৌনী থাকিতে চাহিতেছ, ইহা ত' খুব ভাল কথা। তবে মনে রাখিও, মৌনকালটুকুতে কুচিন্তা একেবারে প্রত্যাহার করিতে হইবে। স্বল্পকালই মৌনী থাক, ক্ষতি নাই কিন্তু তাহা যেন তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্কল্পকে দৃঢ়তর করে।

অনেক সময়ে কুচিন্তা আসে শরীরের ধর্ম্মে। ইহা নিয়া

মন খারাপ করিতে নাই। যথাসাধ্য দেহমন পবিত্র রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে থাক। কখনো কখনো বিফল হইতেছ বলিয়া নিজেকে অপদার্থ জ্ঞান করিবে কেন? নিজেকে কুচিন্তার ঊর্দ্ধে রাখিতে চেষ্টা করিবেই। সাফল্য বৈফল্য বড় কথা নয়, নিরন্তর পুরুষকার-প্রয়োগই বড় কথা। তুমি কোথায় দাঁড়াইয়া আছ, তাহা বড় কথা নয়, কোন্ দিকে যাইবার জন্য তুমি আপ্রাণ প্রয়াসী হইয়াছ, তাহাই বড় কথা। লক্ষ্য স্থির রাখ, চরণ তোমার যেখানেই থাক্।

দ্রব্যগুণে রোগ সারে, এই হিসাবে মাদুলী কখনো কখনো রোগারোগ্য-বিধায়ক হইতে পারে। কিন্তু মাদুলীদাতাকে স্বর্ণ, মুক্তা আদি কিনিয়া দিবার পরে আবার পারিশ্রমিক পঁচিশটী টাকা দিবার কথা যখন উঠিয়াছে, তখন ব্যাপারটা অন্যরূপ দাঁড়াইল। সাধুর বেশ ধরিয়া অনেকে পয়সা রুজি করিবার জন্য মাদুলী বেচে। ইহাদিগকে বিশ্বাস করার কোনও সার্থকতা দেখি না।

তুমি বাংলায় উপাসনা করিতে চাহিয়াছ। ইহাতে দোষ কি? কিন্তু বীজমন্ত্রের বাংলা অনুবাদ কি হইবে বল ত'? তাহার কোনও অনুবাদ হয় না। তাহার অর্থ অন্তরে জাগাইয়া রাখিতে হয়, তাহার বদলে মাতৃভাষার কোনও শব্দ চালান যায় না। সুতরাং "বাংলায় উপাসনা করিব" বলিলেই তুমি বাংলায় মন্ত্রজপ করিতে পারিতেছ কৈ?

সমবেত উপাসনাটী ত' বাংলায় হইবার উপায় নাই। স্তোত্রগুলি সংস্কৃতে রচিত বলিয়া ভারতের সকল প্রান্তের উপাসকদের পক্ষে সমান সুবোধ্য বা সমান দুর্ব্বোধ্য। অথবা আরও সত্য করিয়া বলিতে গেলে, ভারতের অধিকাংশ ভাষাই সংস্কৃতের কাছে সুপ্রচুর ঋণী বলিয়া সংস্কৃতে রচিত মন্ত্রের কতকাংশ সকলের নিকট প্রায় সমান সুবোধ্য। বিশেষতঃ রাজানুগ্রহ ব্যতীতই সংস্কৃত ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষারূপে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ভাষাতে সমবেত উপাসনা করিতে আপত্তি করা সঙ্গত নহে। একদিন ইয়োরোপ আমেরিকার লোকদের সহিত এই সংস্কৃতের মাধ্যমে আমাদের নিবিড় প্রাণের যোগ যে হইবে না, তাহা মনে করিও না। জার্ম্মেণীর এক শ্রেণীর বিদগ্ধ পুরুষ নিজেদের মধ্যে অনর্গল সংস্কৃতে কথা কহিয়া থাকেন।

সংস্কৃত স্তোত্রের উচ্চারণ তোমার শুদ্ধ হয় না। ইহারও প্রতীকার আছে। যাঁহাদের উচ্চারণ শুদ্ধ, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিয়া করিয়া বহুবারের চেষ্টায় তোমার এই ত্রুটির সংশোধন হইতে পারে। এই বিষয়ে সপ্রেম আগ্রহ থাকা দরকার। তোমাদের মধ্যে যাহাদের আগ্রহ আছে, তাহাদেরও দেখিয়াছি, যখন সুরজ্ঞ উচ্চারণ-দক্ষ ব্যক্তির সহিত সমবেত উপাসনায় বসে, তখনও নিজের সুর, কণ্ঠ ও অভ্যাসকেই প্রাধান্য দিয়া শিক্ষাপ্রদানক্ষম যোগ্য পুরুষের শিক্ষিত কণ্ঠকে

একেবারে অতলে ডুবাইয়া দেয়। ইহা হইতে বিরত হইতে হইবে।

সমবেত উপাসনাকে তোমরা প্রেম দিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। সমবেত উপাসনাকে আমি প্রাণতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকি। এই সমবেত উপাসনা একদিন পৃথিবীর সকল দেশে বিস্তার লাভ করিবে। যে দেশে হিন্দুধর্ম্ম বিস্তার লাভ করে নাই, এমন কি হয়ত একজনও হিন্দু নাই, তেমন দেশেও সমবেত উপাসনা নিজবলে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবে। ইহাও আশ্চর্য্য নহে যে, আমার এই শরীরের বিদ্যমানতায়ই এই সকল ঘটিয়া যাইবে। তোমরা সমবেত উপাসনাকে অবহেলা করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৫)

পুপুন্কী
২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

হরি-ওঁ

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার দুই বৎসর আগের লিখিত পত্রখানার অদ্য জবাব দিতে বসিয়াছি। হয়ত অবাক্ হইবে। আমার সন্তানের কোনও জিনিষ আমার নিকটে অবজ্ঞার নহে। অনাদর করিয়া আমি

একখানা পত্রও ফেলিয়া দেই না, যদিও অসংখ্য পত্র জমিয়া গেলে কখনো বস্তাবন্দী করিয়া, কখনো ছিঁড়িয়া, ট্রাঙ্ক, বাক্স, টেবিলের উপরে পত্রের ভিড় কমাই। তোমার পরবর্ত্তী পত্র এবং উক্ত পত্র, উভয়েরই জবাব একসঙ্গে দিতেছি।

"ওঙ্কারের জয়যাত্রা"তে আমার সত্য জীবনী প্রচারিত হইয়াছে, কল্পিত বা মিথ্যা কাহিনীর স্থান উহাতে হয় নাই। ইহারই জন্য ইহা দেখিয়া আসিয়া তোমার সহধর্ম্মিণীর মনে ব্রহ্মচর্য্য পালনের এমন সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। সত্যই আমার মৌনব্রত-কালে হাজার হাজার দম্পতী সুদীর্ঘ সংযম-ব্রত পালন করিয়া আমার তপস্যার সহিত যোগ রক্ষা করিয়াছিল এবং ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক দম্পতীই এই ব্রত সুনির্দ্দিষ্ট কাল পালন করিতে সমর্থ। "অসম্ভব" "অসম্ভব" বলিয়া কলরোল তুলিয়া দাম্পত্য-সংযম পালনকে একমাত্র অবতার-তুল্য মহাপুরুষগণেরই আচরণীয় অভাবনীয় ব্যাপার বলিয়া দূরে সরাইয়া না রাখিলে, এই ব্রতটী তোমাদের মতন রক্তমাংসের সাধারণ মানুষের পক্ষে উদ্‌যাপনযোগ্য ব্যাপার। অতীতে অনেকে ইহা পালন করিয়াছেন কিন্তু বিষয়টা সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচারিত হয় নাই। এই জন্যই ইহা অসাধ্য, অকল্পনীয় ও অভাবিত বলিয়া এক ধারণা তোমাদের জন্মিয়াছিল। আজ সুদীর্ঘকাল দাম্পত্য সংযম পালন করিয়া তোমরা ইহার সুসাধ্যতা বুঝিয়াছ এবং ইহা দ্বারা কি যে অপরিসীম শক্তিলাভ হয়,

তাহাও অনুভব করিতেছ। সুতরাং গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনের প্রয়োজনে যখন ইন্দ্রিয়-ব্যবহার সত্যই আবশ্যক হইবে, তখনকার সময়টুকু ছাড়া জীবনের বাকী সমগ্র সময় মধ্যে মধ্যে দুই চারি বৎসর করিয়া দাম্পত্য সংযম পালন করিয়া যাইতে থাক। তোমার সহধর্ম্মিণীকে সহস্রবার প্রশংসা করিতে হয় যে, অন্যান্য শত শত নারী "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" ছায়াছবি দেখিয়া আসিবার পরেও যখন ইন্দ্রিয়-সুখভোগাতুর জীবন যাপনের ব্যাকুলতা ছাড়িতে পারে নাই, তখন তোমার পত্নী ছবিটি দেখিয়া আসিবার পরক্ষণেই তোমাকে ব্রতাবদ্ধ করিতে সমর্থা হইয়াছে। তোমার স্ত্রীর ন্যায় আরও দুই চারি জনের স্ত্রী অন্যান্য স্থানে ইহা করিয়াছে। "ওঙ্কারের জয়যাত্রা" ছায়াছবির নির্ম্মাতাদের সমস্ত ব্যয় এবং শ্রমের সাফল্য এই দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

তোমাদের অঞ্চলে যাযাবর রিয়াংদের যে দুর্গতি হইয়াছে, তাহাতে আমি আন্তরিক ব্যথিত। অনেকগুলি জরুরী ব্যাপারেই সরকারী নীতি কোনও সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা নিয়া পরিচালিত হইতেছে না, ইহাই সাম্প্রতিক ঘটনাবলি হইতে প্রতীত হইতেছে। যাযাবরগণ ভূমি-সমস্যা-সমাধান-পথের এক নিদারুণ কণ্টক, ইহা যথার্থ। কিন্তু আদিমকাল হইতে যাহারা যাযাবর থাকিয়াই জুমফসলে জীবন ধারণ করিয়াছে, তাহাদিগকে একস্থানে স্থায়ী নিবাস স্থাপনে বাধ্য করিবার উপায় পুলিশের

লাঠি আর হস্তি-শুণ্ড নহে। ইহাদিগকে মারপিট করিয়া বা ইহাদের ঘর-দুয়ার ভাঙিয়া সর্ব্বস্ব বিনাশ করিলেই ইহারা যাযাবরত্ব পরিত্যাগ করিবে না। ইহাদের নিকটে এই বাণী ও আশ্বাস পৌছাইতে হইবে যে, ইহারা যে যেই স্থানে বসিয়াছে, সেই স্থান আর ত্যাগ করিতে পারিবে না, ত্যাগ করিলেই তাহাদের অধিকৃত সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত হইবে। তাহা হইলেই ইহাদের অধিকাংশেই ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যাযাবরত্ব ছাড়িবে। তাহার পরে ইহাদের শিখাইতে হইবে যে, বিরাট বন-সম্পদ কাটিয়া নষ্ট করিয়া জুম করার অপেক্ষা স্থায়ী ভাবে সুপরিষ্কৃত অল্পতর ভূমিতেও কি করিয়া লাভজনক কৃষি হইতে পারে। এই সহজ সরল পথ না ধরিয়া কেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব, মহকুমা অধিকর্ত্তা আদি লাঠি-সোটার প্রতি অত সুনজর দিলেন, তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। স্বাভাবিক ব্যাপারকে স্বাভাবিক ভাবে না নিলে পরিণামে অনেক অনর্থ আসে। আজিকার নিরীহ রিয়াং কাহারও কুপ্ররোচনায় যদি নাগাদের মত ক্ষিপ্ত হয়, তখন কি হইবে? যে ভদ্রলোকেরা তোমাদের ভোট ভাঙ্গাইয়া বিধান-সভায় আর লোকসভায় জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিতে যান, অবিলম্বে তাঁহাদের দৃষ্টি তোমরা সকলে মিলিয়া আকর্ষণ কর।

এই সকল রিয়াংদের মধ্যে আমাদের ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্য সুদীর্ঘকাল যাবৎ চলিয়াছে। ইহাদের অনেক আপদ-বিপদে

আমি আর্থিক সহায়তা করিবার চেষ্টা করিয়াছি আবার ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুই দশ দিন অর্দ্ধাশনে থাকিয়া পয়সা বাঁচাইয়া তাহাও আমাকে মঙ্গলবাঁধ মেরামতের কার্য্যে পাঠাইয়াছে। ইহাদের সহিত আমার এই অন্তরঙ্গতার বিষয় জানিবার পরে কেহ কেহ যে প্রচার আরম্ভ করিয়াছে,—“তোমরা স্বরূপানন্দের শিষ্য হও, দেখিও সরকারী কর্ত্তারা তোমাদের জুমের জমি কাড়িয়া নিতে পারিবে না।”—ইহা হয়ত খুব অস্বাভাবিক নহে। আমি খ্রীষ্টান মিশনারীদের মত ধনী নহি অথবা সমগ্র খ্রীষ্টান পৃথিবী ঐ সকল মিশনারীদের পিছনে যেমন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আমার পিছনে তোমার দেশের বা সমাজের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ শক্তিও সেইভাবে দাঁড়াইয়া নাই। তবু যে বিপন্ন রিয়াংরা আমাকেই ত্রাণকর্ত্তা মনে করিতে চাহিতেছে, তাহার কারণ এই যে, অত্যাচারের প্রবল স্রোতের মাঝে ধরিবার মত আজ একটী তৃণখণ্ডও তাহাদের হাতের কাছে নাই। এই অবস্থাতে তাহারা কেহ কেহ আমাকে রাজনৈতিক ব্যাপারেও সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া ভ্রম করিতে স্বভাবতই পারে। কিন্তু তোমাদের কোনও গুরুভাই নিজেদের সমধর্ম্মীর সংখ্যা বাড়াইবার জন্য এই পরিস্থিতিকে যদি সুযোগ রূপে গ্রহণ করে, তবে জানিও, তাহা অন্যায় এবং পাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তোমরা এই জাতীয় হীন প্রচারণা বন্ধ করিবার আশু ব্যবস্থা কর। অন্যদিকে তোমরা চারিদিক হইতে আবেদন-নিবেদন বিধান-সভায়,

বিধান-সভার সদস্যদের নিকট এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পাঠাইতে থাক। এই সম্পর্কে স্থানে স্থানে জনসভার অনুষ্ঠান হইলে ভাল হয় আর এই সম্পর্কে যাবতীয় সংবাদপত্র-সম্পাদকদের তোমরা অবহিত কর। এই সকল ভ্রম-ত্রুটি-অব্যবস্থার সংশোধনের জন্য যদি লেখনী ধারণ না করিবেন, তবে সম্পাদক হইয়া পত্রিকা অফিসের চেয়ারে বসা বৃথা আড়ম্বর মাত্র।

*　　*　　*　　*

তোমাদের স্বামি-স্ত্রীর দুই বৎসরের ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত উদ্‌যাপনের পরে পুনরায় একবৎসরের জন্য ব্রতাবদ্ধ হইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। এই বৎসরটীও সানন্দে কাটিয়া যাউক। ইহার পরে তোমরা সন্তান লাভে সচেষ্ট হইও।

তোমাদের মণ্ডলীতে সমবেত উপাসনায় কেহ আসে না শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু সুখবর এই দিয়াছ যে, নাথ-জাতীয় ভ্রাতা-ভগিনীরা অধিক সংখ্যায় আসে। বেশ, ইহাই মন্দ কি, এই সমাজের লোকের মধ্যেই এখন তোমাদের প্রচারণা বাড়াইয়া দাও। ফলে সমবেত উপাসনায় উপস্থিতির সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে পারে। সমবেত উপাসনা আমার হৃৎপিণ্ড-স্বরূপ। যে ইহাতে যোগদান করে, সে আমার অপরিসীম প্রীতি অর্জ্জন করে, আমাকে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি দান করে। আমাকে যাহারা ভালবাসে, তাহাদের প্রতিজনের কাছে আমার মনের এই কথাটী বারংবার শুনাও।

প্রেমহীন জীবন লইয়া মানুষগুলি অন্ধের মত চলিতেছে। এই জন্যই কেহই কোনও মতে বা পথে সুস্থির হইতে পারিতেছে না। তোমরা অপ্রেমিকদিগকে প্রেমিক হইতে সহায়তা কর। কেবল ঘৃণ্য স্বার্থসেবা আর ক্ষুদ্র সুখে লোভ করিয়া করিয়া সকলে যে রসাতলে গেল।

তোমাদের ওখানে আমার একটী ভ্রমণ-তালিকা হয়ত কয়েক মাস পরেই রচিত হইবে। দীক্ষার ঘরে কতকগুলি বাজে লোকের ভিড় হইবে না, ইহাই আমি চাহি। যাহারা আমার চিন্তা ও আদর্শের সহিত পরিচিত হইয়াছে, যাহারা আমার প্রদর্শিত পথে আমৃত্যু সঙ্কল্পে চলিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, যাহারা গুরুবাক্য পালনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে বদ্ধপরিকর, যাহারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে যে-কোনও সময়ে বলি দিয়া সর্ব্বজনের কুশল সম্পাদনে সহায়তা করিতে প্রস্তুত, মাত্র তেমন লোকদেরই দীক্ষার ঘরে ঢুকিতে দিও। দীক্ষাকে একটা হুজুগের ব্যাপারে পরিণত হইতে দিবার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, লক্ষ শিষ্যের গুরু হইয়াও জগৎকল্যাণকর্ম্মে আমি প্রায় একাকী শ্রম করিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছি। এই ব্যাপারে তোমাদের দায়িত্ব কম নহে। মানুষের মধ্যে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রচার তোমরা করিতেছ না। অথচ দীক্ষার ঘরে ভিড় সামলান কঠিন হইতেছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৬)

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী
২রা পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এবার জন্মদিনে আমার টাটানগর আসি আসি করিয়াও আসা হইল না। এজন্য কেহ মনঃক্ষুন্ন হইও না। এখন মঙ্গলবাঁধ মেরামতই সবচেয়ে বড় কথা। আগামী জন্মদিনে আসিব।

তুমি শীঘ্রই শ্বশুরালয়ে যাইবে শুনিয়া সুখী হইলাম। বিবাহের পরে মেয়েদের শ্বশুরগৃহের উপযোগী করিয়া মনটীকে গঠন করা প্রয়োজন। ভারতীয় গার্হস্থ্যের আদর্শ হইতেছে সকল পরিজনদের সেবার মধ্য দিয়া অন্তরে তৃপ্তি, তুষ্টি ও আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করা। স্বামী ও তাঁহার আত্মীয়দিগকে সৎপথে আকৃষ্ট করিবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস পাওয়া প্রত্যেক বধূর কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য উদ্‌যাপন করিতে হইলে সেই সংসারের প্রত্যেকটী প্রাণীকে ভালবাসিতে হইবে। স্বামীর সংসারের কুকুর-বিড়ালগুলির জন্যও অন্তরে অফুরন্ত প্রেম চাই। তবেই সংসার মধুময় হয়। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সংসার মধুময় হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৭)

হরি-ওঁ পুপুন্‌কী
২রা পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি দরিদ্র বলিয়া সমবেত উপাসনায় যাইবে না, ইহা কোনও কাজের কথা নহে। অন্যান্য ভাইবোনেরা সকলেই কি সঙ্ঘের জন্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করিতেছে? অনেকে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কিছু করে না। তোমার সামর্থ্য নাই, তুমি আত্মীয়-বান্ধব দ্বারা প্রবঞ্চিতা বিষয়বুদ্ধিহীনা দুর্ভাগা বিধবা। তুমি মোটা মোটা টাকা মণ্ডলীকে চাঁদা দিতে পার না বলিয়া যাহারা তোমাকে বিদ্রূপ করে, তাহারা সঙ্ঘের শত্রু। অখণ্ডমণ্ডলীর সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে খালি হাতে আসিতে নাই। তুমি একটী গুচ্ছ দূর্ব্বা বা কয়েকটী বিল্ব-তুলসী নিয়াই যোগ দিও। টাকা দিতে পার না বলিয়া যাহারা গঞ্জনা করিবে, তাহারা আদর্শভ্রষ্ট পাপিষ্ঠ। তুমি তাহাদের নিন্দাবাক্যে কর্ণপাতও করিও না।

তোমার মতন অভাগা নারীরা দলে দলে শুধু পুষ্প-চন্দন হাতে লইয়া সমবেত উপাসনায় যোগদান করিতে আসুক। আমি ইহাই চাহি। ধনগর্ব্বে স্ফীত দাম্ভিকদের জন্য সমবেত উপাসনা নহে, তাহাদের জন্য আত্মপ্রচারের দুয়ার অন্যত্র

খোলা রহিয়াছে। উপাসনায় প্রতিজনে নিরহঙ্কার মনে আসিয়া যোগ দিবে, ইহাই আমার ইচ্ছা এবং নির্দ্দেশ।

লক্ষ্য হউক তোমাদের প্রেম। কাহারও প্রশংসালাভ যেন তোমাদের লক্ষ্য না হয়। কাহারও নিন্দাতে যেন তোমাদের মন বিচলিত না হয়। কে কত গভীর ভাবে ভগবানে প্রেম অর্পণ করিতে পার, তাহা নিয়া হউক তোমাদের সুদারুণ প্রতিযোগিতা। প্রেমের অনুশীলনে সকলে সকলকে ছাড়াইয়া যাইতে চেষ্টা কর। প্রেমের অভিনয়ে দু'দিনের যশ মিলে, শান্তি আসে না, অন্তরে বাহিরে পুষ্টির সঞ্চার হয় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৮)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

২রা পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার নিকটে এখন হইতে নানা স্থানের মণ্ডলীর চিঠি-পত্র যাইতে পারে। সেই সকল চিঠি গেলে তাহা তুমি তোমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা নিজস্ব ধন বলিয়া মনে না করিয়া, তাহাতে তোমার প্রত্যেকটী গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীর প্রয়োজন এবং অধিকার আছে মনে করিয়া তাহা প্রত্যেককে দেখাইও এবং সেই সকল পত্র হইতে প্রত্যেকে যতটুকু জ্ঞান, বিবেক, সদ্‌বুদ্ধি ও প্রেরণা সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার সুযোগ দিও।

অবশ্য, কোনও পত্রে তোমার নিতান্ত ব্যক্তিগত বিষয় থাকিলে তাহা সকলকে দেখান সঙ্গতও নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে।

তোমাদের ক্ষুদ্র সহরটীর চারিদিকে কত স্থানে কত বন-জঙ্গলের আনাচে কানাচে তোমার গুরুভাই এবং গুরুভগিনী কোনও প্রকারে আসিয়া মাথা গুজিয়া রহিয়াছে, তাহা খুঁজিলেই বুঝিবে। ইহাদের প্রত্যেককে পাতি পাতি করিয়া অন্বেষণ করিয়া বাহির কর এবং সকলকে সমবেত উপাসনার প্রতি আকৃষ্ট কর।

তুমি ধনী বা পদস্থ নহ বলিয়া কেহ তোমার কথা শুনিবে না, ইহা মনে করিও না। যাহাদের ধনী মনে কর, তাহারা প্রতিজনেই ধনী নহে। অনেকে ধনীর সম্মান লাভ করিয়াও দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দরুণ নানা অজানিত বিপদে পড়িয়া কায়ক্লেশে জীবন যাপন করিতেছি। আর ধনীরা সকলেই দরিদ্রকে অবজ্ঞা করে, ইহাও মনে করা সঙ্গত হইবে না। অনেক ধনীই প্রাণহীন বটে কিন্তু কতক ধনীর ভিতরে প্রাণের চাঞ্চল্য পূর্ণভাবে বিদ্যমান। কাহাকেও ধনী বা দরিদ্র হিসাবে না ডাকিয়া, মানুষ হিসাবে ডাকিবে। মানুষের ডাক মানুষ শুনিবে। মানুষ হিসাবে মানুষকে ডাকিলে তোমার ধন বা পদমর্য্যাদারও প্রয়োজন পড়িবে না। মানুষ হইতে গেলেই প্রেমের প্রয়োজন। প্রেম তোমাদের হউক অফুরন্ত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee, TK, DHANBAD

(৬৯)

হরি-ওঁ   পুপুন্কী
২রা পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের কি স্থানীয় যুবকদের প্রতি কোনও কর্ত্তব্য নাই? আমি আমার সমগ্র কৈশোর এবং যৌবন এমনকি প্রৌঢ়াবস্থারও অধিকাংশ কাল কাটাইয়াছি, যুবকদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের প্রচারে, বীর্য্যের বাণী বর্ষণে, অমানুষকে মানুষ করিবার চেষ্টায়, হতাশ-পতিতকে টানিয়া তুলিয়া নবজীবনের অরুণালোক প্রদর্শনের প্রয়াসে। সেই কাজ তোমাদের প্রতিজনের হাতে তুলিয়া নিবার কি সময় আসে নাই?

আমি চাহি যে, আর একটী দিনও বিলম্ব না করিয়া বালক, কিশোর এবং যুবকদের মধ্যে কাজ সুরু কর। আমি চাহি যে, এই ক্ষুদ্র সহরে যে কয়টী তোমার সমদীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষ ও নারী আছে তাহাদের প্রতিজনকে আজ এই মুহূর্ত্ত হইতেই কাজে নামাইয়া দাও। এজন্য অফুরন্ত প্রেম লইয়া তোমরা অগ্রসর হও। সম্প্রদায়-বিস্তার নহে, মানুষ-গড়া তোমাদের লক্ষ্য হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭০)

হরি-ওঁ   পুপুন্কী
২রা পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শ্রীমান্ ম—আমার নোয়াখালী জেলায় অবস্থিত আশ্রমটীর দায়িত্ব নিয়া নিয়ত কেবল বিপদ-আপদের সহিত লড়াই দিয়াই চলিতেছে। সম্প্রতি তাহার বিরুদ্ধে কয়েকটী মুসলমান স্ত্রীলোককে বাদী করিয়া একটী মিথ্যা মামলা উপস্থিত করান হইয়াছে। সে আজ সাত মাস ধরিয়া মৌনী। এই অবস্থায় তোমরা তাহার বিপদে সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে, ইহাই আমি প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। তাই তোমাদের পত্র লিখিয়াছিলাম।

তুমি জবাবে লিখিলে যে, তুমি মামলা-মোকদ্দমা বোঝ না, এইজন্য ফেণী যাওয়া অনাবশ্যক জ্ঞান করিলে। চমৎকার গুরুভাই তুমি। একটা বিপদের সময়ে হৃদয়বান পরে পর্য্যন্ত আসিয়া দুইটী মুখের সহানুভূতি জানাইয়া যায়। তুমি যদি ফেণী গিয়া শ্রীমান ম—র সহিত দেখা করিয়া দুইটী সহানুভূতির কথা বলিয়া আসিতে, তাহা হইলে তোমার নয় শত পঞ্চাশ টাকা রেলভাড়া লাগিত না। তোমার পত্র হইতে তোমাদের হৃদয়হীনতা ও অন্তঃসারশূন্যতার পরিচয় পাইতেছি। গুরুভাই এর বিপদে গুরুভাই এর প্রাণ যেখানে কাঁদে না, সেখানে

গুরুদেবের জন্মোৎসবে লাবড়া-খিচুড়ী খরচ করা যে একটা অর্থহীন হুজুগ, তাহা তোমাদের বোধগম্য হইবে কবে? যেই পত্রে তুমি তোমার অপদার্থতার এমন চমৎকার পরিচয় দিয়াছ, সেই পত্রেই আবার নিতান্ত নির্ল্লজ্জের মত আমার কাছে প্রার্থনা করিয়াছ যেন তোমাদের আগামী ১৩ই পৌষের জন্মোৎসব সফল হয়। গুরুদেবের কার্য্যভার নিয়া যে সকল শিষ্য বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া আছে, তাহাদের উপরে সত্যিকার বিপদ আসিয়া পড়ার পরেও দূরে দূরে সরিয়া থাকিয়া গুরুদেবের জন্মদিনে কতকগুলি হুজুগ, আড়ম্বর, জনসমারোহ, দীয়তাং ভোজ্যতাং করাকে কি তোমরা জন্মোৎসব বল? আমি ইহাকে জন্মোৎসব বলি না, আমি ইহাকে নাম দেই প্রহসন। তোমরা প্রহসন হইতে বিরত হও। আমার জন্মোৎসবের নাম করিয়া তোমরা যাহা করিতে যাইতেছ, তাহাতে কোনও আধ্যাত্মিক কুশল আসিবে বলিয়া কোন্ যুক্তিতে ধারণা করিতেছ? গুরুতে প্রেম নাই বলিয়া তোমাদের গুরুভাইতে প্রেম নাই,—তবু জন্মোৎসব?

সত্যই যদি জন্মোৎসব করিতে হয়, অনাড়ম্বর হইয়া নিজগৃহে বসিয়া অনশনে থাকিয়া ঐ দিনটী ভগবানের নাম করিয়া কর্ত্তব্য অবহেলার প্রায়শ্চিত্ত কর, ইহাই আমি চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭১)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

৫ই পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিবে।

আজ বড় কঠোর শ্রম গিয়াছে। মঙ্গলকুটীরের উপরে লিণ্টেল ভুল করা হইয়াছিল। সংশোধন করিতে আমাকেই মাচা বাহিয়া উঠিতে এবং কর্ণি ধরিতে হইল। নামিয়া আসিবার উপায় নাই, তাই বেলা ২।।০টায় আহারীয় ঐ উপরেই নেওয়াইতে হইল। খাইতে খাইতে একটা লঙ্কা লিণ্টেলের গাঁথুনির মধ্যে পড়িয়া গেল। ভাবিলাম, শুধু লঙ্কায় ত' চলিবে না, দুটি আতপান্নও নিক্ষেপ করি। সুতরাং দরজার উপরে চিরকালের জন্য আমার প্রসাদ সিমেণ্টের বুকে সযত্নে গাঁথুনী হইয়া রহিল। আর রহিল আমার আশীর্ব্বাদ যে, এখানে আসিয়া নিবিষ্ট মনে যে অখণ্ডনামের সেবা করিবে, সে বাহিরে গিয়া পরিশ্রম করিলেই অন্নার্জ্জন করিবে, অন্নের চিন্তা তাহার থাকিবে না। এই বরটি আমি তোমাদের সকলের দিকে তাহাইয়া দিয়া রাখিলাম জানিও।

পরিশ্রম রোজই চলিতেছে, কিন্তু স্নানাহারটা সময়মত করি। আজ স্নান হয় নাই, প্রাতেও এককণা জলযোগ হয় নাই। আহারও অসময়ে হইল বলিয়া দুই তিন চামচের বেশী

গ্রহণ করিতে পারি নাই। তবে আনন্দ এই যে, যত কাজ বাড়িতেছে, তত কাজ শেষও হইতেছে। অবশ্য যাবজ্জীবন আমার যত কাজ শেষ হইবে, তত কাজই বাড়িতে থাকিবে। দুইটাই আমার নিকটে সমান আনন্দের। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭২)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী
৭ই পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার ২১শে ভাদ্র তারিখের পত্র পাইয়াছি। আমি এখন মঙ্গলবাঁধের কাজ নিয়া এত ব্যস্ত যে, হাজার পত্র টেবিলে জমিয়া গিয়াছে। এই কারণেই তোমার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। এই বিলম্বের জন্য মনে কোনও ক্লেশ নিও না।

তোমরা পাহাড়ীরা বড় সরল, বড়ই সহজ-বিশ্বাসপরায়ণ। ইহা তোমাদের এক মস্তবড় গুণ, ইহাই আবার তোমাদের এক মারাত্মক দোষ। তোমাদের সরলতার ও সহজ-বিশ্বাসপ্রবণতার সুযোগে অনেকে তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে, আবার অনেকে ধর্ম্মের নামে তোমাদিগকে বিপথেও

পরিচালিত করিয়াছে। তোমরা পরস্পরের ভাষা না বুঝিলেও এক গোত্রের পাহাড়ীর অন্য গোত্রের পাহাড়ীদের সহিত ভাব-বিনিময়ের জন্য চিরকাল কম পক্ষে হাজার বছর ধরিয়া বাংলা ভাষাকে মাধ্যম করিয়া চলিয়াছিলে। এই ব্যাপারে আগরতলার মহারাজাদিরাজগণের কৃতিত্ব অসাধারণ। কিন্তু সম্প্রতি ভাষার গতি অন্য অসরল পথে পরিচালনের চেষ্টা দেখা যাইতেছে। তোমাদের চরিত্রে এবং বিশ্বাসে সহজে গ্রহণ এবং সহজে বর্জ্জনের প্রবণতা থাকায়, জানিনা, কতকাল তোমাদের সহিত বঙ্গভাষায় যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারিব। হয়ত কয়েক দশকের মধ্যেই তোমরা বঙ্গভাষায় সঞ্চিত আমাদের স্বচ্ছ চিন্তাগুলির সহিত পরিচয় স্থাপনের ক্ষমতা, যোগ্যতা, সুযোগ এবং অনুরাগ হারাইয়া ফেলিবে। এই সময়ে তোমাদের সমাজের মধ্যে একটা বিপ্লবের অগ্রদূত রূপে প্রবেশ করিতে আমি একটু কিন্তু কিন্তু বোধ করিতেছি।

অখণ্ডমতে বিবাহ এবং শ্রাদ্ধ আমি প্রচলন করি নাই। এই মতে একদা বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদি সর্ব্বকার্য্য হইবে, এই ভবিষ্যদ্বাণী মাত্র আমি করিয়াছিলাম। আজ সেই ভবিষ্যৎবাণী দিকে দিকে ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারই সাফল্য দেখিয়া তোমরা পর্য্যন্ত পাহাড়-অঞ্চলে অখণ্ডমতে বিবাহ ও শ্রাদ্ধ প্রথার প্রচলনে আগ্রহী হইয়াছ। তুমি চাহিয়াছ, অখণ্ডমতে বিবাহের পদ্ধতিটী যেন বিস্তারিত ভাবে লিখিয়া আমি

তোমাদের নিকটে পাঠাই। তাহা হইলেই এই মাঘে ফাল্গুনে যে কয়েক শত বিবাহ তোমাদের জাতির মধ্যে হইবে, তাহা অখণ্ড বিধানে হইতে পারিবে।

কিন্তু বাবা অত তাড়াতাড়ি কোনও নূতন মত বা নূতন পথ গ্রহণ করিতে নাই। আগেই বলিয়াছি, তোমরা সরল এবং সহজ-বিশ্বাসপ্রবণ। হঠাৎ নূতন মতে চলিয়া অনেক বিবাহ-শাদী ঘটাইয়া তারপরে একদিন যদি ভিন্নমতাবলম্বী একজন বাক্‌পটু লোকের কথার দাপটের সম্মুখে পড়িয়া তোমাদের মতটা বদল হইয়া যায় তখন কেমন হইবে? আগে তোমাদের জাতির পাহাড়ী সম্প্রদায়ের আশি নব্বই হাজার লোকের মোড়লদের আনিয়া একত্র কর, সকলে মিলিয়া বৈঠক করিয়া আগে স্থির কর যে, সমস্ত সমাজই বাবামণির নির্দ্দেশে চলিবে, প্রাণ-গেলেও বারংবার মত ও পথ পরিবর্ত্তিত করিবে না, তবে ত' আমি তোমাদিগকে অখণ্ডমতে বিবাহ-কার্য্য করাইতে নির্দ্দেশ দিতে পারি!

বিবাহের মত আনন্দজনক ব্যাপারে খাওয়া-দাওয়ার ও আমোদ-প্রমোদের প্রাচুর্য্য থাকা স্বাভাবিক। যাহার যাহা খাদ্য, সে তাহা খাইবে, ইহাতে বোধ হয় আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু অখণ্ডবিধানে বিবাহ হইবার পরে মটকীর পর মটকী বোঝাই মদ্যরস সমস্ত বাড়ীর আঙ্গিনা বাহিয়া চারিদিকে গড়াইতে থাকিবে, উন্মত্তের ন্যায় কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া

নারীপুরুষেরা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিবে, ইহা কি প্রকারে সমর্থন করা যাইবে? এই কারণেই অখণ্ড-বিধানে বিবাহ প্রবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে তোমাদের সমস্ত সমাজটীর একত্র হইয়া সঙ্কল্প গ্রহণ প্রয়োজন। একবার আমি তোমাদের অঞ্চলে সমস্রাধিক নরনারীকে দীক্ষা দিয়াছিলাম। দীক্ষারই স্বাভাবিক ফলে ইহারা মদ্যপান পরিত্যাগ করিয়াছিল। যাহাদের জুমের ফসল উঠিবার পরে দুই-তৃতীয়াংশ ধান্য মদ্য প্রস্তুত করিতে চলিয়া যায়, তাহারা দীক্ষা নিয়াই মদ্যপান ত্যাগ করিয়া ফেলিল। ইহা এক আশ্চর্য্য ঘটনা। তোমরাও ত' সেই সকল দীক্ষিতদের অন্যতম। তোমরা নিজেরাও ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলে। কিন্তু প্রচুর মদ্যপান তোমাদের সামাজিক প্রথা, অঢেল মদ্যপান তোমাদের সমাজিক শিষ্টাচার, বেপরোয়া মদ্যপান তোমাদের কৌলিক সংস্কার। তাই কয়েক সহস্র লোকের মদ্যপানবিরতি দেখিয়া তখন তোমাদের সমাজের মাথাওয়ালা লোকগুলি আমার বিরুদ্ধে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল। আমি যখন ডাক্তার অবিনাশকে নেতা করিয়া ঐ দুর্গম অরণ্যে গ্রামে গ্রামে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের জন্য সেবাদান করিতে পাঠাইয়াছিলাম, তখন ইহাদের নিকটে আমার কর্ম্মীরা লাঞ্ছিত হইয়াছিল। এই সকল ঘটনার কথা স্মরণ রাখিয়া তোমাদের ধীরভাবে বিবেচনা করিতে হইবে যে, অখণ্ড-মতে বিবাহের প্রথা তোমরা প্রচলন করিবে কি না। আমি ত' চাহি যে,

তোমরা সাহস সঞ্চয় কর, কিন্তু হঠকারিতা করিয়া, বিনা বিবেচনায়, সহসা নূতন মতে আসা উচিত হইবে না। অখণ্ড-বিধানে বিবাহ হইলে সেই বিবাহে মদ্যপান চলিবে না।

তোমাদের সহজ-বিশ্বাসপরায়ণতার আর একটা দৃষ্টান্ত বলি। সামান্য কিছুদিন আগে তোমাদেরই স্বজাতীয় একজন পাহাড়ীয়া সাধু হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া টিলায় টিলায় ঘুরিয়া তাঁর ইচ্ছামতন এক ধর্ম্মের প্রচার করিতেছিলেন। তিনি আমার বিরুদ্ধে, আমার মতামতের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করিতে লাগিলেন। যেই মুহূর্ত্তে তাঁহার এই অদ্ভুত প্রচারকার্য্য সুরু হইল, সঙ্গে সঙ্গে তোমার জাতি-ভাইরা অকারণে আমার উপরে ক্ষেপিয়া গেল। তখন তোমাদের মধ্যে দুই চারিজন নিষ্ঠাবান সাধক ব্যতীত আর সকলের মন ও মুখ আমার দিক হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল। সামান্য একটু প্রচারণায় তোমাদের অনেক দিনের গৃহীত মতামত যেন দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল। এই ভাবে সহজে যাহাদের মত টলে, মন গলে, বুদ্ধি চলে, এই ভাবে সহজে যাহাদের বিবেক-বিচার পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাদের জন্য একটা বিধান-প্রবর্ত্তন হঠাৎ হইতে পারে না।

আমার কাছ হইতে বিবাহের বিধান পাইবার জন্য তোমরা আগে প্রস্তুত হও। তারপরে আমি আসিয়া এক দিনে সমস্ত সমাজের গঠন পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া যাইব। বিপ্লব আমার

জন্ম-নক্ষত্রের গতিপথ, বিপ্লব আমার সমগ্র জীবনব্যাপী সাধন, বিপ্লব আমার রক্তমাংস-মেদমজ্জায় ওতপ্রোত। আমি কি বিপ্লবকে অপছন্দ করিব? কিন্তু তোমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। আমার একটী মাত্র অঙ্গুলী-হেলনে যাহারা প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হইবে, আগে তাহাদের খুঁজিয়া বাহির কর। তাহাদিগকে অন্ধকার গুহা আর নিবিড় মুলিবাঁশের ঘন জঙ্গলের ছায়া হইতে টানিয়া প্রদীপ্ত সূর্য্যকিরণে দণ্ডায়মান কর। তাহাদের কণ্ঠে ধ্বনি উচ্চারিত হউক,—"হে গুরো, তোমার আদেশ পালনের জন্য প্রয়োজন হইলে নিজ নিজ হৃৎপিণ্ড স্বহস্তে উৎপাটিত করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইব না।" তবে ত' আমি কাজ আরম্ভ করিব! আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, একথা তোমরা বিশ্বাস করিতে পার। কিন্তু আমার সৈন্যদল কোথায়? বিনা সৈনিকে যুদ্ধ-পরিচালন সম্ভব নহে।

তোমরা যে কয়জন আছ আমার বিশ্বাসী কর্ম্মী, তাহাদের প্রতিজনকে অবিলম্বে পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। আমার বিপ্লব সাধনের জন্য তোমাদিগকে হাজার হাজার সৈনিক সংগ্রহ করিতে হইবে। এমন সৈনিক, যাহারা জীবনকে, মৃত্যুকে, জয়কে, পরাজয়কে সমান বলিয়া জ্ঞান করে, উপদেশ-পালনকেই জীবনের চূড়ান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করে।

কেহ কেহ অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ ও বিবাহ করিতেছে কেবল ব্যয়-সঙ্কোচের প্রয়োজনে। অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ ও বিবাহে সত্যই

ব্যয় বড় অল্প। বিশেষতঃ এই সকল উপাসনায় যাহারা যোগ দিবে, তাহাদের প্রত্যেককেই হাতে করিয়া কিছু না কিছু নিয়া আসিতে হয় বলিয়া একের বিরাট বোঝা দশের হাতের নগণ্য লাঠিতে পরিণত হয়। তোমরাও শুধু সস্তায় বিবাহ-শ্রাদ্ধ হইবে বলিয়াই যদি অখণ্ড-বিধানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাক, তবে তাহা ভুল হইতেছে। আদর্শের টানে আমার পথে আসিবে, সুযোগ-সুবিধার লোভে নহে, ইহাই আমার কাম্য।

অখণ্ডদীক্ষায় দীক্ষিত হওয়া মাত্রই তুমি ব্রাহ্মণ হইলে, —পূর্ব্বে তুমি জন্মসূত্রে যেই জাতিরই অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া থাক না কেন। সুতরাং তোমাদের শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণের ন্যায় একাদশাতেই হইবে। সমবেত উপাসনা দ্বারা শ্রাদ্ধ ও বিবাহ হইলে সেইদিন কেহই কোথাও প্রাণি-হত্যা করে না। ইহাই আপনা আপনি নিয়মে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই নিয়ম তোমাদেরও পালন করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৩)

হরি-ওঁ

পুপুন্কী

৭ই পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শ্রীপঞ্চমী তিথিতে নগরাইবাড়ীতে যে ওঙ্কার-বিগ্রহ পূজিত

হইবেন, তাহাতে শুধু ওঙ্কারই থাকিবেন, ভিতরে অন্য কোনও মূর্ত্তি থাকিবার প্রয়োজন নাই। যত তিথিতেই যত উপাসনা করিবে, একমাত্র অদ্বিতীয় ওঙ্কারই পূজিত হইবেন। ওঙ্কারের মধ্যে এক এক তিথিতে এক এক দেবতার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দিয়া তোমরা সস্তায় লোকমনোরঞ্জনের চেষ্টা করিও না। এই জাতীয় চেষ্টা তোমাদের আদর্শ এবং পন্থাকে আস্তে আস্তে নির্ম্মূল করিয়া দিবে। সকল মতের পূজক ও উপাসকদের প্রতি উদার ও সহিষ্ণু হও কিন্তু নিজেদের মতের ভিতরে ভিন্ন মত বা বিচিত্র মনোহারিত্ব ঢুকাইয়া অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের ভজনারূপ বিশুদ্ধ শোণিত-ধারার মধ্যে অন্য জিনিষ ইনজেকশানের দ্বারা মিশাইয়া দিও না। সর্ব্বসম্প্রদায়ে প্রেম রাখ কিন্তু নিজের মতে অটুট থাক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৪)

হরি-ওঁ

পুপুন্কী

৮ই পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কাল বেলা বারোটায় তোমার রেজিষ্টার্ড পত্র পাই। তখন আমি মঙ্গলকুটিরের ঢালাই কাজে ব্যস্ত। প্রাতে নয়টায় কাজে

লাগিয়াছি, রাত্রি নয়টায় আশ্রমে ফিরিলাম। জরুরী হইলেও আর লেখনী লইয়া বসিতে মন চাহিল না। এখন শেষ রাত্রে পত্রোত্তর দিতেছি।

তোমার তিনসুকিয়া সম্মেলনের ভাষণটী চমৎকার হইয়াছে। ইহাতে আমাদের আদর্শকে স্পষ্টীকৃত করিবার একটা সুন্দর প্রয়াস আছে। তোমরা যদি মনোযোগ দিয়া প্রত্যেকে আমার রচনাবলী ও বচনাবলী পাঠ কর, তবে তাহা তোমাদের সকলের পক্ষে অশেষ কল্যাণের হেতু হইবে। কারণ আমার লেখনী বা রসনা হইতে জীবনে কখনো একটী শব্দও সাহিত্যিক যশোলাভের প্রেরণায় বা বিনা উপলক্ষ্যে বা কল্পিত ব্যক্তিগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বহির্গত হয় নাই। তোমরা তোমাদের নিজ সংঘের সাহিত্যকে প্রতিজনে পাঠ করিতে অভ্যাস কর।

সতীশের মোনাছড়ার ভাষণ ও অবনীর আগরতলার ভাষণও চমৎকার হইয়াছে। সংবাদে জানিয়াছি, উভয়ের ভাষণই সকলের চিত্ত দ্রবীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু তোমাদের যাহা প্রয়োজন, তাহা হইতেছে কাজ,—কথা নহে। কাজের প্রয়োজনে তোমরা কথা কহিতেছ, এইটুকু প্রত্যেকে মনে রাখিও। কথা বলাই যেন তোমাদের কাজ না হইয়া দাঁড়ায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭৫)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী
৯ই পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। তোমার বৃদ্ধ পিতার রোগকষ্টের কথা অবগত হইয়া বড়ই ব্যথিত আছি। আমি নিয়ত আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তাঁহার যেন বাহিরের জ্বালা ও ভিতরের সন্তাপ সবই ভগবানের প্রেম কোমল সুখস্পর্শে নিবারিত হয়।

রুগ্নাবস্থায় তিনি আমাকে বারংবার দেখিতেছেন। তোমরা ইহাকে কল্পনা মনে করিও না। ইহা সত্য যে যিনি যেই মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়া থাকুন না কেন, আমার সহিত সবার যোগ, আমার সহিত সকলের অবিচ্ছিন্ন আত্মীয়তা। তাই যেই সময়ে তোমার পিতার অন্তর্লোক আলোকে পুলকে উজ্জ্বল হইবার প্রয়োজন, সেই সময়ে আমি নিয়ত তাঁহার কাছে কাছে রহিয়াছি, তাঁহাকে সপ্রেমে বুকে আবরিয়া ধরিতেছি। তিনি যখন যাহা দেখিতেছেন, সব সত্য, সব যথার্থ।

তবে তিনি কখন কি দেখিতেছেন, কি বুঝিতেছেন, কি বলিতেছেন, তাহা বাহিরে প্রচার করিও না। সর্ব্বজীবের প্রাণ হইয়া আমি সকলের সাথে থাকিতে চাহি, অবতার হইয়া

মন্দিরে পূজা পাইতে চাহি না। জগতে এমন সত্য ঘটনা আছে, যাহা ঔপন্যাসিকের কল্পনাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিতে পারে। অলৌকিক দর্শন কেবলই মস্তিষ্কের বিকৃতি বা রুগ্ন মনের ক্রিয়া নহে, ইহা মস্তিষ্কের স্থিরতা এবং সুস্থ মনেরও ফল। তবে এ সকল বিষয় বাহিরে প্রচার করিও না।

প্রাণপণে পিতৃসেবা কর। পিতৃমাতৃ-সেবার তুল্য মহান্ ধর্ম্ম জগতে আর কিছু নাই। পিতৃমাতৃ পরায়ণতা হারাইয়া পত্নীপরায়ণতার আশ্রয় নিয়া পাশ্চাত্য জগৎ মনুষ্যজন্মের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হারাইয়াছে। তোমরা তাহা হারাইও না। পিতৃসেবাতে কত প্রেম, তাহা নিষ্কাম নিঃস্বার্থ একাগ্র সেবার মধ্য দিয়া আস্বাদন করিতে পারিবে, অন্যথায় নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৬)

হরি-ওঁ

পুপুন্‌কী

১০ই পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজিনীষু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র খানা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। দাম্পত্য-জীবনে সংযম-পালন প্রথম সময়ে খুবই কঠিন ব্যাপার। এ জন্যই তোমাদের বারংবার ভুল হইতেছিল। কিন্তু কিছুকাল

জোর করিয়া সংযম পালনের ফলে অভ্যাসজ দুর্ব্বলতা দূর হইয়া যায়। তখন দেখা যায় যে, দৈহিক ঘনিষ্ঠতা ব্যতীতও স্বামী এবং পত্নীতে গভীর ভালবাসা থাকা সম্ভব। তখন ভালবাসার বলেই সংযম স্বভাবতঃ রক্ষিত হয়, জোর করিয়া রক্ষা করার চেষ্টা করিতে হয় না।

তোমাদের সেই অবস্থাটী আসিয়াছে। আমি ইহাতে অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। বিবাহিত জীবনে সংযম-পালন নিতান্তই মূর্খতা বলিয়া যাহারা প্রচার করিয়া যাইতেছে, তাহাদিগকেই আবার সন্তানের জন্মনিরোধ আন্দোলনে নানা কৃত্রিম উপায়ের প্রয়োগ সম্পর্কিত ওকালতি করিতে দেখা যাইতেছে। ইহারা কেহই জানে না যে প্রেমের শক্তি কি, প্রেমের স্বভাবই বা কি। প্রেম দুইকে এক করে, বিচ্ছিন্নকে বাঁধে, দুর্ব্বলকে সবল করে, অক্ষমকে ক্ষমতা দেয়। প্রেম সামর্থ্য দেয়, প্রেম সংযম দেয়। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত প্রেম থাকিলে একে অন্যকে দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে রক্ষা করিতে পারে।

তোমরা তোমাদের প্রেমের শক্তিতে আর ভগবানের নামের শক্তিতে বিশ্বাসী হও। জগতে তোমাদের অসাধ্য কাজ কিছুই থাকিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৭)

হরি-ওঁ   পুপুন্‌কী
১০ই পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজণেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ও কল্যাণীয়া মায়ের পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। যে কয়জন দাম্পত্য জীবনে সুনির্দ্দিষ্ট কাল সংযম পালনের সঙ্কল্প নিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছে, উপযুক্ত প্রয়াসের পরে তাহারা প্রতিজনেই এই সঙ্কল্প যোগ্যভাবে উদ্‌যাপনে সমর্থ হইয়াছে। আমার পুত্র-কন্যাদের সম্পর্কে এই কথা পূর্ণতঃ সত্য। তোমার আগে তোমার যে সকল ভ্রাতা এই পবিত্র ব্রত পালন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে সফলকাম হইয়াছেন। এই সকল দৃষ্টান্তের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে বল-সংগ্রহ কর। দাম্পত্য সংযম অসম্ভব ব্যাপার নহে। প্রয়োজন শুধু নিষ্ঠা ও সাহসের।

নিজেদের দাম্পত্য সংযমকে বাহিরে জাহির করিতে যাইও না। তাহাতে বাহাদুরীর ভাব আসিয়া যায় এবং ইহার ফলে দ্রুত পতন আসে। নম্র বিনীত নিরহঙ্কার মনে ব্রতপালন করিবে। অহঙ্কার সর্ব্বদাই পতনের হেতু হয়। কারণ, অহংকার প্রেমকে দুর্ব্বল করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭৮)

হরি-ওঁ   পুপুন্‌কী
১০ই পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার কার্ড পাইয়া সুখী হইলাম। লখিমপুর-জিলা প্রতিনিধি সম্মেলনের তিনসুকিয়া অধিবেশন সম্পর্কে তোমার মন্তব্য পাঠ করিলাম। তুমি সত্য কথাই লিখিয়াছ। আমি কোনও মন্তব্য দিতে পারি না। তোমার মন্তব্য অভ্রান্ত, ইহাই বলিতে পারি।

ইহার প্রতীকার কি? মণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা। তোমাদের কয়েকজনকে সমগ্র জেলাটীর সবগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে হরিওঁ-নামকীর্ত্তন লইয়া ভ্রমণে বাহির হইতে হইবে। যাহাদের সকলে ছোট, হীন, নীচ বলিয়া থাকে, সেই অবজ্ঞাত নরনারীদের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। তাহাদের সকলকে টানিয়া আনিয়া বক্ষে ধারণ করিতে হইবে। তাহাদের সামর্থ্য এবং সম্ভাবনা সমূহ যে তোমাদের অপেক্ষা কম নহে, এই বোধ তাহাদের মধ্যে জাগাইতে হইবে। আশু চিকিৎসার জন্য যেই অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্যবস্থাই অবলম্বন কর না কেন, স্থায়ী চিকিৎসায় ইহাই বিহিত ব্যবস্থা জানিও।

নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষাও যখন এক ঘন্টা অধিক সময়

ব্যাপিয়া তোমাদের আলোচনা চলিবার প্রয়োজন হইয়াছে, তখন একথা বুঝিতে আর কষ্ট হইবে কেন যে, তোমাদের সম্মেলনের প্রকৃত সাফল্য সম্পর্কে তোমরা যতটা প্রত্যাশা করিয়াছিলে, তাহা পূরণ হয় নাই? বেশী কথার প্রয়োজন মাত্র তখনই হয়, যখন শ্রোতারা কাজ করিবার জন্য আসেন না, আসেন ভাল ভাল কথা, উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া কর্ণের ও মনের সাহিত্য-রস-পিপাসা মিটাইতে। তোমরা ভবিষ্যতের সম্মেলনগুলিতে আরও কম সময়ে কাজ সারিতে চেষ্টা করিবে।

অন্তরের দরদ মুখের কথায় আর stunt এ কখনো উদ্রিক্ত হয় না। দরদী স্বভাবটী জন্মিলে তবে দরদ জন্মে। অতি গুরুতর আলোচনা অতি সাধারণ ফল প্রসব করিলে ভাবিতেই হইবে যে, দরদী জনের অভাব ঘটিয়াছে। এই দরদ বিনা সাধনে জাগে না। ভবিষ্যতে তোমরা কোনও সম্মেলন করিলে তাহার প্রধান আলোচ্য বিষয় রাখিবে, কি করিলে প্রত্যেকের ভিতরে নিয়ত সাধনের লিপ্সা জাগরিত হইবে। অসাধকদের মিলিত সুভাষিত-ভাষণও কোলাহল বা হট্ট-চিৎকারের মত লাগে। সাধকদের স্তিমিত ভাষায় স্বল্প-কথনও অমৃতের সুমধুর স্বাদ নিয়া রূপ পায় ললিত বিমল সঙ্গীতের। তোমরা সাধক হও। তাহা হইলে বহির্ম্মুখ হৈ-চৈ করিবার প্রয়োজন কমিয়া যাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৬ই পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কলিকাতায় আজ ছেলেমেয়েরা নীবর জপ-যজ্ঞ করিতেছে। এ এক অতীব চমৎকার ব্যাপার। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই ছেলেমেয়েরা জপে বসিয়া গিয়াছে। যে যতক্ষণ বসিতে পারিতেছে, জপিয়াই যাইতেছে,—শব্দ নাই, কোলাহল নাই। যাহার যখন উঠিবার সময় হইতেছে, নীরবে উঠিয়া যাইতেছে, কাহারও বিন্দুমাত্র উদ্বেগ সৃষ্টি করিতেছে না। যে বসিতেছে, দুই-এক ঘন্টা একাধারে বসিয়া নাম জপ করিবেই, এই সঙ্কল্প নিয়াই বসিতেছে। চমৎকার এক আবহাওয়া, দিব্য এক প্রশান্তি সৃষ্টি হইয়াছে। জন্মোৎসব-সপ্তাহের একটা দিনকে ইহারা এই ভাবে স্মরণীয় করিয়া রাখিল। এই দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র অনুসৃত হওয়া উচিত।

সন্ধ্যার পরে এই জপযজ্ঞের উদ্‌যাপন হইবে জপ-সমর্পন মন্ত্রের দ্বারা। খোয়াই হইতে শ্রীমান দেবেশ প্রসাদ কলিকাতা অখণ্ড মণ্ডলীকে অভিনন্দন জানাইয়া পত্র দিয়াছে যে, এই অভিনব ব্যবস্থার দ্বারা এক অত্যাশ্চর্য্য শুচিতার সৃষ্টি করা হইল। আমি দেবেশের কথার সহিত একমত।

বারাণসীতে জন্মোৎসব বিনা আড়ম্বরে করিতেছ জানিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। উৎসবের আসল লক্ষ্য চিত্তের প্রশান্তি ও বিমল আত্মপ্রসাদ। সেই আত্মপ্রসাদ তোমাদের যেন সাত্ত্বিক হয়।

আমি ত' তোমাকে নিষেধই করিয়াছিলাম যে, নীরবে অনাড়ম্বর ভাবে কাজ সার, কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতে নামিও না। আপনা আপনি যাঁহারা আসিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের উপস্থিতি কি কিছু কম গৌরবের? তাঁহাদের প্রীতিপূর্ণ সহযোগ কি কিছু কম আদরের? অমুকে আসিবে, তমুকে আসিবে বলিয়া প্রত্যাশা কেন করিতে যাও? প্রত্যাশা ত্যাগ করিয়া চলার মত সুখ কি জগতে আছে? আমি গুরু বলিয়াই কি দাবী করিয়া বসিব যে, শিষ্যেরা আমার জন্মোৎসব করুক, আমার জন্মদিনের উপাসনায় আসুক? শিষ্যদের কাছে কেন আমার প্রত্যাশা থাকিবে? লোকের নিকটে তোমাদের গুরুভাই বলিয়া পরিচয় প্রদানকারীরা যদি জন্মদিনের উপাসনায় যোগ দিতে না আসিয়া থাকেন, তবে বুঝিও, সেই দিন তাঁহাদের আসিবার কোনও বিশেষ প্রতিবন্ধক ছিল। তবে এবার যেমন জন্মদিনের উপাসনায় কাহাকেও নিমন্ত্রণ দাও নাই, আগামী বৎসর সমূহেও তাহাই করিবে। এবার আমি পুপুন্‌কী আশ্রমেও নিতাইকে জন্মদিনের উপাসনায় নিমন্ত্রণ প্রেরণে নিষেধ করিয়াছি। যাঁহারা তবু আসিয়াছেন, ভাল করিয়াছেন। যাঁহারা আসেন নাই, তাঁহারাও মন্দ কাজ করিয়াছেন বলিয়া মনে

করিও না। গুরুর জন্মদিনে গুরুভাইদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াই গুরুধামে আনিতে হইবে, এই হীনতা পরিত্যাগ কর।

জন্মোৎসব উপলক্ষে অনেক স্থানেই প্রচুর ব্যয় হইয়া থাকে। আশ্রমের উৎসব তুমি চিরকালই আশ্রমের ব্যয়ে করিয়া আসিতেছ, তোমার ভ্রাতা-ভগিনীদের কাছে কখনও হাত পাত নাই। তোমাদের এই সুন্দর প্রথাটী যেন চিরকাল বজায় থাকে। কিন্তু নানা স্থানের জন্মোৎসবে তাহা সম্ভব নহে। মণ্ডলীগুলি নিজ নিজ প্রভাবান্তর্গত স্থানের গুরুভাই-গুরুভগিনীদের কাছ হইতে টাকা তোলে। অনেক স্থানে প্রচুর টাকা ওঠে এবং প্রচুর ব্যয় হয়। ইহার সবটাই সদ্ব্যয় কি না, প্রশ্ন করিবার সময় আসিয়াছে। কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে, সংগৃহীত অর্থের কতক পরিমাণ সমাজের স্থায়ী কল্যাণে ব্যয়িত হওয়া কর্ত্তব্য। কেহ কেহ জানাইতেছেন যে, এই কথা বলিয়া কার্য্যে নামিবার পরে অধিকাংশের হাত ছোট হইয়া যাইতেছে। ছেলেমেয়েদের কেহ কেহ স্থির করিয়াছিল যে, এবারকার জন্মোৎসবের ব্যয়-হ্রাস করিয়া বাকী টাকা তাহারা মঙ্গলবাঁধ মেরামতের গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজে অবিলম্বে পাঠাইবে। খ—মণ্ডলীর সম্পাদক জানাইয়াছেন যে, এই সাধু প্রস্তাবটী উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে দাতাদের দানের উৎসাহ কমিয়া গেল। ফলে, উৎসবের ব্যয়-হ্রাস করিবার পরেও মঙ্গলবাঁধের মঙ্গলকার্য্যে কিছু পাঠাইবার মত অর্থ থাকিবে কি

না, সংশয় জন্মিয়াছে। অপরদিকে ডিব্রুগড় হইতে একজন প্রধান কর্ম্মী জানাইয়াছেন যে, ব্যয়-সঙ্কোচ করা হইবে বলিয়া একটী প্রাণীও হস্ত-সঙ্কোচে সম্মত নহেন, বরঞ্চ কোনও কোনও ক্ষেত্রে দানের পরিমাণ-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে যে, আমার পুত্রকন্যাদের মতিগতি কোথাও কোথাও কেমন রূপান্তর পাইতেছে। পরিণামে সদ্‌বুদ্ধিই জয় হইবে, ইহা নিশ্চিত। সাময়িক কোনও অসুবিধা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। জন্মোৎসবে সর্ব্বত্র যে বিপুল অর্থব্যয় হয়, প্রতি বৎসর তাহার শতকরা পঁচিশ ভাগ বাঁচাইয়া স্থায়ী সৎকর্ম্মে নিয়োগের চেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। সেই রুচিটুকু আসিবে ছেলেমেয়েদের মন হইতে হুজুগের ভাবটা কমিয়া গেলে। হুজুগ চিন্তার স্বচ্ছতা ও দূরগামিতাকে আবিষ্ট করিয়া রাখে। হুজুগ চিন্তাকে শ্লথগামিনী ও মদালসা করে। হুজুগ বাদ দিলে উৎসব হয় না, আবার হুজুগ বাড়িলে উৎসবের স্থায়ী ফল কিছুই থাকে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৬ই পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। ডবকাতে একটী সু-সফল সম্মেলন করিতে হইলে, তাহার প্রস্তুতি হিসাবে সমস্ত নগাঁও জেলার প্রত্যেক গ্রাম বা মণ্ডলী হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নিয়া জেলার সদরে একটী বিশেষ পরামর্শ-সভা আগেই করা প্রয়োজন বলিয়া আমি মনে করি। অবশ্য এই কার্য্য তোমরা না করিলেও ডবকার সম্মেলন সম্মেলন-হিসাবে নিশ্চয়ই সফল হইবে। জন-সমাগমও হইবে, ভাল ভাল বক্তৃতাও হইবে, বিদেশ হইতে শক্তিমান কোনও কর্ম্মী-পুরুষও সভাপতিত্ব করিতে নিশ্চয়ই আসিয়া যাইবেন। কিন্তু এত শ্রম, ব্যয় ও আয়োজন আসল ব্যাপারে মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে। সেই আশঙ্কা প্রচুরই বিদ্যমান।

কথা না কমাইলে কাজ অগ্রসর হয় না। কথা কহিতে কহিতে জন্ম ভরিয়া কাজকে পিছাইয়া দিবার অভ্যাসই কেবল অনুশীলিত হইতেছে। সৎপ্রস্তাবে সশ্রদ্ধ সম্মতি না আসিয়া কুটিল জটিল গ্রন্থিল "কিন্তু, কেন, যদি"র সৃষ্টি হইতেছে। কাজ যাহারা করে, তাহারা "কিন্তু", "কেন" আর "যদি" এই তিনটী অব্যয়কে পদাঘাত করিয়া ব্যয় করিয়া দেয়। তোমাদের মধ্যে সেই লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে না। আমি কথার জহুরী, কথার জাহাজী। জীবন ভরিয়া কথাই বহিলাম আর কথাই কহিলাম। কিন্তু আমি আমার সমস্ত জীবনে যতগুলি কথা কহিয়াছি, তোমরা এক একটী সম্মেলন উপলক্ষ্যে জনে জনে

Collected by Mukherjee, TK, DHANBAD

তাহার দশ-বিশ, পঁচিশ-পঞ্চাশ গুণ কথা কহিয়া ফেল। তাই তোমাদের কথাই হইতেছে, কাজ হইতেছে না।

ডবকা পল্লীগ্রাম। জেলার প্রতিনিধি-সম্মেলন উপলক্ষে নানা স্থান হইতে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি যাইবেন, তাঁহাদের দেখিয়া গ্রামবাসী দরিদ্র অখণ্ডেরা হকচকাইয়া যাইবে। অন্ততঃ এই কারণেও তোমাদের কর্ত্তব্য সমগ্র জেলার প্রতি মণ্ডলীর একটী করিয়া দরদী কর্ম্মীকে জেলার সদরে আনিয়া সকলকে নিয়া পূর্ব্বাহ্নেই একত্র পরামর্শ করা। পৃথিবীর সকল স্থানেই বড় কাজের প্রস্তুতিটীকে বেশী মূল্য দেওয়া হয়। তোমরাই কি তাহা হইতে বিরত রহিবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৬ই পৌষ, ১৩৬৬

পরমকল্যাণভাজনেষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। তোমার বাড়ীতেই ত্রিপুরা-রাজ্য অখণ্ড-প্রতিনিধি-সম্মেলন হইতে যাইতেছে দেখিয়া তুমি আনন্দ ও অনিশ্চয়তায় বিহ্বল হইয়াছ। আনন্দ হইবারই কথা, কারণ একসঙ্গে একস্থানে অনেকগুলি

গুরুভাইকে দেখা আর গুরুদেবকে দেখা প্রায় তুল্য ব্যাপার। গুরুদর্শনে কি পুণ্য, তাহা যাহারা সাধন করে না, তাহারা বুঝিতে অক্ষম। কিন্তু কেহ বুঝুক আর না বুঝুক, দর্শনের সুফল যাইবে কোথায়? একটী দিনের জন্য তোমার গৃহ পবিত্র তীর্থভূমিতে পরিণত হইবে।

কিছু কিছু গুরুভগিণীও হয়ত আসিবেন। কি করিয়া এতগুলি ভ্রাতা ও ভগিনীর সম্বর্দ্ধনা করিবে, ইহা তোমার নিকটে এক দুশ্চিন্তাকর প্রশ্ন হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা পরের গৃহে আসিবেন না, আসিবেন নিজগৃহে। গুরুভাই আর সহোদর-ভাইতে তফাৎ কতটুকু? বরং কোনও পার্থিব স্বার্থের সম্পর্ক বা সংঘর্ষ না থাকার দরুণ গুরুভাই সহোদর-ভাই অপেক্ষাও আপনতর। যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা নিজেদের প্রেমের গুণেই সকল অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ করিয়া দিবেন। তুমিও একমাত্র প্রেম সম্বল করিয়া, যাহা তোমার সাধ্য, তেমনি ব্যবস্থা ও তদ্রূপ আয়োজন কর।

কাজটী তোমার একার নহে, কাজটী তোমাদের সকলের সুতরাং এই ব্যাপারে চারি দিকের সকল ভ্রাতা-ভগিনীদের ডাকিয়া আনিয়া যুক্ত করিতে চেষ্টা কর। কি তোমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য, সেই দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিও। কতকগুলি অপব্যয় আর হট্টগোল করিয়া যশ বা অপযশ অর্জ্জন করিবার চেষ্টা কেহ করিও না। অনেক কিছু কর্ম্ম-তালিকা করিয়া সহজ সরল

স্বাভাবিক ব্যাপারকে জটিল কুটিল কৃত্রিম করিও না। যাহা দ্বারা একের প্রতি অপরের প্রেম-প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, মাত্র তাহাই করণীয়। যাহা দ্বারা অপ্রেম অপ্রীতি প্রশ্রয় পায়, তাহা বর্জ্জনীয়। প্রিয়জনদর্শনে প্রিয়জনেরা পুলকিত হইবেন, অন্ধকার চিত্ত ভক্তির জ্যোছনায় আলোকিত হইবে, সকলের হৃদয় হইতে অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব, কুণ্ঠা ও আলস্যরূপ পাপ দূরীভূত হইবে, ইহাই তোমাদের লক্ষ্য হউক এবং এই লক্ষ্যের আলোকে অন্য কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশগুলি দেখিয়া যাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(দশম খণ্ড সমাপ্ত)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রী[illegible]মী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা

তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের

সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত **"সরল ব্রহ্মচর্য্য"**, **"সংযম সাধনা"**, **"জীবনের প্রথম প্রভাত"**, **"অসংযমের মূলোচ্ছেদ"** প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত **'কুমারীর পবিত্রতা"** প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত **"বিধবার জীবনযজ্ঞ"** প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত **"সধবার সংযম"**, **"বিবাহিতের জীবন সাধনা"** ও **"বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য"** প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ.

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-২২১০১০